পীর মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহঃ) এর ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে অবদান।

(এম.ফিল. ২য় বর্ষের পরীক্ষার জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ)

কলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক,
জনাব আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন
সহযোগী অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত)
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

400633

গবেষক,
মোঃ মাহফুজুল করিম
এম.ফিল. গবেষক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

শাওয়াল, ১৪২৩ হিজরী
পৌষ, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ
ডিসেম্বর ২০০২ খৃষ্টাব্দ

Dhaka University Library
400633

দূরালাপনী : অফিস ৪২৯০
আবাস

আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

নং.....

তারিখ..... .....১৯

প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের এম.ফিল. ডিগ্রী গবেষক জনাব মোঃ মাহফুজুল করিম কর্তৃক এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত **"পীর মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহঃ) এর ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে অবদান"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচিত একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে ইতঃপূর্বে এ শিরোনামে এরূপ গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ 'গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

ঢাকা
৩০-১২-২০০২

400633

(আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন)
সহযোগী অধ্যাপক (অবসর প্রাপ্ত)
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

এই মর্মে আমি ঘোষণা করছি যে, **"পীর মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহঃ) এর ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে অবদান"** শীর্ষক গবেষণা সন্দর্ভটি আমার নিজস্ব মৌলিক গবেষণা কর্ম। এ গবেষণা কর্মের পূর্ণ অথবা আংশিক কোথাও প্রকাশ করিনি।

মো: মাহফুজুল করিম
০০-১২-০২

মোঃ মাহফুজুল করিম
এম.ফিল. গবেষক
রেজিঃ নং-৪৫/১৯৯৭-৯৮ইং
যোগদানঃ ২৬-১২-১৯৯৯ইং
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

400633

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস সালামু 'আলা রাসুলিহী সায়্যিদিল-মুরসালীন ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহিত তাহিরীন ওয়া আলা উলামাই উম্মাতিহি আজমাঈন। আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমতে অত্র গবেষণা সন্দর্ভটি সুসম্পন্ন হয়েছে।

খ্যাতিম্যান জ্ঞান তাপস ইসলামী বিশ্বকোষ, সীরত বিশ্বকোষ ও বাংলাপিডিয়ার অন্যতম সম্পাদক, আধ্যাত্মিক সাধক আমার শ্রদ্ধেয় উস্তায জনাব আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর যথাযথ তত্ত্বাবধানে আমি এটিকে গ্রন্থরূপে উপস্থাপন করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। তাঁর নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। তাঁর এ শ্রমের প্রকৃত বিনিময় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পূর্নরূপে প্রদান করুন।

আমার সম্মানিত সকল শিক্ষক মহোদয় হতে যথেষ্ঠ সহযোগিতা লাভ করেছি। বিশেষত আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান (ভি.সি. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া), অধ্যাপক ড. আবু বকর সিদ্দীক, অধ্যাপক নাজির আহমদ, অধ্যাপক আ.ন.ম. আবদুল মন্নান খান, অধ্যাপক ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, অধ্যাপক ড. সাহেরা খাতুন, ড. আ.স.ম. আবদুল্লাহ, ড. মোঃ নূরুল হক, মোঃ আবদুল মাবুদ, ড. এ.বি.এম. ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী, এ.টি.এম. ফখরুদ্দীন, জনাব আবদুল কাদের, জনাব মুহাম্মদ ইউছুফ এর অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। আরবী বিভাগের অফিস কর্মকর্তা

Dhaka University Institutional Repository

শিহাব ভাই, জাহাঙ্গীর ভাই এবং নাসির ভাই এর সহযোগিতা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

বিভিন্ন গ্রন্থাগার হতে আমি এর উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। তন্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার, পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী ও ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার সমূহের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

এই অভিসন্দর্ভ রচনায় মাওলানার জ্যৈষ্ঠ পুত্র মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী, মাসিক দ্বীন দুনিয়ার নির্বাহী সম্পাদক মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ, চট্টগ্রাম বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ এর অফিস সেক্রেটারী জনাব আবদুল খালেক, বায়তুশ শরফ আদর্শ মাদরাসার প্রভাষক মাওলানা ফরহাত আলম, ঢাকা বায়তুশ শরফ এর জনাব আবুল কাশেম, কমলাপুর স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষিকা জনাবা নাজমুন নাহার, চট্টগ্রাম গারাংগিয়া আলিয়া মাদরাসার ছাত্র মুজিবুর রহমান প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করেছেন। সর্বোপরি বায়তুশ শরফ এর পীর ছাহেব মাওলানা মুহাম্মদ কুতুব উদ্দীন, অধ্যাপক ড. শাব্বির আহমদ (চ.বি), ড. এ.এম.এম. শরফুদ্দীন (চ.বি), আমাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেছেন। তাঁদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

এম.ফিল. করার ব্যাপারে আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা ও আম্মা দু'আ ও উৎসাহ জুগিয়েছেন। তাঁদের নিকট আমি চিরঋণী। সর্বোপরি, এ গবেষণার সুযোগ দেয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ও তাদের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই সন্দর্ভটির কম্পোজ, অনুলিপি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল সহযোগীর অবদান

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। আল্লাহ তা'আলা সকলকে ইহ-পরকালে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

এ অভিসন্দর্ভটি প্রস্তুত করতে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়েছি এবং আল্লাহর রহমতে উপস্থাপন করছি। আমার এই সীমিত প্রচেষ্টায় ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। অপরাধ মার্জনা পূর্বক মহান আল্লাহ এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং তাঁর প্রিয় বান্দাদের পথ "আস-সিরাতুল-মুস্তাকীম" এ আমাকে ও সকলকে দৃঢ় পদ রাখুন। আমীন।

নিবেদক
মোঃ মাহফুজুল করিম

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত পরিচয়

আল কুরআনুল করীমের সূরা	ঃ	৫:১৬ প্রথম সংখ্যা সুরার ও দ্বিতীয়সংখ্যা আয়াতের।
আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জল নক্ষত্র	ঃ	আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জল নক্ষত্র বায়তুশ শরফের পীর হযরত শাহ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহঃ), মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত শাহ আবদুল জব্বার, আশ শরফ একাডেমী, চট্রগ্রাম ভাদ্র, ১৪০৫বাংলা, সেপেম্বর ১৯৯৯খ্রী. জুমাদিউল উলা ১৪২০ হিজরী।
ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত	ঃ	ইসলামী রেনেসাঁয় অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব হযরত শাহ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহঃ), মুহাম্মদ আবদুল হাই নদবী সম্পাদিত, শাহ আবদুল জব্বার আশ শরফ একাডেমী, চট্রগ্রাম, ২৬ রমযান ১৪১৯হিজরী, ২রা মাঘ ১৪০৫ বাংলা, ১৫ জানুয়ারী ১৯৯৯ খ্রীঃ
মহিমাময় জীবন	ঃ	কুতুবুল আলম হযরত শাহ সূফী মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রহঃ) এর মহীমাময় জীবন, মোহাম্মদ আমান উল্লাহ খান, আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম, জানুয়ারী ১৯৯৩খ্রী.

Dhaka University Institutional Repository

স./সা.	ঃ	সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন)।
(আঃ)	ঃ	'আলাইহিস সালাম (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক)।
(রা.)	ঃ	রাদিয়াল্লাহু আনহু/ আনহা (আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)।
(রঃ/রাহ/রহঃ)	ঃ	রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি (তাঁর উপর রহমত বর্ষিত হোক)।
(হি.)	ঃ	হিজরী/হিজরীতে
(খ্রী.)	ঃ	খ্রীষ্টাব্দ/ খ্রীষ্টাব্দে
(ব.)	ঃ	বঙ্গাব্দ/ বঙ্গাব্দে
ই.বি.	ঃ	ইসলামী বিশ্বকোষ
স.ই.বি.	ঃ	সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ
অনু	ঃ	অনুবাদ/অনূদিত
ইফাবা	ঃ	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
স.	ঃ	সম্পাদিত/সম্পাদনা/সম্পাদক।
পূ. গ্র.	ঃ	পূর্ব গ্রন্থ
আ.গ্র.	ঃ	আলোচ্য গ্রন্থ।
পৃ.	ঃ	পৃষ্ঠা
মৃ.	ঃ	মৃত

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

বিষয় সূচী	পৃষ্ঠা নং-
প্রত্যয়ন পত্র	
শিরোনাম	
ঘোষণা পত্র	
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	I
সংকেত সূচী	IV
ভূমিকা ১-৪	
প্রথম অধ্যায়	
চট্টগ্রামের ভৌগোলিক বিবরণ	৫-৮
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা	৯-১৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	
চট্টগ্রামের সূফী দরবেশ	২১-৫১
তৃতীয় অধ্যায়	
মাওলানার বংশ পরিচয়, জন্ম, শিক্ষা, বাগ্মী ওয়ায়েজ	৫২-৬৭
মাওলানার মুর্শিদ	৬৮-৮৫
মর্শিদের সান্নিধ্য ও তাসাওউফ চর্চা, শাজরা	৮৬-৯৪
ইলমে তরীকত শিক্ষাদানে মাওলানার সাধনা	৯৫-৯৬
মাওলানার জীবন যাপন পদ্ধতি	৯৭-৯৮
রাজনীতি চর্চা	৯৯-১০৩
মাওলানার উপদেশমূলক বাণী	১০৪-১১১
চতুর্থ অধ্যায়	
সমাজ সেবা	১১২-১১৪

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদ প্রতিষ্ঠা ১১৫-১২০

য়াতীমখানা প্রতিষ্ঠা ১২১-১২৫

শিরক ও বিদআত মুক্ত সমাজ গঠন ১২৬-১২৮

হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা ১২৮-১২৯

ঈসালে সওয়াব মাহফিল ১৩০-১৩২

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে অবদান ১৩৩

গ্রন্থ প্রণয়ন ১৩৩-১৮৫

ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ১৮৬-১৯১

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ১৯২-১৯৮

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ১৯৯-২১৩

ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ২১৪-২২৩

ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে পৃষ্ঠপোষকতা ২২৪-২৩৪

ইসলামী কলম সৈনিক তৈরী ২৩৫-২৩৬

মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ২৩৭-২৩৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইন্তিকাল, জানাযা, বিভিন্ন স্থানে শোকসভা, পত্রিকার অভিমত ২৪০-২৫০

তাঁর সম্পর্কে গুণীজনদের মন্তব্য ২৫১-২৬২

সপ্তম অধ্যায়

কারামত ২৬৩-২৬৯

উপসংহার ২৭০-২৭১

আলোকচিত্র

বাড়ী, বায়তুশ শরফ মাদরাসা, কবর, কক্সবাজার হাসপাতাল, মসজিদ, (চট্টগ্রাম-কক্সবাজার) ইসলামী ব্যাংক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থপঞ্জি ২৭২-২৮২

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে আলিমদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তারা নবীদের প্রতিনিধি হিসেবে সমাজের খেদমত আঞ্জাম দেন। মহানবী (সঃ) তাই বলেছেন "আমিলগনই নবীদের উত্তরাধিকারী" কেননা তারা নবীর ইলমের উত্তরাধিকারী। এরা ইলমকে মানুষের মধ্যে প্রচার করেন এবং দীনকে সর্ব প্রকার বিকৃতি থেকে রক্ষা করেন। বাংলাদেশেও অনেক আলিমের জন্ম হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে এদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আলিমগণের অবদান অনস্বীকার্য। খাঁটি আলিম সমাজ দেশেরও সম্পদ বিশেষ। সেই জন্যই বলা হয় একজন আলিমের তিরোধান মানে একটি বিশ্বের সর্বনাশ। তাঁদের অন্তর্ধানের পর তাঁদের জীবনীর মাধ্যমেই তাঁদের সম্পর্কে জানা যেতে পারে। তাঁদের জীবনী সংরক্ষিত না হলে ভবিষ্যৎ বংশধর তাঁদের সম্পর্কে অবহিত হবে না। তদুপরি তাঁদের আদর্শ জনসাধারণের কাছে সময়ের বিবর্তনে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যা দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর। সেইজন্য তাঁদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে অধ্যয়ন ও জ্ঞান অর্জন অতীব প্রয়োজন। মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহঃ) ছিলেন চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের একজন প্রথিতযশা আলিম। তিনি আমৃত্যু আধ্যাত্মিক সাধনা, সমাজ সেবা ও গ্রন্থ প্রণয়নের মাধ্যমে মানুষের আত্মিক পরিশুদ্ধি ও সমাজ সংস্কারে প্রভূত অবদান রেখেছেন। তিনি বহু মসজিদ, মাদরাসা, য়াতীমখানা, হেফজখানা, বিদ্যালয়, ইসলামী পাঠাগার, ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, ফোরকানিয়া মাদরাসা, দীনি তালীম কেন্দ্র, হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। সুদ বিহীন ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অনন্য অবদান রেখেছেন। এমন একজন ব্যক্তির জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত অধ্যয়ন ও গবেষণা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। যাতে বর্তমান ও পরবর্তী প্রজন্ম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অংগনে কি ধরনের পবিরর্তন পরিবর্ধন সংযোজন ও বিয়োজন নিকট অতীতে হয়েছে সে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারে। আমি এ লক্ষ্যে তাঁর জীবন ও কীর্তি নিয়ে গবেষণা করেছি। সর্বোপরি মাওলানার স্মরণে ১লা মে ১৯৯৮খ্রী. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনষ্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত স্মরণ সভায় বক্তাগণ মাওলানার জীবন ও কর্মের উপর এম.ফিল ও পি.এইচ.ডি পর্যায়ে গবেষণা পরিচালনার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁর সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থ না থাকায় আমাকে মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে হয়েছে। মাওলানার নিকট আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব, শিক্ষক ও প্রতিবেশীদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে।

আমার এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানার সূচনা পর্ব মাত্র। আশা করি ভবিষ্যতে তাঁর সম্পর্কে অধিক অধ্যয়ন ও গবেষণা পরিচালিত হবে। ফলে মানুষ আধ্যাত্মিকতা, সমাজ সেবা ও সংস্কারে এবং মসজিদভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রেরণা লাভ করবে। অভিসন্দর্ভটির নামে আমি পীর[১] শব্দটি

---

[১] পীর ফার্সী শব্দ, অর্থ বয়োজ্যেষ্ঠঃ সূফী ব' মরমী তরীকার মুর্শিদ বা আধ্যাত্মিক শিক্ষক।

জীবনের তিন স্তরের (শরীআত, তরীকত, মা'রিফাত) তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয় সম্পর্কে পীরের নিখুঁত জ্ঞান থাকতে হবে ও সব ভোগ প্রবনতা মুক্ত হতে হবে। পীর প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও নিজের মধ্যে সহজাত আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী। পীরের নিকট মুরীদ আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহন করে। মুরীদ আধ্যাত্মিক সাধনায় ব্রতী হওয়ার জন্য পীরের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন এবং তাঁর দিক্ষীত পন্থায় আল্লাহর যিক্‌রে মশগুল থাকেন এবং বাস্তব জীবনে শরীআত অনুসরণ করেন। এভাবে মুরীদের শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করলে পীর তাকে খেলাফত দান করেন অর্থাৎ

Dhaka University Institutional Repository

সংযুক্ত করেছি, এই জন্য যে, মাওলানা শায়খুত তরীকত ও মুর্শিদ ছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই, এমন সম্মানিত ব্যক্তি পীর নামেও অভিহিত হন। যেহেতু তিনি বয়সে, শিক্ষা-দীক্ষায়, পরহেযগারীতে, আমলেও আখলাকে অনেক বড় তাই সর্ব সাধারনের নিকট তিনি পীর নামেই সর্বাধিক পরিচিত। তাই আমি মাওলানা শব্দের পূর্বে "পীর" যুক্ত করার প্রয়াস পেয়েছি।

আমি অভিসন্দর্ভটি ৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে তাঁর জীবনের সর্ব পর্যায়ের তথ্য ও তত্ত্ব সন্নিবেশিত করার প্রয়াস পেয়েছি। প্রথম অধ্যায়ে চট্টগ্রামের ভৌগোলিক বিবরণ ও তৎকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা বর্ণনা করেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে চট্টগ্রামের বেশকিছু প্রখ্যাত সূফী দরবেশদের জীবন ও কর্ম আলোচনা করেছি, যাতে পাঠকের পক্ষে অত্র এলাকার দীনী ও পার্থিব জীবন সম্পর্কে মোটামুটি ধারনা পাওয়া সম্ভব হয়। তৃতীয় অধ্যায়ে পীর মাওলানা আবদুল জব্বার (রহঃ) এর বংশ পরিচয়, শিক্ষা, ভবিষ্যত জীবনের কর্মসূচী প্রণয়ন এবং তাঁর মুর্শিদ সম্পর্কে কিছু বিবরণ সন্নিবেশিত করেছি। এতদব্যতীত মাওলানার তাসাওউফ চর্চা ও ইলমে তরীকতের শিক্ষা লাভ, এ মহৎ কাজে তাঁর সাধনা এবং তাঁর জীবন যাপন পদ্ধতি, রাজনীতি চর্চা ও তাঁর উপদেশমূলক বাণী সমূহ আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে মাওলানার সমাজ সেবা, মসজিদ ও য়াতীমখানা প্রতিষ্ঠা, সমাজ থেকে শিরক ও বিদআত

তাঁরই মত অন্যান্যদের তিনি শিক্ষা ও দীক্ষা দিতে পারেন। (ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৪ খন্ড, ইফাবা, পৃ-৪৪৯)

Dhaka University Institutional Repository

দূরীভূত করন, হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা এবং ঈসালে সওয়াবের মাহফিল অনুষ্ঠান ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে মাওলানার ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে অবদান, গ্রন্থপ্রণয়ন, ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় অবদান, ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে পৃষ্ঠপোষকতা, ইসলামী কলম সৈনিক তৈরীর একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও সাংবাদিকতায় মাওলানার কর্মতৎপরতা সম্পর্কে বর্ণনা। ষষ্ঠ অধ্যায়ে মাওলানার ইন্তেকাল, কাফন-দাফন, বিভিন্ন স্থানে শোক প্রকাশ, পত্রিকার অভিমত ও তাঁর সম্পর্কে গুণীজনদের মন্তব্য। সর্বশেষে তাঁর কারামত সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

সন্দর্ভটিকে আকষণীয় করার জন্য মাওলানার ছবি, তাঁর বাড়ী, বায়তুশ শরফ মাদরাসা, মসজিদ, তাঁর কবর, প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল, য়াতীমখানা, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোকচিত্র সংযুক্ত করা হয়েছে। সন্দর্ভটি সব দিক দিয়ে সন্তোষজনক হয়ত হয়নি। কারণ এটি একটি নতুন প্রচেষ্টা। মাওলানা সম্পর্কে অনেক কথা উদঘাটিত হয়নি। আশা করি ভবিষ্যতে কোন গবেষক এ পথে আরো নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হবেন। মহান আল্লাহ আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

চট্টগ্রামের ভৌগোলিক বিবরণ

চট্টগ্রাম বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের একটি জেলা। ইহা ২০°-৩৫' ও ২২ -৫৯' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১°-২৭' ও ৯০°-২২' পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত[১]

চট্টগ্রামের নামকরণঃ চট্টগ্রাম নামকরণের পেছনে বিভিন্ন কারণ বিদ্যমান। ইতিহাসে চট্টগ্রামের বিভিন্ন নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথাঃ চাটিগাঁও, চাটিগ্রাম, চাটগাঁ, চাঁটগাও, চট্টল ইসলামাবাদ, চিটাগাঙ্গ (Chittagong) ও ফতেহাবাদ।

ক. **চাটিগাঁওঃ** প্রবাদ আছে যে, "মুসলমান কর্তৃক গৌড় বিজয়ের কিছুকাল পর ১২ জন আউলিয়া চট্টগ্রামে উপনীত হন। তাঁরা জিন্ন পরীগনকে দূরীভূত করবার জন্য একটি আলোক বর্তিকা প্রজ্জলিত করে উচ্চস্থানে সংস্থাপিত করেন। কথিত আছে যে, ঐ আলোক বর্তিকার আলোক রশ্মি যতদূর পৌছায় ততদূর পর্যন্ত জিন্নগণ তিষ্ঠিতে না পেরে পলায়ন করে একটি চাটির সাহায্যে এই স্থান সর্ব প্রথম বাসোপযোগী হয়েছিল বলে এর নাম চাটিগাঁও হয়েছে। চট্টগ্রামে চাটি অর্থ মৃৎ প্রদীপ।

---

[১] ইসলামী বিশ্বকোষ, দশম খন্ড, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৬ খ্রী. পৃ-৬৪৮

Dhaka University Institutional Repository

খ. **চাট্টিগ্রামঃ** ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর কবি বাহরাম খান রচিত নগর লাইলী মজনু গ্রন্থে চাটিগ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। তা হল-

ফতে আবাদ, দেখিতে পুত্র-
চাট্টিগ্রাম সুনাম প্রকাশ।

গ. **ফতেহাবাদঃ** সুলতান নুসরাত শাহ (১৫১৯-৩২ খ্রী.) চট্টগ্রাম জয় করে এর নামকরণ করেন ফতেহাবাদ।

ঘ. **সুদ কাওয়ানঃ** ইবনে বতুতার সফর নামায় এ নামের উল্লেখ রয়েছে।

ঙ. **চাটগামঃ** আইন ই আকবরীতে 'সরকারে চাটগাম' এর উল্লেখ রয়েছে।

চ. **চট্টগ্রাম/ চিটাগাংঃ** প্রবাদ আছে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে আরাকানের বৌদ্ধ রাজা বাংলাদেশ আক্রমণ করে বর্তমান চট্টগ্রামে এক বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করেন। ঐ স্তম্বে চিৎ তৌৎ-গৌং অর্থাৎ যুদ্ধ করা অন্যায়, এই কথাগুলো লিখিত ছিল। সেই শব্দ হতে সম্ভবত চট্টগ্রাম বা চিটাগাং নামের উৎপত্তি হয়েছে।

ছ. **ইসলামাবাদঃ** সম্রাট আওরঙ্গযীব-এর আমলে ১৬৬৬খ্রী. শঙ্খ নদীর উত্তর তীর অবধি ভূ-ভাগ মোগল সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়। তখন সম্রাটের নির্দেশে

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রাম এর নাম রাখা হয় "ইসলামাবাদ"। ইংরেজ শাসনের সময় এর বরুল প্রচলিত "ইসলামাবাদ" নামের স্থলে Chittagong এর প্রচলন হয়।[১]

Chittagong District statistics – 1983 এর মতে তৎকালীন চট্টগ্রামের ভৌগোলিক বিবরণ নিম্নরূপ-

The district is bounded on the west by the Bay of Bengal; on the north and the north west by the Feni river which separates it from the district of Noakhali and Tripura state of India. On the east by the Chittagong Hilltracts and on the south by the Arakan division of Burma from which it is separated by the Naff River.[২]

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০২ এর মতে চট্টগ্রাম বিভাগের উত্তরে ভারতের আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা রাজ্য, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে ভারতের মিজোরাম রাজ্য ও মায়ানমার (বার্মা) এবং পশ্চিমে ঢাকা, বরিশাল বিভাগ ও মেঘনা নদী অবস্থিত।

সাহিত্যিক আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ "ইসলামাদ" গ্রন্থে চট্টগ্রামকে ইসলামাবাদ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণনামতে তৎকালীন ইসলামাবাদ এর

---

[১] ইসলামী বিশ্বকোষ, দশম খন্ড, ইফাবা- মে, ১৯৯১ খ্রী. ঢাকা। পৃ.৬৪৮. আবদুল হক চৌধুরী, চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মে ১৯৯৮খ্রী. পৃ-৩-৬

[২] Chittagong District statistics 1993. Bangladesh Bureau of Statistics.

Dhaka University Institutional Repository

যে ভৌগোলিক বিবরণ পাওয়া যায় তাহল- "উত্তরে ফেনী নদী দক্ষিণে আরাকান সীমার নাফ নদী এবং বঙ্গোপসাগর, পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের গিরিরাজি এবং পশ্চিমে বঙ্গ সমুদ্র এই চতুঃ সীমার মধ্যবর্তী ২৪৯৮ বর্গমাইল পরিমিত ভূ-ভাগই আমাদের ইসলামাবাদ।"[১]

চট্টগ্রাম জেলার ভৌগোলিক বিবরণ নিম্নরূপঃ

চট্টগ্রাম জেলার উত্তরে ফেনী ও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, দক্ষিণে কক্সবাজার ও বঙ্গোপসাগর, পূর্বে খাগড়াছড়ি, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও বান্দরবন এবং পশ্চিমে ফেনী, মেঘনা নদী ও বঙ্গোপসাগর।

চট্টগ্রাম জেলার আয়তন ৫,২৮৩ বর্গ কিলোমিটার। এ জেলার থানা/ উপজেলা সমূহ হলো- ১) ফটিকছড়ি, ২) হাটহাজারী, ৩) মীরেরসরাই, ৪) রাঙ্গুনিয়া, ৫) রাউজান, ৬) সন্দীপ, ৭) সীতাকুন্ড, ৮) আনোয়ারা, ৯) বাঁশখালী, ১০) বোয়ালখালী, ১১) চন্দনাইশ, ১২) পটিয়া, ১৩) লোহাগাড়া, ১৪) সাতকানিয়া।[২]

---

[১] আবদুল করীম সাহিত্য বিশারদ, ইসলামাবাদ, পৃষ্ঠা-৩, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর- ১৯৬৪ খ্রী.।

[২] বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০২, বাংলাদেশ পকেট বুক -২০০২

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক অবস্থা

মাওলানার জীবনকালে (১৯৩৩-১৯৯৮খ্রী.) রাজনৈতিক বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনের শেষ দশকে (১৯৩৭-১৯৪৭খ্রী.) বাংলায় চারটি মন্ত্রী সভার উল্লেখ পাওয়া যায়। ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রীসভা (১৯৩৭-৪১খ্রী.), ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রীসভা (১৯৪১-৪৩খ্রী.) নাজিমুদ্দীন মন্ত্রীসভা (১৯৪৩-৪৫খ্রী.) ও সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভা (১৯৪৬-৪৭খ্রী.)[১]

পাকিস্তান আন্দোলনঃ এ উপমহাদেশের বুকে পাকিস্তান আন্দোলনের দাবী একদিকে যেমন বৃটিশ সরকার মেনে নিতে পারেননি। অপরদিকে হিন্দু কংগ্রেসও শুধু মেনে নিতেই অস্বীকার করেনি। বরঞ্চ সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বিরোধীতা করেছে। এ পাকিস্তান আন্দোলনের পশ্চাতে আদর্শিক ও ইসলামী চেতনা সক্রিয় ও বলবৎ ছিল।[২]

১৯৪০খ্রী. ২৩ মার্চ পাঞ্জাবের লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে বাংলার মূখ্যমন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হক উপমহাদেশের স্বার্থ সম্বলিত

---

[১] ডঃ হারুন অর রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন (১৭৫৭-২০০০), নিউ এজ পাবলিকেশন, ঢাকা। ১লা ফেব্রুয়ারী, ২০০১খ্রী., পৃ-১১০

[২] আব্বাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, চতুর্থ প্রকাশ, জুন ২০০২খ্রী. পৃ-৪০৪

Dhaka University Institutional Repository

একটি প্রস্তাব পেশ করেন। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। এই প্রস্তাবই ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব বা পাকিস্তান প্রস্তাব নামে অভিহিত।[১]

উপমহাদেশে মুসলিম লীগ দ্বিজাতি তত্ত্ব (Two Nation Theory) এর ভিত্তিতেই পাকিস্তানের দাবী করেন।[২] ১৯৪৭খ্রী. পাকিস্তান (১৪ আগষ্ট ১৯৪৭খ্রী.) ও ভারত (১৫ আগষ্ট ১৯৪৭খ্রী.) বৃটিশ থেকে স্বাধীনতা লাভ করেন। ১৯৪৭খ্রী. ১৯৫৭খ্রী. পর্যন্ত পাকিস্তানে বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিরাজমান ছিল। তখন পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের নিজস্ব আদর্শ নিয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

মুসলিম লীগঃ ১৯০৬খ্রী. ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃটিশ শাসনামলে এটি ছিল ভারতের মুসলমানদের পুরাতন রাজনৈতিক দল। ১৯৪৭খ্রী. দেশ বিভাগের পর নিখিল ভারত মুসলিম লীগ থেকে পাকিস্তান মুসলিম লীগের জন্ম হয়। এর সভাপতি ছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। ১৯৪৮খ্রী. মাওলানা আকরাম খাঁকে সভাপতি ও ইউছুফ আলী চৌধুরী ওরফে মোহনমিয়াকে সাধারণ

---

[১] ডঃ হারুন অর রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন (১৭৫৭-২০০০), নিউ এজ পাবলিকেশন, ঢাকা। ১লা ফেব্রুয়ারী, ২০০১খ্রী.. পৃ-১২৩

[২] আব্বাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, চতুর্থ প্রকাশ, জুন ২০০২খ্রী. পৃ-৪১৬

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদক করে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ গঠিত হয়। মাওলানা আকরাম খাঁ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগকে সুসংহত করেন।[১]

আওয়ামী লীগঃ ১৯৪৯খ্রী. ২৩ জুন ঢাকার কে.এম. দাস লেনের রোজ গার্ডেন এ এক রাজনৈতিক সম্মলেনে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। সম্মেলনে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি ও শামছুল হক (টাঙ্গাইল)কে সাধারণ সম্পাদক ও শেখ মুজিবুর রহমানকে যুগ্ম সম্পাদক করা হয়। এটি মুসলিম লীগের বিপরীতে রাজনৈতিক দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। ১৯৫৫খ্রী. ২১-২৩ অক্টোবর ঢাকার রূপমহল সিনামা হলে অনুষ্ঠিত দলের তৃতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে "আওয়ামী মুসলিম লীগ" এর মুসলিম শব্দটি বিলুপ্তি করা হয়। ফলে ধর্মনিরপেক্ষ এই দল আওয়ামী লীগ নামে পরিচিতি লাভ করে।[২]

জামায়াতে ইসলামীঃ ২৫ আগষ্ট ১৯৪১খ্রী. পাকিস্তানের লাহোর অধিবেশনে সমবেত ৭৫ জন সদস্য নিয়ে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫১খ্রী. এ দলের পূর্ব পাকিস্তান শাখা মাওলানা আবদুর রহিম এর নেতৃত্বে গঠিত হয়। ১৯৫৬খ্রী. অধ্যাপক গোলাম আজম পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর নিযুক্ত হন। জামায়াত একটি

---

[১] ডঃ হারুন অর রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন (১৭৫৭-২০০০), নিউ এজ পাবলিকেশন, ঢাকা। ১লা ফেব্রুয়ারী, ২০০১খ্রী., পৃ-১৭৪

[২] ডঃ হারুন অর রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন (১৭৫৭-২০০০), নিউ এজ পাবলিকেশন, ঢাকা। ১লা ফেব্রুয়ারী, ২০০১খ্রী., পৃ-১৭৬

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ম ভিত্তিক রাজনৈতিক দল।[১] সর্বস্তরে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন প্রতিষ্ঠা করাই এ দলের উদ্দেশ্য। তাছাড়া নিজাম ই ইসলাম (১৯৫৩খ্রী.), কমিউনিষ্ট পার্টি (১৯৪৮খ্রী.), গণতন্ত্র দল (১৯৫৩খ্রী.) স্ব স্ব আদর্শে দলীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে।[২]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনঃ পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জুলুম অত্যাচারের পথ অবলম্বন করে পূর্ব পাকিস্তানের পাট থেকে অর্জিত অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করে ফলে পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী নানাভাবে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়ে। উর্দ্দুকে রষ্ট্রভাষা করাও পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ তাদের মৌলিক অধিকার হরণ করা হয়েছে বলে বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবী তোলে। সরকারী অফিসগুলোতে পূর্ব পাকিস্তানের লোকদের নিয়োগ না দেওয়ায় তারা স্বাভাবিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এই সকল বৈষম্যের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ বিদ্রোহের আওয়াজ তোলে। আওয়ামী লীগ তাঁর নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে শেখ মুজিবুর রহমান এ ব্যাপারে সক্রিয় বিরোধিতার পথে অগ্রসর হন। তার ফলে একটি অভ্যুত্থান হওয়ার প্রাক্কালে পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনী পুর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হামলা চালায়। পুর্ব পাকিস্তানীরা প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেয়। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে

---

[১] ডঃ হারুন অর রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন (১৭৫৭-২০০০), নিউ এজ পাবলিকেশন, ঢাকা। ১লা ফেব্রুয়ারী, ২০০১খ্রী., পৃ-১৮৩

[২] ডঃ হারুন অর রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন (১৭৫৭-২০০০), নিউ এজ পাবলিকেশন, ঢাকা। ১লা ফেব্রুয়ারী, ২০০১খ্রী., পৃ-১৮১

Dhaka University Institutional Repository

মেজর জেনারেল জিয়াউর রমহান ২৭ মার্চ ১৯৭১খ্রী. চট্টগ্রামের কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র হতে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।[১] এমনি প্রেক্ষাপটে একটি স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা হয়। তার ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু সংখ্যক নেতা উদ্যোগ নেন। কিন্তা তা দেশপ্রেমিক ও ইসলাম প্রিয় জনতা মেনে নেয়নি। মেজর জিয়াউর রহমান ১৯৭৮খ্রী. ১লা সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠন করেন এবং দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি সংবিধানে "বিসমিল্লাহ" সংযোজন করেন এবং বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করেন। তিনি ১৯ দফার ভিত্তিতে দেশকে সুসংহত করেন। পরবর্তীকালে জনসাধারনের বিশেষ আগ্রহে জেনারেল হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ (১৯৮২-১৯৯০খ্রী.) কর্তৃক বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়ধর্ম "ইসলাম" বলে ঘোষিত হয়। মাওলানা আবদুল জব্বার (রহঃ) এসব ঘটনা প্রবাহ গভীর উৎকণ্ঠার সাথে লক্ষ্য করেন। ইসলামী চিন্তাধারার সাথে রাজনীতিকে সংস্পৃক্ত করতে সচেষ্ট হন।

---

[১] ডঃ হারুন অর রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন (১৭৫৭-২০০০), নিউ এজ পাবলিকেশন, ঢাকা। ১লা ফেব্রুয়ারী, ২০০১খ্রী., পৃ-৩৫৩

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক অবস্থা

বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ক্রমবিকাশ ঘটে মুগল শাসনামলে। বাঙালী জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরববোজ্জল দিক হলো তাদের অর্থনৈতিক জীবন ও কর্মকান্ড। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে তারা ছিল অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ।[১]

উনিশ শতকের বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসের সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট কৃষি সম্প্রসারন। দেশের অর্থনীতির অন্য কোন খাতে এত বিস্তার দেখা যায় নি। জঙ্গল ভূমি পরিস্কার করে আবাদ কাজ পরিচালনা দেশের কৃষি অর্থনীতির বড় দিক।[২]

কৃষিযোগ্য পতিত জঙ্গল ভূমি আবাদ করার জন্য অনেক জমিদার আবাদ তালুক সৃষ্টি করে নামে মাত্র খাজনায় মধ্য স্বত্বাধিকারীর কাছে তা বন্দোবস্ত দেন। বস্তুত নগদ সেলামী দিয়ে মধ্য স্বত্বাধিকারীরা তালুক কিনে নেন এবং বিপুল পুজি বিনিয়োগ করে ঐসব পতিত জমি কৃষি যোগ্য করে তোলেন। মধ্য স্বত্বাধিকারীদের পুজি বিনিয়োগ ও উদ্যোগের ফলে উনিশ শতকের কৃষির ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। প্রধান প্রধান আবাদ এলাকা গুলোর মধ্যে ছিল চট্টগ্রামের সমগ্র উপকুল অঞ্চল, নোয়াখালীর উপকুল অঞ্চল, মেঘনা ব-দ্বীপ

---

[১] সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ড), (১৭০৪-১৯৭১), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ১৯৯৩খ্রী. পৃ-১.

[২] পূ.গ্র. পৃ-১৯

Dhaka University Institutional Repository

এলাকা, সুন্দরবন এলাকা, বরেন্দ্র এলাকার অনেক অংশ এবং উত্তর পূর্ব বাংলার হাওর অঞ্চল।

বাংলার কৃষি অর্থনীতির ইতিহাসে তুলা, নীল আফিম ইক্ষু, পা প্রভৃতি অর্থকরী ফসলের গুরুত্ব অপরিসীম । এসব ফসলের সঙ্গে জড়িত ছিল বাংলার কৃষক কূল ও অন্যান্য মধ্যবেপারীর ভাগ্য।[১]

প্রাক উপনিবেশ যুগে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর বিপুল পরিমান সুতি, রেশম বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হতো। চট্টগ্রাম থেকে পূর্ণিয়া পর্যন্ত এলাকায় বিভিন্ন মানের তুলা উৎপন্ন হতো। সর্বোৎকৃষ্ট তুলা উৎপন্ন হতো ঢাকায়। আঠার শতকের শেষ দশক থেকে তাতজাত পন্য রপ্তানী হ্রাস পেতে থাকায় তুলার আবাদ ও কমতে থাকে। বিশ্বযোগাযোগের উন্নয়ন ও বিশ্ববাজারের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উনিশ শতকের প্রথম থেকে নীলের আবাদ ক্রমশ-বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৫০ এর দশক থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলার নীলের চাহিদা হ্রাস পেতে থাকে। চাষীদের জন্য নীল চাষ ছিল একটি অত্যাচারের মাধ্যম। নীল উৎপাদনে অনিচ্ছুক চাষীদের সংগঠিত প্রতিরোধের মুখে অবশেষে ইউরোপীয় নীল কবেরা নীল চাষে বিনিয়োগ প্রত্যাহার করে নেয়। ১৮৬০ এর দশকে বাংলার নীল চাষ সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে। পরবর্তীতে নীলের স্থান দখল করে নেয় আরেকটি অর্থকরী ফসল পাট। পাট দেশে উৎপন্ন হতো সুপ্রাচীন কাল থেকেই কিন্তু এর

---

[১] সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ড), (১৭০৪-১৯৭১), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ১৯৯৩খ্রী. পৃ-২১

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপ্তি ছিল গৃহস্থালী প্রয়োজন মেটানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ইউরোপীয় বণিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পাট উৎপাদন শুরু হয় আঠারো শতকের মাঝা মাঝি থেকে। ব্যাপক হারে পাট চাষ এবং পাট আঁশের বাণিজ্যিকীকরণ শুরু হয় ১৮৭০ এর দশক থেকে। বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে পাট বাংলার কৃষি অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ স্থান দখল করে নেয়। কৃষি আয়ের উৎস হিসেবে পাটকে তখন তুলনা করা হয় স্বর্নের সঙ্গে । কিন্তু এই স্বর্ণ আশের স্বর্ণ যুগ শেষ হয় ১৯২৬ সনে। ১৯৩০খ্রী. পাট অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে।[১]

বাংলাদেশের অর্থনীতির অগ্রগতিতে চট্টগ্রামের বিশেষ অবদান রয়েছে। ১৯৭১খ্রী. স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর বাংলাদেশের আমদানী রফতানী বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে চট্টগ্রামের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়, বাণিজ্যিক গুরুত্বের কারণে এখানে বহু ব্যাংক এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

এখানে চা শিল্পেরও প্রসার ঘটেছে। স্বদেশী ও খিলাফত আন্দোলনের সময় (১৯০৬-১৯২২খ্রী. হতে ১৯২০-১৯২১খ্রী.) চট্টগ্রাম তাত শিল্পের অগ্রগতি সাধিত হয়। মেসার্স এম এম ইস্পাহানী ১৯৫৩খ্রী. প্রথমে পাহাড়তলী বস্ত্র মিল প্রতিষ্ঠা করেন। মেসার্স এ.কে.খান (মৃ. ১৯৯১খ্রী.) ১৯৫৪খ্রী. চিটাগাং টেক্সটাইল মিল স্থাপন করেন। এতদ্ব্যতীত আমীন, ইব্রাহীম, জলীল, ন্যাশনাল এশিয়াটিক ও নিউএরা বস্ত্রমিল (তুলাসহ) গুলির নাম উল্লেখযোগ্য।

---

[১] সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ড), (১৭০৪-১৯৭১), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ১৯৯৩খ্রী. পৃ.-২০, ২১

Dhaka University Institutional Repository

হোসিয়ারী ও অন্যান্য কারখানা ও চট্টগ্রামে গড়ে উঠেছে। এখানে কয়েকটি পাট কল ও চামড়া শিল্প প্রতিষ্ঠান ও গড়ে উঠেছে। এছাড়া তেল, ম্যাচ, কাগজ, রাবার, পশমী বস্ত্র প্রভৃতির কারখানা আছে। "ইস্টাণ রিফাইনারী" নামক বাংলাদেশের একমাত্র তৈল শোধনাগারটি চট্টগ্রাম নগরীর অদূরে বিমান বন্দরের সন্নিকটে অবস্থিত। লবন ব্যবসায়ে চট্টগ্রামের খ্যাতি সুপ্রাচীন। কক্সবাজার মহকুমার (বর্তমান জেলা) টেকনাফ ও চকরিয়া থানায় প্রচুর লবন উৎপাদন হয়। এখানকার লবন শিল্পও যথেষ্ট উন্নত। এখানে লবন এর পাশাপাশি গলদা চিংড়ী ও বাগদা চিংড়ী বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত হচ্ছে।[১]

বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর। অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে ধান চাষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্রামীণ জনপদ গুলো ধান চাষের উপর নির্ভরশীল। কৃষি অর্থনীতিতে বর্তমানে আলু ডাল, পিয়াজ আরো অন্যান্য ফসল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের অর্থনীতিতে পোষাক শিল্প, মৎস্য ইত্যাদি বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান উৎস হিসেবে পরিগনিত হচ্ছে।

মাওলানা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে পর্যবেক্ষণ করেন এবং নানাবিধ সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু বাস্তব পন্থা অবলম্বন করেন। যেমন-ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, অসহায় য়াতীম ও দুর্দশাগ্রস্থ ব্যক্তিদের সাহায্য করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

---

[১] ইসলামী বিশ্বকোষ, দশম খন্ড, ইফাবা, ঢাকা মে ১৯৯১খ্রী., পৃ-৬৫৩

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

একটি দেশ বা জনপদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সে দেশের রাজনৈতিক আধিপত্য ও দর্শনের সঙ্গে জড়িত, বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও ইসলামী সংস্কৃতি এবং সর্বশেষে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি দ্বারা পর্যায়ক্রমে প্রভাবিত হয়েছে।[১]

সমাজ বিবর্তনের ঐতিহাসিক ধারায় মুসলমানদের মধ্যেও সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস গড়ে ওঠে। তারা কুলীন ও অকুলীন এই দু'শ্রেণীতে বিভক্ত। কুলীন বলতে সৈয়দ শেখ (আরব) পাঠান, তুর্কী, ও মোগলদের বুঝায়।[২] গরীবরা ছিল সাধারনত অকুলীন। কুলীন, মুসলমানরা অকুলীন মুসলমানদের চাইতে নিজদেরকে সভ্য ও শিক্ষিত মনে করত। কিংবা বিয়ে শাদীতে একসাথে বসে ভোজন করত না।[৩] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পাশ্চাতের শিক্ষা ও সভ্যতার প্রসার ঘটায় এবং অর্থনৈতিক কারণে সমাজ বিবর্তনের ধারা পরিবর্তন হওয়ায় কুলীন সমস্যার অনেকটা বিলুপ্তি ঘটে।[৪] মাওলানা আকরাম খাঁ তৎকালীন সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করে তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন- বাংলার মুসলিম সমাজের ইতিহাস জানতে হলে বঙ্গ দেশের ও তার সমসাময়িক হিন্দু অধিবাসীদের

---

[১] সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস (তৃতীয় খন্ড), (১৭০৪-১৯৭১), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ১৯৯৩খ্রী. পৃ-১.

[২] আবদুল হক চৌধুরী, চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ রেখা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মে ১৯৯৮খ্রী, পৃ-৬৮

[৩] পূ.গ্র. পৃ-৮৩

[৪] প্র.গ্র. পৃ-৮৪

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাসও জানতে হবে।[১] ধীরে ধীরে মুসলমানদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং তাদের একটি অংশ ইংরেজী শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করে, ফলে সমাজে বড় রকমের পরিবর্তনের সূচনা হয়। শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মুসলমান বুদ্ধিজীবীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বিশ শতকের শুরু থেকেই মুসলমান লেখক, সাংবাদিক এবং রাজনীতিবিদগণ আরবী ও ফার্সী ভাষার পাশাপাশি ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের জন্য মুসলমানদের উৎসাহিত করেন।[২] মুস্তফা নূর উল ইসলাম তাঁর গ্রন্থে তৎকালীন সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন- "শিক্ষিত সমাজে ইংরেজ অনুকরণে জাতীয় পোশাক পরিচ্ছদ কোট-প্যান্ট, সার্ট ব্যবহার করা ইংরেজী ফ্যাশনে কলার নেকটাই পরিধান করা, হুক্কা, তামাক ছাড়িয়া সিগারেটের ধুমোদগার করা, আহারের সময় চেয়ার টেবিল ব্যবহার, হাতের পরিবর্তে কাঁটা চামুচ, চুরি ব্যবহার। হিন্দুর অনুকরণে আচকন পায়জামার পারিবর্তে ধুতি চাদর, টুপির স্থলে নগ্নমস্তক ইত্যাদি আধুনিক সভ্যতার নি দর্শন বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে"।[৩] সমাজের গুটি কয়েক ব্যক্তি ও পরিবারে এ ধরনের চিত্র সাধারণত দেখা যায়। মুসলিম জনসাধারণ কোন সময়ই তাদের সনাতন সভ্যতা থেকে পুরোপুরি বিচ্যুত হয়নি।

ড. এম.এ. রহিম তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন- "বাংলার মুসলমান সমাজের উন্নয়নে শায়খ, আলিম ওলামা, সম্প্রদায় তাদের ধর্ম প্রচার মূলক শিক্ষাগত ও

---

[১](মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, আজাদ অফিস, ঢাকা ১৯৬৫খ্রী. পৃ-৫৮-৫৯)

[২] (ড. সিরাজুল হক (সম্পা.) বাংলাদেশের ইতিহাস (তৃতীয় খন্ড) এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯৩খ্রী. পৃ-৭৩১)

[৩] মুস্তফা নূর উল ইসলাম, সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৭খ্রী. পৃ-৭২

Dhaka University Institutional Repository

মানব হিতৈষণামূলক কার্যাবলীর দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেগেছেন। তারা সমাজের নৈতিকতা উন্নতি সাধন করেছেন। জনসাধারনের মধ্যে তাদের তাওহীদী ধর্মমত জনপ্রিয় করে তুলেছেন এবং শিক্ষা সংস্কৃতি বিস্তারে সহায়তা দান করেছেন । তাঁরা মুসলমানদের সংহতির মনোভাব সৃষ্টিতে ও সাহায্য করেছেন। এবং মুসলমানদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য গড়ে তোলেছেন।"[১] ফলে মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি ইসলামী ভাবধারায় গড়ে উঠে। মানুষের আচার আচরণে কথা বার্তায় চিন্তা চেতনায় ইসলামী ভাবধারা বিরাজমান। রাজনৈতিক ভাবে মানুষের মধ্যে ভিন্নমত থাকলেও ইসলামের মৌলিক বিষয়ে ঐক্যের সুর, অনুরণিত। মানুষের সামাজিক কর্মকান্ড ও সংস্কৃতি সেই সমাজের ঐতিহ্য ও ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ছাপ সুস্পষ্ট ভাবে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। এতে কোন সন্দেহ নেই।

চট্টগ্রামের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা উপরে বর্ণিত বিবরনের প্রায় অনুরূপ। তবে এ এলাকায় আরব বণিক ও ওলীদের আগমনের ফলে ইসলামী ভাবধারা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এখনো চট্টগ্রামের লোকেরা তাদের ভাষায় যথেষ্ট আরবী শব্দ ব্যবহার করে এবং তাদের আচার আচরনেও মুসলিম চিন্তা চেতনা পরিস্ফুট। এমন একটি পরিবেশে পীর মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার (রহঃ) এর জন্ম হয়। ফলে জন্ম লগ্ন থেকেই তাঁর মধ্যে ইসলামী আলোর নিদর্শন দৃষ্ট হয়।

---

[১] ডক্টর এম এ রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (প্রথম খন্ড) ভূমিকা দ্রষ্টব্য। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

চট্টগ্রামের সূফী দরবেশ

সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভিক পর্যায়ে (৬১০খ্রী.) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নুবূওয়াত লাভের মাধ্যমে ইসলামী যুগের সূচনা হয়। বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ঘটে তিন পর্যায়ে। আরব বণিক দল, সূফীয়ায়ে কেরাম ও মুসলিম বিজয়ীদের মাধ্যমে।

প্রথম পর্যায়ঃ আরব বণিক দলের মাধ্যমে ইসলাম বাংলাদেশে আগমন করে। প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্র, আরব ভৌগোলিকদের বিবরণ, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত কিংবদন্তী ও জনশ্রুতির সাহায্যে ইসলামের প্রাথমিক যুগে বাংলাদেশে মুসলমান আগমনের সূচনা নির্ণয় করা যায়।[১]

খৃষ্টপূর্ব দুই শতকে উমান ও ব্যাবিলনীয় অঞ্চলের আরব নাবিকরা যখন পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ব্যবসা সূত্রে সমুদ্র পথে যাতায়ত শুরু করে তখন তারা চট্টগ্রামের বন্দরের সাথে পরিচিত হয়।[২]

বাংলাদেশের সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলের সাথে আরবদের সম্বন্ধ অতি প্রাচীন। সিন্ধুদেশ, মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ, সরন্দ্বীপ (লঙ্কাদ্বীপ), জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও ও মালয় উপকূলে যে রূপ আরবীয় বণিকগন ইসলামের বাণী বহন করে নিয়ে যান,

---

[১] বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল) প্রফেসর অবদুল করিম, ভাইস চ্যান্সেলর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৭৭খ্রী.পৃ.

[২] আবদুল হক চৌধুরী, চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা, পৃ.১২

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশেও তেমনই তারা ইসলামের বাণী বহন করে এনেছিলেন। খ্রীষ্টয় অস্টম ও নবম শতাব্দী হতে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপ পূঞ্জের সাথে প্রাচীন আরদের যে বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তার ফলে পূর্বভারতের একমাত্র বন্দর চট্টগ্রাম আরবদের একটি বিশ্রাম স্থানে পরিণত হয়েছিল। এই যুগে লিখিত ইতিহাস হতে এর বিবরণ পাওয়া যায়। সুলায়মান আততাজির (৮৫৩খ্রী.), আবু যায়দ আল হাসান (সুলায়মানের সমসাময়িক) ইবনে খুরদাদবিহ (মৃঃ ৯১২খ্রী), আল মসউদী (মৃ-৯৫৬খ্রী.), ইবনে হাওকাল (মৃঃ ৯৬১খ্রী.), আল ইদরিসী (জন্ম একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ), প্রভৃতি প্রাচীন আরব পরিব্রাজক ও ভৌগোলিকদের লিখিত বিবরণ হতে জানা যায় যে, আরাকান হতে মেঘনা নদীর পূর্ববর্তী বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগটি খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দী হতে আরব বণিকদের কর্মতৎপরতায় মুখর হয়ে উঠে। এই সময়ে অনেক আরব বণিক চট্টগ্রামে স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে।[১]

চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাথে প্রাচীনকাল হতে আরব বণিকদের যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল তার স্বপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ আরকান রাজ বংশীয় "রাদরতুয়ে" বর্ণিত একটি উপখ্যান পেশকরা যেতে পারে। ঐতিহাসিক ড. আবদুল করিম "চট্টগ্রামে ইসলাম" নামক গ্রন্থে এই উপখ্যানটি এভাবে উল্লেখ করেছেন। কানরাদজাগীর বংশধর মহত ইঙ্গিত চন্দয়ত সিংহাসনে আরোহন করেন ৭৮৮ খ্রী.। এই রাজা ২২ বছর রাজত্ব করার পর ৮৩০খ্রী. মারা যান। কথিত আছে যে, তার সময়ে কয়েকটি বিদেশী জাহাজ রনবী (বর্তমান রামরী) দ্বীপের সাথে সংঘর্ষে ভেঙ্গে

---

[১] ক. অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ এনামূল হক, পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম ১৯৪৮খ্রী. ঢাকা.পৃ-১৫.
খ. ইসলামী বিশ্বকোষ ১০ম খন্ড, ইফাবা ঢাকা, পৃ-৬৪৮, ৬৪৯

Dhaka University Institutional Repository

যায়। ডুবন্ত জাহাজের আরব বণিক ও নাবিকরা স্থানীয় রাজার অনুমতিক্রমে আরাকান রাজ্যে সর্ব প্রথম মুসলিম বসতি স্থাপন করেন।[১]

বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী গবেষক ড. হাসান জামানের মতে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ) এর শাসনামলে হযরত মামুন, হযরত মোহায়মেন, হযরত আবূ তালিব প্রমূখ সাহাবী বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন।[২]

Islam's entry into Bengal প্রসঙ্গে ড. মুহাম্মদ আবদুর রহীম বলেন- There were three ways by which religion of Islam found its way into Bengal. First, Islam entered this land with The Arab trade in the east. in the eight and ninth centuries of the christian era. The Arabs were the foremost sea-faring and maritime people of the world and the Arab merchants sailed across all waters to far off countries of the east. The Arab conquest of sind and multan in 712 A.C. and their settlement in that region naturally stimulated further Arab trade with India and the East. in the course of this trade a few Arabs settled in ceylon and the malabar coast. The eastern trade of the Arabs flourished so much that the Indian Ocean and the Bay of Bengal turned into Arab Lakes. There are strong circomstantial evidences which show that the Arab sea route

[১] চট্টগ্রাম ইসলাম, ড. আবদুল করিম ইফাবা পৃষ্ঠা-
[২] আজিজুর হক, বরিশালে ইসলাম, ইফাবা, ঢাকা পৃ-

Dhaka University Institutional Repository

followed the line of the coast of Bengal and the Arab merchants established commercial relation with the sea ports of this country and had thier settlement in the locality of the port of Chittagong in the ninth century.[১]

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ সূফী দরবেশদের মাধ্যমে এদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে। Dr. M.A. Rahim বলেন- The Sufi Saints and preachers has a large share in the spread of Islam in Bengal. By their religious fervour, Missionary Zeal, Exemplary Charecter and Humanitarian Activities, They greatly influenced the mind of the masses and attracted them to the fauth of Islam. The khanqahs of the Sufis which were established in every nook and corner of Bengal were great centres of spiritual, humanitarian and intellectual activities and these had a singificant role in the development of the Muslim society in this country. Hundreds of sufis came to Bengal in different times from the lands of Islam in western and central Asia as well as Northern India.[২]

---

[1] Islam in Bangladesh Through Ages, Chapter one- The Adventage of Islam in Bangladesh, Dr, M.A. Rahim, Islamic Foundation Bangladesh, Publication- July-1995, P-11,12,

[২] রহিম, পৃ-১৬, ১৭

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পর্যায়ঃ তৃতীয় পর্যায়ে ইসলাম রাজনৈতিকভাবে মুসলিম বিজয়ীদের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর (১২০৪খ্রী) গোড়ার দিকে ইখতিয়ার উদদীন-মুহাম্মদ ইব্ন বখতিয়ার খলজী বাংলাদেশে মুসলিম রাজত্বের সূচনা করেন। সেই সময় হতে এ দেশে মুসলমানদের আগমন বৃদ্ধি পেতে থাকে।[১]

এ প্রসঙ্গে Dr. M.A Rahim বলেন- Islam entered into Bengal with the Muslim conquest of this land in the beginnign of the thirteen century. A large body of Muslim turks accompanied Ikhtiyar uddin Muhammad Ibn BakhTiyer Khalji in his conquest of bengal from the hands of the powerful Hindu King Lakshmanasena.[২]

বাংলায় মুসলিম রাজ শক্তির অভ্যুদয়ের আগে অনেক সূফী মুবাল্লিগ এদেশে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। এরূপ ওয়ালীদের যে সামান্য কজনের নাম আমরা জানতে পারি তাঁরা হলেনঃ

১. মীর শাহ সায়্যেদ সুলতান মাহমুদ বলখী মাহী সওয়ার (রাহ)ঃ (বাংলাদেশে আগমন আনুমানিক ৪৩৯হিঃ ১০৪৭ খ্রী. মহাস্থানে এসেলিছেন)

---

[১] বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল) প্রফেসর আবদুল করিম, ভাইস চ্যান্সেলর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নভেম্বর-১৯৭৭খ্রী. পৃ-

[২] রহিম, পৃ-১৪, ১৫

Dhaka University Institutional Repository

২. শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী (রাহ:)ঃ তিনি ৪০৫হিঃ মোতাবেক ১০৫৩খ্রীঃ তার মুর্শিদ সায়্যেদ শাহ সুরুখুল আনতিয়াহ এর সঙ্গে নেত্রকোনার মনদপুরে আসেন।

৩. সায়্যিদ শাহ সুরখুল আনতিয়াহ (রাহ:)ঃ তিনি ৪০৫ হিঃ সনের ১০৫৩খ্রী. মোমেন শাহীতে আসেন।

৪. বাবা আদম শহীদ (রাহ:)ঃ ১১৫৮-১১৭৯খ্রী. সময় তিনি বিক্রমপুর আসেন।

৫. মাখদুম শাহ দৌলা শহীদ (রাহ:)ঃ ১১৯৬-১২৯১খ্রী. মধ্যে কোন এক সময় পাবনা জেলার শাহজাদপুরে আসেন।

৬. শাহজালালুদ্দীন তবরিযী (রাহ:)-১২১৬-১২২০খ্রী.

৭. শাহ নিয়ামাতুল্লাহ বুতশিকন (রাহ:) চতুর্দশ শতকে ঢাকায় আসেন।

৮. শাহ খামদুম রূপোশ-১১৮৪খ্রীষ্টাব্দের আগে রাজশাহী এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন।

৯. বায়েজিদ বিস্তামী- ইরানের বিস্তাম নগরে তাঁর জন্ম এবং সেখানেই তিনি ৮৭৪খ্রী. মতান্তরে ৮৭৭ খ্রী. ইন্তিকাল করেন।[১]

বাংলায় মুসলিম শাসন (১২০৪খ্রী.) প্রতিষ্ঠার সমসাময়িক কালে ও তার অব্যবহিত পরে যে সকল সূফী দরবেশ এদেশে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন তৎমধ্যে যিনি প্রথম বাংলাদেশে এসেছিলেন বলে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া

[১] দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌ. (সম্পা.), আমাদের সূফিয়ায়ে কেরাম, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৫খ্রী. পৃ-৪১-৭৫.

Dhaka University Institutional Repository

যায় তিনি হচ্ছেন শাইখ জালাল উদ-দীন তবরিযী। তিনি ইরানের অন্তর্গত তবরেজ শহরে জন্ম গ্রহণ করেন।[১]

ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে আনুমানিক (১২১৬-১২২০) খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জালাল উদ-দীন তবরিযী বাংলাদেশে পদার্পন করেন।[২]

চট্টগ্রামকে বার আউলিয়ার দেশ বলা হয়। এসকল ওয়ালীর ইসলাম প্রচারের ফলে চট্টগ্রাম অঞ্চলে মুসলিম সংখ্যা বহুগুনে বৃদ্ধি পায়।[৩]

ড. আবদুল করিম "চট্টগ্রামে ইসলাম" গ্রন্থে বার আউলিয়াদের একটি তালিকা উল্লেখ করেছেন। তা হল দওয়াযদা আউলিয়া বা বার আউলিযা।

(১) শাহ আইয়ুব, (২) সুলতান বাজিদ (বায়েজিদ) বিস্তামী, (৩) হাফেজ পীর রাহা, (৪) পীর ময়দান, (৫) পীর যয়দান, (৬) পীর রাহান, (৭)পীর বুরহান, (৮) শাহ দরয়িব, (৯) শাহ সিরাজ উদ্দীন, (১০) শাহ শরফ উদ দীন, (১১) কবিলিয়ান, (১২) কদর খান গাজী[৪]

বাংলাদেশে অনেক সূফী, দরবেশ, পীর আউলিয়া জন্ম গ্রহণ করেছেন। তাঁরা ইসলামী তাহযীব তমদ্দুনের প্রচার ও প্রসারে এবং সমাজ সংস্কার মূলক কাজে

---

[১] ড. আবদুল করিম, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ঐতিহ্য পৌষ, ১৪০০বা, জানুয়ারী, ১৯৯৪খ্রী. পৃ.১৯৪

[২] পূ.গ্র পৃ.-১৯৫

[৩] ইসলামী বিশ্বকোষ, ১০ম খন্ড ইফাবা, ঢাকা, পৃ.-৬৪৯.

[৪] ড. আবদুল করিম, চট্টগ্রামে ইসলাম, সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজঃ ঢাকা সেপ্টেম্বর, ১৯৭০খ্রী., এ.কে.এম মহি উদ্দীন, চট্টগ্রামে ইসলাম, ইফাবা, ১৯৯৬খ্রী. পৃ-৭৯

Dhaka University Institutional Repository

অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। এরূপ চট্টগ্রম জেলার কতিপয় সূফী [১] দরবেশ ও পীর আউলিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

১. মোহাম্মদ আকবর শাহ (রাহ:)ঃ চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার উত্তর্গত শর্তা গ্রামে তার জন্ম।[২]

২. মাওলানা আকরম আলী (রাহ:)ঃ তিনি চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নেযাম পুরের বাসিন্দা। ১২৭৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।[৩]

৩. মাওলানা সূফী আজীজুর রহমান (রাহ:)ঃ তিনি ফটিকছড়ির এলাকাধীন বাবুনগরের বাসিন্দা ছিলেন।[৪]

---

[১] সূফী শব্দটি আরবী সূফ শব্দ থেকে উদ্ভুত। সূফ শব্দের অর্থ উল বা পশম অর্থাৎ যারা পশমী বস্ত্র পরিধান করতেন। প্রাথমিক যুগের ধর্ম তাত্ত্বিকরা পশমী বস্ত্র পরিধান করে সাধনা করতেন বলে তাদেরকে সূফী বলা হত। সূফী শব্দটি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কুফার জাবীর ইবন হায়্যান নামক একজন রাসায়নিক পেশাধারী সাধক এবং আবু হাশিম নামক একজন ব্যক্তির নামে সর্ব প্রথম ব্যবহৃত হয়। (ড. আবদুল করিম, মুসলিম বাংলার ইতিহসা ঐতিহ্য, পৌষ-১৪০০ব, জানুয়ারী-১৯৯৪খ্রী. পৃ.-১৮২.) মুসলিম সূফীরা অনেক তরীকায় বিভক্ত ছিলেন, ইসলামী বিশ্বকোষে এক শতেরও বেশী সূফী তরীকার একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।
(ড. আবদুল করিম, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ঐতিহ্য, প্রথম প্রকাশ, পৌষ-১৪০০ব, জানুয়ারী-১৯৯৪খ্রী. পৃ.-১৮৬.)
বাংলাদেশে চিশতিয়া, সুহরাওয়ার্দীয়া কাদিরীয়া, সততারীয়া মদারীয়া ও কলন্দরীয়া তরীকার সূপীদের প্রভাব ছিল। পূ.গ্র.পৃ-১৮৬
(ড. আবদুল করিম, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ঐতিহ্য, প্রথাম প্রকাশ, পৌষ-১৪০০ব, জানুয়ারী-১৯৯৪খ্রী. পৃ.-১৮৮), পূ.গ্র.পৃ-১৮৮
অবশ্য বর্তমানে স্বদেশী সাধক ও পীর আউলিয়াগণ কাদিরীয়া, চিশতিয়া, মুজাদ্দিদিয়া ও নকশ বন্দীয়া তরীকার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সাধনায় রত আছেন।

[২] মাওলানা এম. ওয়াইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, জুলাই ১৯৬৯, ফেনী-নোয়াখালী, পৃ-২.

[৩] পূ. গ্র. পৃ-২.

[৪] পূ. গ্র. পৃ-৩.

Dhaka University Institutional Repository

৪. মৌলবী মোহাম্মদ আফজল (রাহ:)ঃ তিনি চট্টগ্রামের সৈয়দপুরের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি কিছুকাল মীর ইয়াহয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করেছেন।[১]

৫. মাওলানা শাহ আবদুল আলী (রাহ:)ঃ তিনি চট্টগ্রাম শহরের বাকলিয়ার বাসিন্দা ছিলেন, তিনি শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তাছাড়া কাজীর কাজ ও তিনি করতেন।[২]

৬. মাওলনা আবদুল আযীয কদলপুরী (রাহ:)ঃ তিনি চট্টগ্রামের রাউজান থানার কদলপুরের বাসিন্দা ছিলেন।[৩]

৭. ছুফী আবদুল গফুর শাহ বখতপূরী (রাহ:)ঃ তিনি চট্টগ্রামের অন্তর্গত বখতপুরের বাসিন্দা ছিলেন। কলিকাতার চব্বিশ পরগনায় তিনি থাকতেন।[৪]

৮. মাওলানা আবদুল মজীদ (রাহ:)ঃ চট্টগ্রাম জেলায় কদুরখীল গ্রামে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি চট্টগ্রামস্থ মোহছেনিয়া মাদরাসায় অধ্যাপনায়রত ছিলেন।[৫]

৯. ছুফী আবদুল মজীদ (রাহ:)ঃ তিনি লাঠি ছুফী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, চট্টগ্রামের বাকলিয়ায় তাঁর সমাধি ভবন বিদ্যমান।[১]

---

[১] পূ. গ্র.পৃ-৮.
[২] পূ. গ্র.পৃ-৯.
[৩] মাওলানা এম. ওয়াইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, জুলাই ১৯৬৯.. ফেনী-নোয়াখালী, পৃ-১১.
[৪] পূ. গ্র..পৃ-২৭.
[৫] পূ. গ্র..পৃ-৫৩.

Dhaka University Institutional Repository

১০. মাওলানা আবদুল হাকীম (রাহ:)ঃ তিনি বাঁশখালীর বাসিন্দা ছিলেন।[১]

১১. মাওলানা আবদুল হাদী (রাহ:)ঃ তিনি চট্টগ্রামের অন্তগর্ত কুমিরার অধিবাসী ছিলেন।[৩]

১২. মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ (রাহ:)ঃ তিনি চট্টগ্রামের অন্তগর্ত হাওলাগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৩২১ হিজরীতে তিনি মাওলানা আবদুল হামিদ, মাওলানা আজিজুর রহমান ও মাওলানা হাবিবুল্লাহ প্রমুখের সহযোগীতায় হাটহাজারীর বিখ্যাত "মঈনুল ইসলাম" মাদরাসাটি স্থাপন করেন।[৪]

১৩. মাওলানা আজিজুর রহমান (রাহ:)ঃ তিনি চট্টগ্রাম জেলার নেযামপুর পরগনার অন্তগর্ত গুনিনাজপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি কলিকাতা আলিয়া হতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ১৯৪০খ্রী. ২৯শে রমযান ইন্তেকাল করেন।[৫]

১৪. হযরত আলী শাহ (রাহ:)ঃ তিনি একজন কামেল ওলী ছিলেন। চট্টগ্রাম হালি শহরে তার সমাধি বিদ্যমান।[৬]

১৫. হযরত আশরফ শাহ কদলপুরী (রাহ:)ঃ তিনি চট্টগ্রামের রাউজান থানার কদলপুরের অধিবাসী ছিলেন।[১]

---

[১] পূ. গ্র..পৃ-৫৫.
[২] পূ. গ্র..পৃ-৮৯.
[৩] পূ. গ্র.. পৃ-৯০.
[৪] মাওলানা এম. ওয়াইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, জুলাই ১৯৬৯, ফেনী-নোয়াখালী, পৃ-৯৪.
[৫] পূ. গ্র.. পৃ-১০০.
[৬] পূ. গ্র..পৃ-১০৪.

Dhaka University Institutional Repository

১৬. মাওলানা শাহ আহমদুল্লাহ (রাহ:)ঃ তিনি চট্টগ্রাম জেলার অন্তগর্ত মাইজ ভান্ডার নামক গ্রামে ১২৪৩ হিজরী মোতাবেক ১৮২৭খ্রী. রোজ বুধবার জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা ও কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা হতে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি শিক্ষা সমাপনের পর কলিকাতা মাদরাসায়ে আলিয়ায় ২ বছর শিক্ষকতা করেন। পরে অধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৩১২ব. ৯ই মাঘ তিনি ইন্তেকাল করেন। প্রতি বছর ২৭শে জিলকদ মাইজভান্ডারে তাঁর ঈসালে সওয়াব মাহফিল হয় এবং ১০ই মাঘ বার দিন ব্যাপী মেলা বসে। এতে ভক্তগন প্রেরিত গরু ছাগল উট ইত্যাদি পশু জবেহ করা হয় এবং হাজার হাজার মানুষ খাওয়া দাওয়া করে।[১]

১৭. মৌলবী ওবাইদুল্লাহ (রাহ:)ঃ তিনি চট্টগ্রামের অন্তগর্ত পাঠান টুলির অধিবাসী ছিলেন।[৩]

১৮. কাবুলী শাহ (রাহ:)ঃ তিনি বিখ্যাত বুজুর্গ ছিলেন। চট্টগ্রাম শহরের চন্দনপুরায় তার মাযার বিদ্যমান।[৪]

১৯. শাহ গরীবুল্লাহ (রাহ:)ঃ তিনি বড় কালেম ওলী ছিলেন। চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত দামপাড়া পাহাড়ের উপর তাঁর মাযার অবস্থিত।[৫]

---

[১] পূ. গ্র..পৃ-১১৪.

[২] মাওলানা এম. ওয়াইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, জুলাই ১৯৬৯, ফেনী-নোয়াখালী, পৃ-১১৫.

[৩] পূ. গ্র.. পৃ-১৩৫.

[৪] পূ. গ্র... পৃ-১৪১.

[৫] পূ. গ্র..পৃ-১৫৬.

Dhaka University Institutional Repository

২০. ছৈয়দ গাজী (রাহ:)ঃ চট্টগ্রাম জেলর রাঙ্গুনীয়া থানার অন্তগর্ত সৈয়দ বাড়ী গ্রামে তার সমাধি ভবন অবস্থিত।[১]

২১. শাহ চাঁদ আওলিয়া (রাহ:)ঃ তিনি দিল্লী হতে বাংলাদেশে আগমন করেন। তিনি চির কুমার ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের চাঁদপুরে আগমন করেন। পরে সীতাকুন্ড এবং সব শেষে পটিয়ায় চলে আসেন। সেখানে তাঁর মাযার ও একটি মসজিদ রয়েছে।[২]

২২. চৈতন্য শাহঃ চট্টগ্রাম শহর আবাদ হওয়ার পূর্ব হতে তিনি এখানে অবস্থান করেন।[৩]

২৩. টাক শাহ মিয়া (রাহ:)ঃ চট্টগ্রাম কলেজের পূর্ব পাশে তার সমাধিভবন বিদ্যমান।[৪]

২৪. শাহ ছুফী মোহাম্মদ দায়েম (রাহ:)ঃ তিনি সন্ধিপর হুছাইন বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১২১৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।[৫]

২৫. শেখ ফরিদ বাঙ্গালী (রাহ:)ঃ তিনি একজন বড় আলিম মুহাদ্দিস ও কালেম ওলী ছিলেন।[৬]

---

[১] পূ. গ্র.. পৃ-১৫৮.
[২] মাওলানা এম. ওয়াইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, জুলাই ১৯৬৯, ফেনী-নোয়াখালী, পৃ-১৬৬.
[৩] পূ. গ্র.. পৃ-১৭১.
[৪] পূ. গ্র..পৃ-২৮৩.
[৫] পূ. গ্র..পৃ-২৯৭.
[৬] পূ. গ্র..পৃ-৩০৭.

Dhaka University Institutional Repository

২৬. মৌলভী ফছিহুদ্দীনঃ তিনি চট্টগ্রাম জেলার ফতেহপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।[১]

২৭. হযরত শাহ বদর (রাহ:)ঃ তিনি একজন আবিদ ও কামেল ওলী ছিলেন। তিনি ১৪৪০খ্রী. ইন্তিকাল করেন।[২]

২৮. বদনা শাহ (রাহ:)ঃ তাঁর প্রকৃত নাম জানা যায় নাই। সর্বদা একটি বদনা সাথে থাকত বলে তাকে বদনা শাহ বলা হয়। তিনি ১২৮২/ ৮৩হি. মৃত্যুবরণ করেন।[৩]

২৯. শাহ বাহারুল্লাহঃ তিনি চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত রায়পুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কারো টাকা পয়সা হাদিয়া গ্রহণ করতেন না। নিজ হাতে বাঁশের কোরা, টুকরী বানিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি আনুমানিক ১৩১২ব. মৃত্যু বরণ করেন।[৪]

৩০. শাহ মুহছেন আওলিয়া (রাহ:)ঃ চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানা বড়তলী গ্রামে তাঁর সমাধি ভবন বিদ্যমান। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ওলী ছিলেন।[৫]

৩১. শাহ মঙ্গল চাঁদ (রাহ:), তিনি চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত পটিয়া থানার সাতবাড়ীয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।[৬]

---

[১] পূ. গ্র..পৃ-৩৩৯.
[২] পূ. গ্র..পৃ-৩৪০.
[৩] মাওলানা এম. ওয়াইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, প্রকাশকাল-জুলাই১৯৬৯. আষাঢ়-১৩৭৬ব. মোতাবেক রবিউছছানী- ১০৮৯হি. ফেনী-নোয়াখালী, পৃ-৩৪৮.
[৪] পূ. গ্র..পৃ-৩৪৯.
[৫] পূ. গ্র..পৃ-৩৭২.
[৬] পূ. গ্র.. পৃ-৩৮১.

Dhaka University Institutional Repository

৩২. শাহ মছনদ আলী (রাহ:)ঃ তিনি চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। অধ্যাত্মিক জ্ঞানে সুপন্ডিত ছিলেন। ফিরিঙ্গি বাজারের মসজিদের দক্ষিণ পূর্ব কোনায় তাকে সমাধিস্থ করা হয়।[১]

৩৩. মাওলানা যমীর উদ্দীন (রাহ:)ঃ তিনি ১২৯৬হি. চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত সুয়াবিল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাওলানা রশীদ আহমদ গংগুহী (রাহ:) এর খলিফা ছিলেন। তিন ১৩৫৯হি. ২৯শে জুমাদিউল উলা বিকাল চারটায় ইন্তেকাল করেন।[২]

৩৪. মাওলানা রাহাত উল্লাহ (রাহ:)ঃ তাঁর পূর্ব পুরুষগন দিল্লীহতে চট্টগ্রামে আগমন করেন। চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনীয়া থানার অন্তর্গত মরিয়ম নগর গ্রামে তার সমাধি বিদ্যমান।[৩]

৩৫. মাওলানা রাহমতুল্লাহ (রাহ:)ঃ চট্টগ্রাম শহর হতে এক মঞ্জিল উত্তরে তার বাসস্থান ছিল। তিনি ফকীহ ও পরহেজগার ছিলেন।[৪]

৩৬. মাওলানা রমিযুদ্দীন আহমদ (রাহ:)ঃ তিনি চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানাধীন হাইলধর গ্রামে বসবাস করতেন। তিনি হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গংগুহী (রাহ:) এর খলিফা ছিলেন।[৫]

---

[১] পূ.গ্র পৃ-৩৮২.

[২] মাওলানা এম. ওয়াইদুল হক. বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ. প্রকাশকাল-জুলাই১৯৬৯. আষাঢ়-১৩৭৬ব. মোতাবেক রবিউছছানী- ১০৮৯হি. ফেনী-নোয়াখালী.পৃ-৩৯৭.

[৩] পূ. গ্র..পৃ-৪০০.

[৪] পূ. গ্র.. পৃ-৪০১.

[৫] পূ. গ্র..পৃ-৪০২.

Dhaka University Institutional Repository

৩৭. শাহ লতিফ (রাহ:)ঃ তিনি চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত রাউজান থানা সুলতানপুরের বাসিন্দা ছিলেন। রাউজান থানার সামনে তিনি একটি বাজার স্থাপন করেন এবং বাজারের পশ্চিম দিকে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন।[১]

৩৮. হামিদ শাহ (রাহ:)ঃ তিনি চট্টগ্রামের কেফায়ত নগর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাহ:) এর বংশধর ছিলেন।[২]

৩৯. হাছি শাহ (রাহ:)ঃ তিনি চট্টগ্রামের ফতেহপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।[৩]

চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানায় অনেক সূফী সাধক ও পীর আউলিয়া জন্ম গ্রহণ করেন। যারা ইসলামী কৃষ্টি কালচারের প্রচার ও প্রসারে এবং সমাজ সংস্কারে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছেন। এপ্রসেঙ্গ ড. শাব্বির আহমদ বলেন- "সুপ্রাচীন কাল থেকে বৃহত্তর সাতকানিয়া-লোহাগাড়া থানার অবস্থান ও ঐতিহ্য স্মরণাতীত কালের বন্দরনগরী চট্টগ্রামের সাথে অবিচ্ছিন্ন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও দূর প্রাচ্যে পরিব্যাপ্ত ইন্দোচীন অঞ্চলের হিন্টারল্যান্ড (পশ্চাদভূমি) স্বরূপ মালয়, বার্মা-আরাকান, থাই ইত্যাদির সমাবেশ সমুদ্র পথে চট্টগ্রামের সাথে প্রধানত সম্পর্কযুক্ত। বৃটিশ আমলের আগ-পর হিসাব নিকাশের যে কোন মানদন্ডে সাতকানিয়া-লোহাগাড়ার শিক্ষা সংস্কৃতি ও আর্থ সামাজিক অগ্রগতি সর্বমহলে স্বীকৃত বিষয়। এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে উল্লেখ্য বিষয় হলো আধ্যাত্মিকতা বা

---

[১] মাওলানা এম. ওয়াইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, জুলাই১৯৬৯., ফেনী-নোয়াখালী, পৃ-৪০৫.

[২] পূ. গ্র.,পৃ-৪২৭.

[৩] পূ.গ্র. পৃ-৪২৮.

Dhaka University Institutional Repository

সূফিবাদ চর্চার ক্ষেত্রে এতদ্বঞ্চলের প্রাগ্রসর ভূমিকার কথা। "বার আউলিয়ার দেশ বলে খ্যাত 'চাটগার অদূরে সাতকানিয়ায়ও 'বারআউলিয়ার' একটি আন্তনা অতীত স্মৃতি বহন করে। উল্লেখ্য, ষোড়শ শতাব্দী থেকে সর্বাধুনিক কাল পর্যন্ত আধ্যাত্মিকতার প্রাতিষ্ঠানিক কেন্দ্র সমূহ এতদ্বঞ্চলে অব্যাহত জনপ্রিয়তা অক্ষুন্ন রেখেছে।"[১] সাতকানিয়া কতিপয় সূফী সার্ধকের নামঃ

১. **আছগর শাহ (রাহ:)**ঃ তিনি চট্টগ্রাম জিলার সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত মাদরাসা গ্রামের পাহাড়ের উপর থাকতেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। তিনি একবার হজ্জ করেন।[২]

২. **মাওলানা শাহ আতাউল্লাহ হুছাইনি (রাহ:)**ঃ তিনি সৈয়দ লাল শাহরে পৌত্র এবং মাওলানা রহমতুল্লাহর পুত্র ছিলেন। তিনি দিল্লীর অধিবাসী ছিলেন। সাতকানিয়া থানার সাতঘর গ্রামে তিনি আগমন করেন। তিনি একবার রোম গিয়েছিলেন। রোমের বাদশাহ তাকে একটি তরবারী দান করেছিল। তিনি ১২১৮ হিজরীর ২২শে শাওয়াল মোতাবেক ১১৬৫ মঘী ১৪ই মাঘ ইন্তেকাল করেন। সাতঘর গ্রামে তাকে সমাহিত করা হয়।[৩]

৩. **আবদুল আলী ফকীর (রাহ:)**ঃ তিনি মজজুব ফকীর ছিলেন। তিনি চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার চরতি গ্রামে সমাহিত হন।[৪]

---

[১] ড. শাব্বির আহমদ, প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। প্রেক্ষিত বিবেচনায় গারাংগিয়ার 'শাহ্' পরিবার। স্মরণিকা, হযরত বড় হুজুর কেবলা (রাহঃ), হযরত ছোট হুজুর কেবলা (রাহঃ)। গারাংগিয়া ইসলামিয়া আলীয়া মাদরাসা, ১৮ জানুয়ারী ১৯৯৫খ্রী.

[২] পূ.গ্র.পৃ-১.

[৩] পূ.গ্র.পৃ-৪.

[৪] পূ.গ্র.পৃ-১০.

Dhaka University Institutional Repository

৪. **মাওলানা অজীহ উল্লাহ (রাহ:)**ঃ তিনি চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত বারদোনা মৌজার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি চরতি নির্বাসী মাওলানা আবদুল মজীদ এর মুরীদ ছিলেন। তিনি ওয়াজ নছীহত করতেন। ১৯২১খ্রী. যখন শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান পুরো ভারত বর্ষের মুসলমান ও আলিমগণকে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলে তিনি সেই আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েন। তিনি এই আন্দোলনে রাত দিন ব্যস্ত ছিলেন। এই অঞ্চলে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে তিনি অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন। এভাবে আন্দোলন করতে করতে তিনি বার্মার আরাকান পৌছেন। আরাকানে তিনি ইন্তেকাল করেন। সেখানে তার মাযার বিদ্যমান।[১]

৫. **কারী মৌলবী আবদুল করীম (রাহ:)**ঃ তিনি চট্টগ্রামের অন্তর্গত সাতকানিয়া থানার সাতঘর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ওলী রজব আলীর ভাগিনা ছিলেন। তিনি কিরআতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন।[২]

৬. **মাওলানা আবুল খায়ের (রাহ:)**ঃ তিনি চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিযা থানার সদাহা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য হিন্দুস্থান গমন করেন। তিনি হিন্দুস্থানের মাওলানাগঞ্জ মুরাদাবাদীর মুরীদ ছিলেন। তিনি ১৯১৫-১৬খ্রী. নিজ গ্রামে ইন্তেকাল কলেন।[৩]

---

[১] মাওলানা এম. ওয়াইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, জুলাই ১৯৬৯, ফেনী-নোয়াখালী,পৃ-১৩.

[২] পৃ-২৫.

[৩] পৃ-২৫-২৬.

Dhaka University Institutional Repository

৭. **মৌলবী আবদুল জব্বার (রাহ:)**ঃ তিনি চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার সদাহা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।[১]

৮. **মাওলানা আবদুল বারী (রাহ:)**ঃ তিনি চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়ার অন্ত র্গত আফজল নগর গ্রামে আনুমানিক ১৮৮০-৮৫খ্রী. জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতার হুগলীর মোহছেনিয়া মাদরাসা হতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি বিনা বেতনে পিতার মাদরাসায় অধ্যাপনা করতেন। তিনি দেশে ইসলামী শাসন কায়েমের ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন। তিনি ১৯৪১খ্রী. ইন্তেকাল করেন।[২]

৯. **মাওলানা আবদুল মজিদ (রাহ:)**ঃ চট্টগ্রাম জিলার সাতকানিয়া থানার অন্ত র্গত চরতি মৌজায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি হুগলীর মোহছেনিয়া মাদরাসা হতে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেন এবং সেই মাদরাসাতেই অধ্যাপনা করেন। তিনি শাহ ছুফী ফতেহ আলী (রাহ:) এর নিকট হতে খেলাফত লাভ করে দেশে ফিরে আসেন। তিনি আলিম ছাড়া কাউকে মুরিদ করতেন না।[৩]

১০. **মাওলানা আবদুল হাই (রাহ:)**ঃ তিনি চট্টগ্রাম জিলার সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত মির্জাখিলের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর উচ্চ শিক্ষার জন্য ভারত গমন করেন। তিনি লক্ষ্ণৌর প্রসিদ্ধ আল্লামা

---

[১] মাওলানা এম. ওয়াইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, জুলাই ১৯৬৯, ফেনী-নোয়াখালী, পৃ-২৭.

[২] পূ.গ্র.পৃ-৩৪.

[৩] পূ.গ্র.পৃ-৫২.

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা আবদুল হাই এবং দেওবন্দের মাওলানা রশিদ আহমদ গংগুহী এর নিকট উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন।[১]

১১. **মৌলবী আবদুর রহমান (রাহ:)**ঃ তিনি চট্টগ্রামের অন্তর্গত সাতকানিয়া থানার কেউচিড়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি কামেল ওলী ছিলেন। তিনি নিজ গ্রাম হতে আরাকান গমন করেন। আরাকানের লুইমানি গ্রামে তাঁর মাযার রয়েছে।[২]

১২. **মাওলানা আবদুল হাকীম ছদাবী (রাহ:)**ঃ চট্টগ্রামের অন্তর্গত সাতকানিয়া থানার অধীনে ছদা গ্রামে তাঁর নিবাস। তিনি মৌলবী অলি উল্লাহর পুত্র এবং মাওলানা আবদুল জব্বার এর পৌত্র ছিলেন। তিনি কামেল ওলী ছিলেন। কোন জায়গায় কলেরায় প্রাদূর্ভাব হলে তিনি যাওয়া মাত্র তা বন্ধ হয়ে যেত। ১৯১১-১২খ্রী. তিনি ইন্তেকাল করেন।[৩]

১৩. **কাজী মৌলবী আবদুল হাকীম (রাহ:)**ঃ তিনি একজন বড় আলিম ছিলেন। চট্টগ্রামের অন্তর্গত সাতকানিয়া থানার অধীন চুনতি গ্রামে তাঁর সমাধি রয়েছে। তিনি ১৩০১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।[৪]

১৪. **আশরফ আলী ফকীর (রাহ:)**ঃ তিনি চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত কেউচিয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।[৫]

---

[১] মাওলানা এম. ওয়াইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, জুলাই ১৯৬৯, কেনী-নোয়াখালী, পৃ-৭১.
[২] পূ.গ্র.পৃ-৭৪.
[৩] পূ.গ্র.পৃ-৮৩.
[৪] পূ.গ্র.পৃ-৯১.
[৫] পূ.গ্র.পৃ-১১৪.

Dhaka University Institutional Repository

১৫. **ইব্রাহিম শাহ (রাহ),** তিনি মাজযুব ফকীর ছিলেন। সাতকানিয়ার চরতি মৌজায় তাঁর কবর অবস্থিত।[১]

১৬. **মৌলবী করীমুদ্দীন (রাহ:),** তিনি চট্টগ্রাম জিলার সাতকানিয়া থানার আমিরাবাদ গ্রামে বসবাস করতেন। তিনি কলেরা রোগে মারা যান। লোহাগাড়ায় তার কবর রয়েছে।[২]

১৭. **দরবেশ কুদরতুল্লাহ (রাহ:),** তিনি চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার ছদাহা গ্রামে বসবাস করতেন। তিনি হযরত ছগীর শাহ (রাহ:) এর পুত্র ছিলেন।[৩]

১৮. **মৌলবী গোলাম ছোবহান (রাহ:),** তিনি চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার লোহাগাড়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কলিকাতা মাদরাসায়ে আলিয়া থেকে তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ঢাকার শাহ নূরুল্লাহ (রাহ:) এর মুরীদ এবং খলীফা ছিলেন। তিনি চকরিয়ার কাজী ছিলেন।[৪]

১৯. **গোলাম ফকীর,** তিনি চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানাধীন রামপুর গ্রামে বাস করতেন। দেওদীঘির পাড়ে তার একটি ছোট ঘর ছিল।[৫]

---

[১] মাওলানা এম. ওয়াইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, জুলাই ১৯৬৯, ফেনী-নোয়াখালী,পূ.গ্র. পৃ-১৩০.
[২] পূ.গ্র.পৃ-১৩৯.
[৩] পূ.গ্র.পৃ-১৮৮.
[৪] পূ.গ্র.পৃ-১৬০.
[৫] পূ.গ্র.পৃ-১১৫.

Dhaka University Institutional Repository

২০. **ছগীর শাহ (রাহ:)**, তিনি শাহ শুকুরুল্লাহর পুত্র ছিলেন। সাতকানিয়ার ছদাহা গ্রামে তার সমাধি রয়েছে।[১]

২১. **দরবেশ সাহেব (রাহ:)**ঃ তার আসল নাম জানা যায়নি। দরবেশ সাহেব নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। সাতকানিয়া থানার মির্জাখিল এলাকায় তার সমাধি বিদ্যমান।[২]

২২. **দোলহা শাহ (রাহ:)**, তিনি চট্টগ্রাম জেলার পটিয়ার হাইলধরের অধিবাসী ছিলেন। সাতকানিয়ার চরতি এলাকায় তার সমাধি রয়েছে।[৩]

২৩. **মাওলানা নাজির আহমদ (রাহ)**: তিনি চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়ার অন্তর্গত চুনতি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম শহরের মোছেনিয়া মাদরাসায় অধ্যয়ন শেষে চট্টগ্রাম দারুল উলুম মাদরাসায় অধ্যাপনা করেন। তিনি মাওলানা আবদুল জব্বার এর শিক্ষক ছিলেন।[৪]

২৪. **মাওলানা ফজলুল হক (রাহ:)**, তিনি চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার চুনতি মৌজার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি আযমগড় নিবাসী হযরত মাওলানা হাফেজ আহমদ (রাহ:), এর নিকট হতে খিলাফত লাভ করেন। তাঁর সমাধি চুনতিতে অবস্থিত।[৫]

---

[১] মাওলানা এম. ওয়াইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, জুলাই ১৯৬৯, ফেনী-নোয়াখালী, পৃ-২৩৬.
[২] পূ.গ্র.পৃ-২৯৫.
[৩] পূ.গ্র.পৃ-২৯৫.
[৪] পূ.গ্র.পৃ-৩০১.
[৫] পূ.গ্র. পৃ-৩৩৮.

Dhaka University Institutional Repository

২৫. **মাওলানা মুখলেছুর রহমান (রাহ:)**, তিনি চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার মির্জাখিল গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর আরবী ও ফার্সী ভাষায় বেশ দক্ষতা ছিল। তিনি আরবী ব্যাকরণে (ইলমে নাহু) অদ্বিতীয় ছিলেন। মির্জাখিলে তাঁর কবর রয়েছে।[১]

২৬. **মনছোর শাহ (রাহ:)**, তিনি একজন দরবেশ ছিলেন। সাতকানিয়া থানার তিন মাইল উত্তরে গাটিয়াডেঙ্গা গ্রামে ডলুখালের পূর্ব পাড়ে তার কবর বিদ্যমান। আনুমানিক তিনি চতুদর্শ শতাব্দীর প্রথমে ইন্তেকাল করেন।[২]

২৭. **মানিক ফকীর (রাহ:)**ঃ তিনি চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানায় কেওচিয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং ধর্মভীরু দরবেশ ছিলেন।[৩]

২৮. **মাওলানা মোখলেছুর রহমান ওরফে মফিজুল্লাহ (রাহ:)**ঃ তিনি চট্টগ্রাম জিলার সাতকানিয়া থানার তলাইয়া পাড়া গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি একজন কামেল ওলী ছিলেন।[৪]

২৯. **মৌলবী রজব আলী (রাহ:)**ঃ তিনি চট্টগ্রাম জিলার সাতকানিয়া থানার সাতঘর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। বার্মার আকিয়ারের পাখতলী স্থানে তাঁর সমাধি রয়েছে।[৫]

---

[১] মাওলানা এম. ওয়াইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, জুলাই ১৯৬৯, ফেনী-নোয়াখালী, পৃ-৩৭৬

[২] পূ.গ্র. পৃ-৩৭৭.

[৩] পূ.গ্র.পৃ-২৮৩.

[৪] পূগ্র.পৃ-৩৮৮.

[৫] পূ.গ্র.পৃ-৪০০.

Dhaka University Institutional Repository

৩০. **শাহ শরীফ ওরফে বড় মিয়াজী (রাহ:)**ঃ তিনি চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার চুনতি মৌজার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি কামেল ওলী ছিলেন ১০৪৫হি. ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার তিনি ইন্তিকাল করেন।[১]

৩১. **ইছমত শরীফ শাহ (রাহ:)**, কক্সবাজার জেলার চকরিয়া থানার ছেরাজপুরে তার সমাধি রয়েছে। তিনি বড় কামেল দরবেশ ছিলেন।[২]

৩২. **শাহ ওমর (রাহ:)**ঃ কক্সবাজার জেলার চকরিয়া থানাধীন কাকারা গ্রামে তার মাযার বিদ্যমান। তিনি একজন কামেল ওলী ছিলেন। ইসলামের প্রচার প্রসারে তার ভূমিকা রয়েছে। তার জন্ম ও মৃত্যু তারিখ জানা যায়নি।[৩]

৩৩. **কালু শাহ মিয়া (রাহ:)**ঃ কক্সবাজার জেলার চকরিয়া থানার উত্তরে তাঁর সমাধি ভবন রয়েছে।[১]

৩৪. **মাওলানা আবদুল মজিদ (রাহঃ) (গারাঙ্গীয়ার বড় হুজুর)**ঃ মাওলানা আবদুল মজিদ (রাহঃ) ১৮৯০খ্রী. সাতকানিয়া থানার গারাঙ্গীয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গারাঙ্গীয়ার বড় হুজুর নামে সমগ্র চট্টগ্রামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ১৯২০খ্রী. গারাঙ্গীয়া ইসলামিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্বপালন করেন। তিনি ইসলামের প্রচারও প্রসারে এবং মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নয়নে প্রভূত অবদান রাখেন। তিনি

---

[১] মাওলানা এম. ওয়াইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, জুলাই ১৯৬৯, ফেনী-নোয়াখালী, পৃ-৪০৮.
[২] পূ.গ্র.পৃ-১২৮.
[৩] পূ.গ্র.পৃ-১৩৬.

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন মসজিদ য়াতীমখানা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শিরকমুক্ত সমাজ গঠনে সচেষ্ট ছিলেন। এই মহান ব্যক্তি ১৯৭৭খ্রী. আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। গারাঙ্গীয়া ইসলামিয়া কামিল মাদরাসার মসজিদের দক্ষিণ পূর্ব পাশে তার মাযার বিদ্যমান রয়েছে।[২]

৩৫. **মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রশীদ ছিদ্দিকী হামেদী (রাহঃ), (গারাঙ্গীয় ছোট হুজুর)**ঃ তিনি গারাঙ্গীয়ার বড় হুজুরের ছোট ভাই। তিনি বড় ভাই আবদুল মজিদের কয়েক বছর পর জন্ম গ্রহন করেন। তিনি চট্টগ্রাম দারুল উলুম মাদরাসা হতে ফাযিল ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি গারাঙ্গীর ইসলামিয়া কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ ছিলেন। তার প্রচেষ্টায় ১৯৮২খ্রী. গারাঙ্গীয়া অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হয়। ১৯৮০খ্রী. টেলিযোগাযোগ স্থাপিত হয়। তিনি পুকুর খনন ও রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৯৯২খ্রী. ডলু নদীর উপর ব্রীজ স্থাপিত হয়। তিনি পাকিস্তানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ নেন। ১৯৫৬খ্রী তিনি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এই মহান ওলী ৪ঠা নভেম্বর ১৯৯৪খ্রী. ইন্তেকাল কলেন। তিনি গারাঙ্গীয়া ছোট হুজুর নামে পরিচিত ছিলেন।[৩]

---

[১] পূ.গ্র.পৃ-১৪৫.

[২] ড. মোঃ বদিউর রহমান, সাম্প্রতিক কালের সূফী মুহাম্মদ আবদুর রশীদ ছিদ্দিকী হামেদী (রাহঃ) শাহ মজিদিয়া রশিদিয়া ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রাম, নভেম্বর ২০০১খ্রী. পৃ-১৭, ১৯

[৩] পূ.গ্র. পৃ-১৯, ২০, ২৩, ৩১, ৩২

Dhaka University Institutional Repository

৩৬. **মাওলানা ওবাইদুল হক (রহঃ),** মাওলানা ওবাইদুল হক ইসলামাবাদী (রহঃ) ১৬ মে, ১৯০৩খ্রী. চট্রগ্রাম জিলার সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত কেরানী হাট এলাকার জনার কেউচিয়া গ্রামে এক দীনদার পরহেযগার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলবী হামিদ আলী তালুকদার ও মাতার নাম ওয়াজান বিবি। তাঁর পিতা মাতা উভয়ই ছিলেন পরহেযগার ও আল্লাহওয়ালা মানুষ। নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর ইলমে দীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি চট্রগ্রাম দারুল উলুম মাদরাসায় ভর্তি হন এবং প্রতিটি পরীক্ষায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। দারুল উলুম মাদরাসা থেকে সুনামের সাথে আলিম পাশ করেন। এরপর উচ্চ শিক্ষার জন্য কলিকাতা মাদরাসায়ে আলিয়ায় ভর্তি হন এবং কৃতিত্বের সাথে ফাযিল পরক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৮খ্রী. কলিকাতা মাদরাসায়ে আলিয়া থেকে টাইটেল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ফখরুল মুহাদ্দিসীন খেতাব লাভ করেন।

ইলমে শরী'আতের জ্ঞানার্জনের সাথে সাথে তিনি ইলমে মারিফাতের জ্ঞান সাধনায় ব্রতী হন। তিনি উপমহাদেশের খ্যাতিমান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব হযরত মাওলানা সফিউল্লাহ ছাহেব ওরফে দাদাজী কেবলা (রহঃ) এর হাতে বায়আত হন এবং তাঁর নিকট থেকে ইলমে মারিফাতের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২৯খ্রী. থেকে ২ বছর ৩ মাস কলিকাতা মাদরাসায়ে আলিয়ায় 'আওলিয়ায়ে রাঙ্গালা' সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণায় নিয়োজিত হন। এ সময় তিনি উপমহাদেশের পূর্ব জনপদ বাংলা ও আসামের বিশাল এলাকায় ইসলামের আগমন কিভাবে হল তার মূল উৎস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন। মাদরাসায়ে আলিয়ার তৎকালীন প্রিন্সিপাল, মাওলানা হেদায়েত হোসেন (রঃ) এর তত্ত্বাবধানে 'আওলিয়ায়ে রাঙ্গালা' অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করেন এবং উর্দু থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন। ১৯৬৯খ্রী. ফেনী হামিদিয়া লাইব্রেরী 'বাংলাদেশের পীর আওলিয়াগণ" নামে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ রচনা করে তিনি ৪ শত আউলিয়ার সাথে বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদেরকে পরিচয় করিয়ে দেন।

কর্ম জীবনঃ মাদরাসায়ে আলিয়ার গবেষণার দায়িত্ব শেষ করার পর মাওলানা ওবাইদুল হক চট্টগ্রাম দারুল উলুম মাদ্রাসা ও চট্টগ্রাম ইসলামিয়া কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৩১খ্রী. কলিকাতা আলিয়া মাদরাসার প্রফেসর হিসেবে চাকুরীতে যোগদান করার জন্য মাদরাসা কর্তৃপক্ষ থেকে পত্র পেয়ে তিনি কলিকাতায় যান। তিনি প্রথমে স্বীয় উস্তাদ ও মুর্শিদ হযরত মাওলানা সফিউল্লাহ (রাহঃ) এর দরবারে হাজিন হন এবং এ বিষয়ে তাঁর নিকট পরামর্শ চান। তাঁকে নির্দেশ দেন চট্টগ্রাম ফিরে যেতে। তিনি বলেন, "তোম চাটগাঁম ওয়াপেছ যাও তোমকো বোলায়া যায়ে গাঁ।" উস্তাদ ও মুর্শিদের নির্দেশ পেয়ে সরকারী

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসায়ে আলিয়ার প্রফেসরের সম্মানজনক চাকুরী গ্রহন না করেই তিনি চট্টগ্রাম ফিরে আসেন এবং ইলমে দীনের খেদমতে নিয়োজিত হন।

কলিকাতা থেকে ফিরে আসার কয়েক মাস পর, প্রফেসর নূরুল আবসার (রাহঃ) ও মাওলানা গোলাম রসূল (রাহঃ) এর প্রস্তাবক্রমে ফেনীর তৎকালীন এস.ডি.ও খান বাহাদুর সৈয়দ মোয়াজ্জেম উদ্দিন হোসোইন তাঁকে ফেনী আসার অনুরোধ করে চিঠি লিখেন। স্বীয় উস্তাদ ও মুর্শিদের ইঙ্গিতে চট্টগ্রামের এই কৃতি সন্তান ১৯৩১খ্রী. ফেনী আগমন করেন।

এস.ডি.ও সাহেব ও ফেনীর বিশিস্ট আলিমদের অনুরোধেই তিনি জীর্ণ শীর্ণ ও বন্ধ প্রায় ফেনী মাদরাসার সুপারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫০খ্রী. ফেনী সিনিয়র মাদরাসা, আলিয়া মাদরাসা হিসেবে সরকারী অনুমোদন লাভ করে। মাওলানা ওবায়দুল হক প্রিন্সিপালের দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯৮১খ্রী. পর্যন্ত অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। এই বছর ৩১শে ডিসেম্বর তিনি অবসর গ্রহণ করেন। বাকী জীবন চট্টগ্রামে তাঁর নিজ বাড়ীতে অতিবাহিত করেন।

সংবাদপত্র সেবাঃ দূরদর্শী ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা ওবাইদুল হক ৫০ এর দশকে ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে লেখালেখির উদ্দেশ্যে। ফেনী থেকে "সাপ্তাহিক তা'মীম' পত্রিকা প্রকাশ করেন।

গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনাঃ পত্রিকা পরিচালনার সাথে সাথে জ্ঞান গবেষণা এবং লেখালেখির কাজেও তিনি অবদান রাখেন। তিনি উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী

Dhaka University Institutional Repository

চিন্তাবিদ আল্লামা আবুল হোসাইন আলী নদভীর বিখ্যাত গ্রন্থ "ইসলামী তাহযীব আওর মাগরীবি তাহযীব কী কাশমকাশ" অনুবাদ করেছেন। "হাশরের ময়দানের ৫০টি ঘাঁটি", নামে তিনি আরো একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বর্তমানে এই গ্রন্থটি দুস্প্রাপ্য। এছাড়াও তিনি মাদ্রাসার বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য পাঠ্য পুস্তকও রচনা করেন। এগুলো তৎকালীন সময়ে মাদরাসায় পাঠ্য হিসেবে পঠিত হতো। তাঁর রচিত কয়েকটি পাঠ্য বইয়ের নাম ১) জামেয়া সাহিত্য, ২) হেমনস্তানে উর্দু, ৩) বোস্তানে উর্দু, ৪) মোয়াল্লোমে উর্দু ইত্যাদি।

ইসলামী হুকুমত কায়েমের চেষ্টাঃ ১৯৪৭খ্রী. ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের স্বাধীন আবাস ভূমি কায়েমের আন্দোলনেও ওবাইদুল হক ছাহেব সক্রিয় ছিলেন। ১৯৪৭খ্রী. ১৪ আগষ্ট ঢাকায় স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলনকারী সংগ্রামী আলিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক হযরত মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী (রহঃ) ও সংগ্রামী পুরুষ হযরত মাওলানা আতাহার আলী (রহঃ) এর আহবানে ১৯৫০খ্রী. ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের লক্ষ্যে নিজামে ইসলাম পার্টি গঠিত হলে তিনি এতে শরীক হন। পঞ্চাশের দশকে ইসলামী সংবিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এবং ষাটের দশকে আইয়ুব খানের শাসন আমলে আহলে কোরআনের দাবীদার হাদীস অমান্যকারীদের তৎপরতা ও শরী'আত বিরোধী মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ বাতিলের দাবীতে গণআন্দোলন সংগঠনে তাঁর বলিষ্ট ভূমিকা ছিলো। ফেনী আলীয়া মাদরাসার দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণের পর গ্রামের বাড়ীতে

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থান কালে এ কর্মবীর আলেম মনুখাঁ দিঘীর পাড়ে একটি মাদ্রাসা, একটি য়াতীমখানা ও জামে মসজিদ স্থাপন করেন।

বহু বড় বড় আলিম তাঁর মুরীদ ছিলেন। তাঁর আধ্যাত্মিক উত্তরাধীকারীদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান, ইসলামী বিশ্বকোষ, সিরতুন্নবী বিশ্বকোষ, ও বাংলাপিডিয়ার অন্যতম সম্পাদক অধ্যাপক আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, ফেনী আলিয়া মাদরাসার অবসরপ্রাপ্ত মুহাদ্দেস বিখ্যাত আলিম মাওলানা মোহাম্মদ ইসমাইল, আধ্যাত্মিক সাধক মাওলানা বশির উল্যাহ ভূঞা (রহঃ) (পাঠানগড়), আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলিমে দীন ও ইসলামী চিন্তাবিদ (বার্মিংহাম, লন্ডন), দারুল উলুম ইসলামিক কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল ডঃ শাহ মোহাম্মদ আবদুর রহীম (মুছাপুর) প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব হযরত মাওলানা ওবাইদুল হক (রহঃ) ১৯৮৪খ্রী. ১৩ অক্টোবর চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এ নশ্বরজগত ত্যাগ করে মহান আল্লাহর সন্নিধানে চলে যান। হুজুরের ওসিয়ত অনুযায়ী মনুখাঁ দিঘীর পশ্চিম পাড়ে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা প্রঙ্গণে তাঁকে দাফন করা হয়।[১]

৩৭. মাওলানা আবুল ফজল (রাহ:)ঃ, দক্ষিণ চট্টগ্রামে সাতকানিয়াকে সূফী সাধকদের পীঠস্থান বলা হয়। সাতকানিয়ার অনেক সূফী সাধক

---

[১] মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার, নকশে হায়াত হযরত মাওলানা ওবাইদুল হক ছাহেব (রহঃ), মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী ফাউন্ডেশন, ঢাকা, নভেম্বর ২০০২খ্রী., মুহাম্মদ ওবাইদুল হক, এ.টি.এম. মুছলেহ উদ্দীন, ইসলামী বিশ্বকোষ, ষষ্ঠ খন্ড, পৃ-২০০, ইফাবা।

Dhaka University Institutional Repository

কক্সবাজারে বিভিন্ন অঞ্চলে গমন করেন। ১৬৬০খ্রী. কোন এক সময় সাতকানিয়া থানার বড় হাতিয়ার সূফী গণি শাহের পুত্র শাহ নুরুদ্দীন মোল্লা ধর্মীয় কার্যাদী শিক্ষা দেয়ার জন্য চকরিয়া থানায় খুটাখালী ইউনিয়নে আগমন করেন। তার ঔরশে মাওলানা অছিউদ্দীন ও বদিউদ্দীন জন্ম নেন। মাওলানা অছি উদ্দীনের ঔরশে মাওলানা আবুল ফজল ও মাষ্টার আবদু ছামাদ এবং বদি উদ্দীনের ঔরশে মাষ্টার আবদুল আজিজ ও আবদুল বারী জন্ম গ্রহণ করেন। সাতকানিয়ার সূফী গণি শাহের অধস্থন তৃতীয় প্রজন্ম মাওলানা আবুল ফজল খুটাখালীর পীর ছিলেন। তিনি ১৮৯৩খ্রী. জন্ম গ্রহণ করেন। এই মহান ব্যক্তি খুটাখালী ও ঈদগাঁও হতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপন করেন। তিনি আনোয়ারা থানার জৈদ্দারহাট উত্তরপরোয়া পাড়া মডেল মাদরাসায় কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। অতপর চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসা হতে ইষ্ট বেঙ্গল মাদরাসা বোর্ড কলিকাতার অধীনে ১৯১৬খ্রী. আলিম ১৯১৯খ্রী. ফাযিল ডিগ্রী অর্জন করেন। বাংলা ভাষার পাশাপাশি আরবী উর্দ্দু ও ফার্সী ভাষায় তাঁর অসাধারণ দখল ছিল। তিনি একাধারে ৪০ বছর খুটাখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ফুলছড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। তিনি খুটাখালী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতীব ছিলেন। তিনি ওয়াজ নছিহত ওইলমে তরীকত শিক্ষা দানের মাধ্যমে ইসলামী তাহযীব তমদ্দুনের প্রচার ও প্রসারে এবং সমাজ সংস্কারে অগ্রণী ভূমিকা পালন

Dhaka University Institutional Repository

করেন। তাঁর বহু মুরীদ রয়েছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। সূদূর অতীতে অত্র অঞ্চল হিন্দু প্রধান থাকায় প্রতিষ্ঠান সমূহে হিন্দু বাল্য শিক্ষা নামক বইটি শিশুদের হাতে খড়ি ছিল। শিশুদের উপযোগী ইসলামী চিন্তা চেতনার কোন বই ছিলনা। পীর মাওলানা আবুল ফজল ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের আলোকে ১৯৫২খ্রী. **"মুসলিম বাল্য শিক্ষা"** নামক শিশুদের পাঠ্য উপযোগী বইটি রচনা করেন। যা কক্সবাজারের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমাদৃত ও পঠিত হয়। তাছাড়া তিনি কলেমা, মাসআলা মসায়েল ও তরীকত বিষয়ক গ্রন্থ **"তায্কিরাতুস্ সালাত বে উছিলাতিন্নাজাত"** প্রণয়ন করেন। এ গ্রন্থে তরীকতের বিভিন্ন বিষয়, জুমু'আর ও দুই ঈদের আরবী খুৎবা সহ জরুরী মসায়েল আলোচনা করেছেন। তা অদ্যাবধি অত্র অঞ্চলে পঠিত হচ্ছে এবং ঈদের নামাযে এই গ্রন্থ থেকে খুতবা পাঠ করা হয়। দাম্পত্য জীবনে তাঁর রহিমা খাতুন ও জরিনা খাতুন নামে দুজন সহধর্মীনী ছিলেন। সংসার জীবনে তাঁর ৪ পুত্র ৮ কন্যা রয়েছে। তিনি ১৯৬৪খ্রী. পবিত্র মক্কা শরীফে হজ্জ করেন। তিনি ১৯৭১খ্রী. ৭৮ বছর বয়সে স্বর্গবাসী হন। তাঁর কবর খুটাখালী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংলগ্ন দক্ষিণ পাশে বিদ্যমান ছিল। বর্তমানে মসজিদ সম্প্রসারনের কারণে কবরের চিহ্ন বিদ্যমান নেই।[১]

[১] কে.এম. মাহফুজুল করিম, দর্পন (খুটাখালী ইউনিয়ন ভিত্তিক গবেষণা কর্ম), খুটাখালী সাহিত্য পরিষদ, চকরিয়া কক্সবাজার, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০০১খ্রী. পৃ-১৫, ৩৯, ৪০

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বংশ পরিচয়, জন্ম ও শিক্ষা

বংশ পরিচয়ঃ

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল জব্বার ছিলেন খোদা ভীরু একজন আলিম, সমাজ সেবক ও মুজাহিদ। মাওলানার পূর্ব পুরুষগণ বার আউলিয়ার পিঠস্থান চট্রগ্রাম জেলার লোহাগড়া থানাধীন বড়হাতিয়া গ্রামের স্থানীয় অধিবাসী ছিলেন। তাঁর বংশগত উপাধী ছিল মিয়াজী। তাদের বংশীয় নামানুসারে পাড়ার নাম করণ করা হয় মিয়াজী পাড়া। মাওলানার পিতার নাম মৌলবী ওয়াছি উদ্দীন মিয়াজী। তিনি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। বার্মার (মায়ানমার) থাংগু জেলার রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে বাঙ্গালী কলোনীতে তিনি বসত বাড়ি গড়ে তোলেন এবং জায়গা জমি ও ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পরহেজগার আলিমের মত চলতেন। দানখয়রাত ও মেহমানদারী করতেন। সবসময় আলিম ব্যক্তি ও দরবেশদের যত্ন করতেন। মেহমান ছাড়া তিনি খাবার খেতেন না। ব্যক্তি জীবনে তিনি অত্যন্ত হাস্যোজ্জল, উদার, দানশীল, আমানতদার, ন্যায় পরায়ন, আল্লাহ ভীরু ও সৌখিন ঘোড় সওয়ারী ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষা লিখতে, পড়তে পারতেন। আরবি ভাষায়ও কিছুটা তাঁর জ্ঞান ছিল। তিনি বার্মায় রোগাক্রান্ত হয়ে রেঙ্গুন (ইয়াংঙ্গুন) হাসপাতালে ভর্তি হন। রেঙ্গুন (ইয়াংঙ্গুন) হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসার অগ্রগতি না হওয়ায় তিনি চট্রগ্রামের বাড়ি লোহাগড়ার মিয়াজী পাড়ায় চলে আসেন এবং ১৯৩৬খ্রী. আনুমানিক ফেব্রুয়ারী/ মার্চ মাসের কোন এক সোমবার সকাল নয়টায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর নামাজের জানাযায় প্রচুর লোকের সমাগম হয়। মৃত্যুকালে তিনি পাঁচ বছর বয়সী জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল কুদ্দুস, আড়াই বছর

Dhaka University Institutional Repository

বয়সী আবদুল জব্বার এবং তিন মাসের শিশু সুলায়মানকে রেখে যান। তাঁর কোন কন্যা সন্তান ছিল না।

মাওলানার মাতার নাম ফিরোজা খাতুন। তিনি বড় হাতিয়ার ইয়াসিন পাড়ার আমতলী গ্রামের শিকদার বংশের মেয়ে ছিলেন। তাঁর পিতা আবদুল বারী ফকীর অতিশয় পরহেজগার ও একজন অবস্থা সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। মাওলানার মাতা ধর্ম পরায়ন, পরহেজগার, দানশীলা ও পর্দানশীল ছিলেন। তিনি বাংলা লিখতে ও পড়তে জানতেন না। কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতে জানতেন। তিনি গারাঙ্গীয়ার বড় হুজুর পীর মাওলানা আবদুল মজীদ (রাহঃ) এর মুরীদ ছিলেন। পীরের দেওয়া সকল অজিফা আমল করতেন এবং বৃদ্ধ বয়সেও চশমা ব্যতীত কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতে পারতেন।[১]

মাওলানার নিকট আত্মীয় ও বংশধরগনের তালিকাঃ

পরদাদা	ঃ	আছহাব উদ্দীন মিয়াজী
দাদা	ঃ	আলীম উদ্দীন মিয়াজী
পিতা	ঃ	মৌলবী ওয়াছি উদ্দীন মিয়াজী
মাতা	ঃ	ফিরোজা খাতুন।
নানা	ঃ	আবদুল বারী ফকীর
পরনানা	ঃ	নেজামত আলী শিকদার
তৃদীয় পিতা	ঃ	হাসন আলী শিকদার
সহধর্মীনী	ঃ	মনছুরা বেগম
শ্বশুর	ঃ	ঠান্ডা মিয়া

[১] আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জল নক্ষত্র - পৃষ্ঠা নং - ১২৯, ১৫১ - ১৬০

Dhaka University Institutional Repository

শ্বাশুড়ী ঃ আলমাছ খাতুন

চাচা ঃ মাওলানা আমিন উল্লাহ

সন্তান সন্ততি ঃ ১. জাকেরা বেগম

২. তাহেরা বেগম

৩. রাজিয়া বেগম

৪. রাবিয়া বেগম

৫. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

৬. মুহাম্মদ আবদুর রহিম (শহীদ)[১]

৭. রহিমা বেগম

৮. মুহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম।

ভ্রাতা ঃ১. মুহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস (বড় ভাই)

২. মুহাম্মদ সুলায়মান (ছোট ভাই)[২]

জন্মঃ মাওলানা ১৯৩৩খ্রী. ১লা ফেব্রুয়ারী বার্মার[৩] (মায়ানমার) থাংগু জেলার পিনজুলুক রেলওয়ে ষ্টেশনস্থ বাঙ্গালী কলোনীতে রাত ৮.৩০ মিনিটে ভুমিষ্ট হন।

---

[১] ১৪ ফেব্রুয়রী ১৯৮৭খ্রী. ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে চট্টগ্রামে শাহাদত বরণ করেন। তিনি ইসলামী আন্দোলনের সক্রিয় সাথী ছিলেন। (ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-২০৮)

[২] পূ.গ্র. পৃ-৩৫৫-৫৬, আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, পৃ-১২৯, ১৫৩-৫৪.

[৩] ১৮২৬খ্রী. বৃটিশ সরকার আরাকানকে বৃটিশ সম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। তখন সীমান্ত শহর সমূহে বিশেষত আকিয়াবে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম হতে অনেক মুসলমান গমন করতে শুরু করে। ১৮৫২খ্রী. দক্ষিণ বার্মা বৃটিশ সম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ হতে হিন্দুস্থানীরা ব্যাপকভাবে বার্মায় গমন করতে থাকে। উপকূলীয় ও সামুদ্রিক বাষ্পীয় জাহাজ সমূহের মাঝি, মাল্লাহ সারেং চট্টগ্রামের মুসলমানদের মধ্যহতে ভর্তিকরা হত। খুচরা ব্যবসায়ে খোজা ও গুজরাটী মুসলমানদের একাধিপত্য ছিল। (ইসলামী বিশ্বকোষ ১৬শ খন্ড প্রথম ভাগ,পৃষ্ঠা - ০৮ ইফাবা) পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির আরাকান গমনের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় সপ্তদশ শতকের কবি আলাউল বিরচিত পদ্মাবতি কাব্যের ভুমিকায়ঃ

"নানাদেশী নানা লোক শুনিয়া রোসাঙ্গ ভোগ

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানার আড়াই বৎসর বয়সে তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। মা শিশু পুত্রদের নিয়ে স্বামীর স্থায়ী নিবাস চট্রগ্রাম জেলার লোহাগাড়া থানাধীন বড় হাতিয়া গ্রামে মিয়াজী পাড়ায় চলে আসেন। বড় হাতিয়া গ্রামে মাওলানার শৈশবকাল মায়ের সার্বিক তত্বাবধানে অতিবাহিত হয়।[১]

শিক্ষা জীবন

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার পাঁচ বছর বয়সে প্রতিবেশী মাওলানা আবদুল করীমের বাড়ি গিয়ে সর্ব প্রথম কা'ইদা ও আমপারার সবক নেন। তিনি এক বছরে বিশুদ্ধরূপে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত সমাপ্ত করে উর্দ্দু কিতাব ও শেখ সা'দীর প্রসিদ্ধ কবিতা পুস্তক কারীমা পাঠ শেষ করেন। সুরা ইয়াসীন মুখস্ত করা ও তেলাওয়াতের ফজীলত উস্তাদের জবানে শুনে একদিন একরাতে পূর্ণসুরা ইয়াসীন মুখস্ত করে উস্তাদকে শুনাতে সমর্থহন। এতে খুশী হয়ে উস্তাদ মাওলানা আবদুল করীম তাঁর উজ্জল ভবিষ্যত সম্পর্কে আশাবাদ করেছিলেন।

আইসেন্ত নৃপ ছায়াতলে।
আরবী, মিশরী,সামী তুরকী , হাবসী, রুমী
খোরাসানী উজবেগী সকল
লাহুরী, মুলতানী , সিন্দি, কাশ্মীরি , দক্ষিণী , হিন্দী
কামরুপী আর বঙ্গদেশী।

(আবদুল হক চৌধুরী, চট্রগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রুপরেখা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা - ১২৫) ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৪৮খ্রী. ইউনিয়ন অব বার্মা প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ বৃটিশ গভর্নর স্যার হার্বাট র‍্যান্স বার্মা রিপাবলিকের প্রথম প্রেসিডেন্ট See Shwe thaike এর নিকট ক্ষমতা হস্তান্ত র করেন। (ইসলামী বিশ্বকোষ ১৬শ খন্ড প্রথম ভাগ,পৃষ্ঠা - ০৮ ইফাবা)

[১] উজ্জ্বল নক্ষত্র পৃ-১৫৯

Dhaka University Institutional Repository

গারাঙ্গীয়া মাদরাসায়[১] অধ্যয়ন

গারাঙ্গীয়া মাদরাসার ছাত্র মাওলানা আবদুল করীম, আবদুল জব্বারকে মাত্র ৭ বছর বয়সে ১৯৪০খ্রী. গারাঙ্গীয়া মাদরাসায় ভর্তি করে দেন। দীর্ঘ ৫ বছর একই সাথে তাকে নিয়ে মাদরাসায় আসা যাওয়া করতেন। পরবর্তীতে মাওলানা নিজেই মাদরাসায় যাতায়াত করতেন। প্রখর মেধা শক্তির অধিকারী ও লেখাপড়ায় একাগ্র হওয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর বিস্ময়কর অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। ১৯৪৭খ্রী. তিনি কৃতিত্বের সাথে পঞ্চম (দাখিল) পাশকরেন। ১৯৪৯ ও ৫১খ্রী. একই মাদরাসা হতে যথাক্রমে ছিউম (আলিম) ও উলা (ফাযিল) পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ লাভ

---

[১] গারাঙ্গীয়া মাদরাসা ১৯২০খ্রী. প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রসিদ্ধ ওলীয়ে কামেল গারাঙ্গীয়ার বড় হুজুর হযরত আবদুল মজিদ (রহঃ) (৩১ অক্টোবর ১৮৯০-১৯৭৭খ্রী.) এটি প্রতিষ্ঠা করেন। চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার একটি গ্রাম গারাঙ্গীয়া। থানা হেডকোয়ার্টার ও আরকান সড়ক থেকে প্রায় দুই মাইল পশ্চিমে এক নিভৃত পল্লীতে ডলু নদীর কোল ঘেষে এই গ্রাম অবস্থিত। ১৯৮২খ্রী. এটি কামিল মাদাসারায় রূপান্তরিত হয় এবং সরকারী অনুদান লাভ করে। এই মাদরাসার পাশাপাশি আলিম (এইচ.এস.সি) স্তরের গারাঙ্গীয়া ইসলামিয়া রব্বানী মহিলা মাদরাসা বিদ্যমান। এটি ১৯৭৯খ্রী. প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি প্রতিষ্ঠা করেন অপর ওলীয়ে কামেল বড় হুজুরের ছোট ভাই ছোট হুজুর হযরত মাওলানা আবদুল রশিদ হামেদী (রাহঃ) (মৃ. ৪ঠা নভেম্বর ১৯৯৪খ্রী) এলাকার মানুষকে প্রকৃত ধার্মিকরূপে গড়ে তুলতে এবং তাদের সন্তান সন্ততিকে প্রকৃত দীনি ইলম শিক্ষা দেয়ার জন্য হযরত বড় হুজুর (রাহঃ) ও ছোট হুজুর (রাহঃ) এই দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তলেন। এটি দক্ষিণ চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ মাদ্রাসা। (ড. মোঃ বদিউর রহমান, প্রফেসর, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সাম্প্রতিক কালের সূফী হযরত শাহ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রশিদ ছিদ্দিকী হামেদী (রাহঃ) জীবনী ও চিন্তাধারা, নভেম্বর ২০০১খ্রী. শাহ মজিদিয়া রশিদিয়া ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রাম, পৃ. ২২, ২৩-২৭, ৬২) এখানে আরো রয়েছে শাহ মজিদিয়া য়াতীম খানা, বায়তুল আলামীন হেফজ খানা, মসজিদে বায়তুর রহমত। (স্মরণিকা হযরত বড় হুজুর কোবলা (রাহঃ) ও হযরত ছোট হুজুর কেবল (রাহঃ) গারাঙ্গীয়া ইসলামিয়া আলীয়া মাদ্রাসারা ১৮ জানুয়ারী ১৯৯৫খ্রী.)

Dhaka University Institutional Repository

করেন। উলা ১ম বর্ষের (ফাযিল) বার্ষিক পরীক্ষায় রেকর্ড পরিমান সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ায় মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তাঁকে রৌপ্য পদক দ্বারা সম্মানিত করেন।[১]

আর্থিক অভাব অনটনের জন্য পরিবারের সদস্যগণ মাওলানাকে লেখাপড়া না করানোর ব্যাপারে অভিমত ব্যক্ত করেন। কিন্তু অদম্য জ্ঞান পিপাসু আবদুল জব্বার পরিবারের বোঝা না হয়ে লেখাপড়া চালানোর জন্য স্বীয় আগ্রহ ও চেষ্টায় মালপুকুরিয়ায় এনু সওদাগরের বাড়িতে লজিংয়ের ব্যবস্থা করেন। এক বৎসরের মধ্যে তিনি জায়গীর ছেড়ে দিয়ে বাচা সওদাগরের বাড়িতে ছয় মাস জায়গীর থাকেন। পরবর্তী পর্যায়ে মৌলবী ওয়াজি উদ্দীন সওদাগর তাঁকে নিজের ছেলে মেয়েদের পড়ানোর জন্য গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত করেন এবং সার্বিক সহায়তা প্রদান করেন। কিন্ত তিনি সেখানে বেশী দিন স্থায়ী ছিলেন না। তখন মায়ের আপ্রান প্রচেষ্টায় কোন প্রকার পড়ার খরচ যোগাড় করেন। বার্মায় যে সহায় সম্পদ ছিল মাওলানার পিতার ওফাতের পরও সেখান থেকে প্রতি বছর সামান্য পরিমান টাকা পাওয়া যেত। কিন্ত ২য় বিশ্ব যুদ্ধের (১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯-১৪ আগস্ট ১৯৪৫খ্রী.) সময় বোমার আঘাতে বার্মার সব সহায় সম্পদ চুরমার হয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশীদের সম্পদ বার্মা সরকার বাজেয়াপ্ত করে।[২]

---

[১] অগ্রদূত, পৃ-১৭৩-৭৪, উজ্বল নক্ষত্র পৃ-১৪৫-১৫৭

[২] আধ্যাত্মি জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, পৃ-১৫৭-৫৮

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসায়[১] অধ্যয়ন

[১] চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করেন মাওলানা খলীলুর রহমান বাগবানী ও ছুফী মাওলানা আহসানুল্লাহ। তাঁদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে প্রাখ্যাত দানবীর হাজী চাঁন্দ মিঞা সওদাগর এর প্রত্যক্ষ সহযোগীতায় ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের চন্দনপুরা এলাকায় এই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯১৮ ও ১৯২০খ্রী. যথাক্রমে আলিম ও (এইচ.এস.সি) ও ফাযিল (বি.এ) সরকারী মুঞ্জুরী লাভ করে। মাওলানা ফজলুর রহমানের চেষ্টায় ১৯৪৭খ্রী. কামিল (এম.এ) হাদীস বিভাগ খোলা হয়। বর্তমানে এই মাদরাসায় একটি ছাত্রাবাস, মসজিদ ও একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী রয়েছে। লাইব্রেরীতে ৫১৫১টি গ্রন্থ রয়েছে। এই মাদরাসার ছাত্রদের মধ্যে অনেক পীর মশায়েখ, কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিদ, প্রশাসক, রাজনীতিক ও সমাজ সেবক বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এই মাদরাসার অধ্যক্ষ ও তাদের কার্য্যকাল নিম্নরূপ। ১) মাওলানা মুহাব্বত আলী রামুবী (রাহঃ) (১৯১৩-১৯২৭খ্রী.), ২) মাওলানা ফজলুর রহমান (রাহঃ) (১৯২৭-১৯৩৯খ্রী.), ৩) মাওলানা আবদুল হামীদ (রাহঃ) (১৯৩৯খ্রী.), ৪) মাওলানা মোঃ নাজের (রাহঃ) (১৯৪০খ্রী.), ৫) মাওলানা ফজলুর রহমান (রাহঃ) (২য় বার) (১৯৪০-১৯৫১খ্রী.), ৬) মাওলানা ওমর আহমদ ওসমানী (রাহঃ) (১৯৫১-১৯৫২খ্রী.), ৭) মাওলানা ফজলুর রহমান (৩য় বার) (১৯৫২-১৯৫৯খ্রী.), ৮) মাওলানা শফীক আহমদ (এডভোকেট) (১৯৫৯-১৯৬৫খ্রী.), ৯) মাওলানা আবদুল মান্নান (রাহঃ) (১৯৬৫-১৯৭৫খ্রী.), ১০) মাওলানা আবদুল মোনয়েম (ভারপ্রাপ্ত) (১৯৭৫-১৯৭৩), ১১) মাওলানা এ.কে.এম. ফখরুল ইসলাম (১৯৮৩-১৯৮৪খ্রী.), ১২) মাওলানা ছলিমুর রহমান কমরী (১৯৮৪-১৯৮৯খ্রী.), ১৩) মাওলানা আ.ন.ম. ছালাহউদ্দীন আলইমামী (১৯৮৯-১৯৯৫খ্রী.), ১৪) মাওলানা ছলিমুর রহমান কমরী (২য় বার, ভারপ্রাপ্ত) (১৯৯৫-১৯৯৬খ্রী.), ১৫) মাওলানা সাইয়েদ আবু নোমান (১৯৯৬খ্রী.-)। (আব যিকরা, বার্ষিকী-২০০০, দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসা, চন্দুনপুরা, পৃ-১৮-২৩)। এই মাদরাসার ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন পীর মাশাইখ এর নাম। ১) পীর মাওলানা ওবাইদুল হক (রাহঃ) অধ্যক্ষ, ফেনী আলিয়া মাদরাসা, ২) গারাঙ্গীয়ার বড় হুজুর শাহ আবদুল মজিদ (রাহঃ), ৩) গারাঙ্গীয়ার ছোট হুজুর শাহ আবদুল রশীদ হামেদী (রাহঃ), ৪) চুনতির শাহ হাফেজ আহমদ (রাহঃ), ৫) কুতুবদিয়ার হযরত আবদুল মালেক মুহিউদ্দীন (রাহঃ) (মালেক শাহ), ৬) বায়তুশ শরফের প্রতিষ্ঠাতা পীর মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহঃ), ৭) বায়তুশ শরফের পীর মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রাহঃ), ৮) বায়তুশ শরফের পীর মাওলানা কুতুব উদ্দীন (বর্তমান), ৯) পীর মাওলানা সিরাজুল মোস্তফা (রাহঃ), হালিশহর, চট্টগ্রাম, ১০) মাওলানা মোহাম্মদ ইসমাঈল (রাহঃ), বোয়ালখালী পীর, চট্টগ্রাম, ১১) মাওলানা শফীকুর রহমান (রাহঃ), (বাঁশখালীর বড় হুজুর, চট্টগ্রাম), ১২) পীর মাওলানা ইলাহী বখশ (রাহঃ), বাঁশখালী, চট্টগ্রাম, ১৩) পীর মাওলানা আবুল ফজল (রাহঃ), খুটাখালী, চকরিয়া, কক্সবাজার, ১৪) পীর মাওলানা মীর আহমদ সাহেব (রাহঃ) ফটিকছড়ি চট্টগ্রাম, ১৫) পীর মাওলানা তোফাজ্জল আহমদ (রাহঃ), কাগতিয়ার পীর, চট্টগ্রাম। (পূ.গ্র.পৃ-২১-২২)

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা ১৯৫১খ্রী. গারাঙ্গীয়া মাদরাসা হতে ফাযিল পাশ করার পর কামিল শ্রেণীতে পড়ার আগ্রহ জন্মে। কিন্তু কিভাবে চট্রগ্রাম শহরে গিয়ে পড়ার ব্যবস্থা করা যায় তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন। এমন সময় বায়তুশ শরফের প্রতিষ্ঠাতা পীর মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রহঃ) তরীকতের সফরে কুমিরাঘোনা তাশরীফ আনেন। তখন তিনি মাওলানার পড়ার আগ্রহের কথা জানতে পেরে হাজী আবুল হাসেমের মারফত মাওলানাকে কক্সবাজার যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। পীর সাহেবের হুকুম মত মাওলানা কক্সবাজার গমন করলেন। তথাকার ভক্তবৃন্দ তাঁকে যারপরনাই সম্মান ও যত্ন করলেন এবং মীলাদ ও ওয়াজ মাহ্ফিলের ব্যবস্থা করলেন। এতে মাওলানার উল্লেখ যোগ্য পরিমান টাকার ব্যবস্থা হল। তিনি কয়েক দিন কক্সবাজার অবস্থান করার পর বিমান যোগে চট্রগ্রাম আসেন এবং ষ্টেশন মসজিদে মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রহঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করে কক্সবাজার ও তথায় সংগৃহীত টাকা পয়সার হিসাব দেন। তিনি নিজেও কিছু টাকা পয়সা দিয়ে মাওলানাকে চট্রগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসায় ১৯৫১খ্রী. কামিল ১ম বর্ষে ভর্তি করে দেন এবং চকবাজারের উত্তর পার্শ্বে মাষ্টার সাহেবের বাড়িতে জায়গীরের ব্যবস্থা করে দেন। দীর্ঘ দুই বছর সফলতার সাথে

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যয়ন করে মাওলানা ১৯৫৩খ্রী. হাদীস বিভাগ হতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে কামিল ডিগ্রী অর্জন করেন।[১]

অধ্যয়ন কালে তামাদ্দুনিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ

মাওলানা মাদরাসায় অধ্যয়ন কালে বিভিন্ন তামাদ্দুনিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করতেন। তিনি মাদরাসার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও মজলিশে উর্দ্দু, ফার্সী গান গেয়ে অত্যধিক সুনাম অর্জন করেন। মাওলানা হাফেজ আহম্মদ ও মাওলানা নজমুদ্দীন ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি তাঁদের সাথে উর্দ্দু, ফার্সী গান লিখতেন এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তা পরিবেশন করতেন। এতে তিনি পুরস্কৃত হতেন এবং হাদিয়া, উপঢৌকন লাভ করতেন। এই টাকা দিয়ে তিনি লেখাপড়ার খরচ চালাতেন। তিনি আল্লাহ এবং রাসূলের প্রশস্তি মূলক গান পরিবেশন করলে শ্রুতাদের মাঝে ভাবাবেগের সৃষ্টি হত। একদা আমিরাবাদ বটতলী ষ্টেশনের উত্তর পূর্ব পার্শ্বে চেয়ারম্যান জালাল মিস্ত্রির বাড়িতে মাওলানার মুর্শিদ মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহঃ) দাওয়াত গ্রহন করেন। মাগরিবের নামাজের পর পীর সাহেব মাওলানাকে না'ত পরিবেশন করতে বলেন। মাওলানার না'ত শুনার পর পীর সাহেব আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন এবং তিনি দ্রুত ঘর হতে বের হয়ে একটি গাছের সাথে ধাক্কা লেগে বেহুশ হয়ে পড়েন। অনুরূপভাবে কুমিরাঘোনায় (আখতারাবাদ) এরকম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল।[২]

---

[১] আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জল নক্ষত্র - ১৪৭ -৪৮, ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত - ১৭৪

[২] আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, পৃ-১৫৮, ১৪৫-৪৬

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানার শুভ বিবাহ

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া থানাধীন আমিরাবাদ ইউনিয়নের মল্লিক ছুয়াং গ্রামের জনাব ঠান্ডা মিঞার কন্যা মনছুরা বেগম এর সাথে ১৯৫৩খ্রী. ১০ মার্চ মাওলানার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। চট্টগ্রাম আলকরণ মসজিদের খতীব ও শাইখুল হাদীস সাতকানিয়ার কলাউজান নিবাসী হযরত মাওলানা মাহমুদুল হক খতিবী মাওলানাকে আক্দ করান। মাওলানার মুর্শিদ মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহঃ) এই বিয়েতে মধ্যস্ততা করেন।[১]

অধ্যাপনা / কর্মজীবন

১৯৫৩খ্রী. মাওলানার ইলমে তরীকতের শিক্ষক ও পীর মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহঃ) বাগদাদ গমন কালে মনসুরাবাদস্থ হাজী মসজিদের ইমাম মাওলানা ইদ্রীসকে সফর সঙ্গী করেন। তার অবর্তমানে পীর সাহেব মাওলানাকে উক্ত মসজিদের ইমামতির দায়িত্ব প্রদান করেন। সেখানে থাকাকালীন চট্রগ্রামের আনোয়ারা থানাধীন এক মসজিদের ইমামের সাথে মাওলানার পরিচয় হয়। তিনি তাঁকে মাদরাসায় শিক্ষকতা করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন এবং চট্রগ্রামের পাঁচলাইশ ওয়াজেদীয়া আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষকের একটি পদ খালি আছে বলে জানান। পরে উক্ত ইমাম মাওলানাকে সাথে নিয়ে চট্রগ্রামের ষ্টেশন মসজিদে পীর

Dhaka University Institutional Repository

সাহেবের সাথে দেখা করে প্রস্তাবটি পেশ করেন। তিনি বললেন-" পয়সার আশা করলে ইমামত আর ইলম চর্চা করতে চাইলে শিক্ষকতা। যে যেটা পছন্দ করে করুক"। পীর সাহেবের ইশারা পেয়ে মাওলানা ঐ ইমামের সাথে পাঁচলাইশ ওয়াজেদীয়া আলিয়া মাদরাসায় যান। তৎকালীন অধ্যক্ষ মাওলানা আতিকুল্লাহ খাঁনের সাথে তিনি পরিচিত হন এবং সাক্ষাৎকার দেন । তিনি মাওলানাকে মাদরাসায় যোগদান করতে পরামর্শ প্রদান করেন। অতপর মাওলানা ১৯৫৪খ্রী. জানুয়ারী মাসে উক্ত মাদরাসায় ইলমুল হাদীসের শিক্ষক হিসেবে মুহাদ্দিস পদে যোগদান করেন। তিনি ১৯৫৪খ্রী. থেকে ১৯৬৭খ্রী. পর্যন্ত দীর্ঘ চৌদ্দ বছর শিক্ষকতার মহান পেশায় নিয়োজিত ছিলেন।[২]

প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ

মাওলানা ১৯৮১খ্রী. ৪ঠা ডিসেম্বর বায়তুশ শরফ আদর্শ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে মৃত্যু পর্যন্ত (১৯৮২ - ১৯৯৮ খৃষ্টাব্দ) দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি সেখানেও ইলমে হাদীসের দরস প্রদান করতেন।[৩]

---

[১] মাওলানার জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল হাই নদভী হতে তথ্য সংগৃহিত।

[২] আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জল নক্ষত্র, পৃ-১৪৮-৪৯, ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-১৭৪

[৩] পূ.গ্র.পৃ- ২৩

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানার শিক্ষকবৃন্দ

১। **মাওলানা আব্দুল মজীদ (রহঃ)ঃ** মাওলানা আবদুল মজীদ (রহঃ) (১৮৯০-১৯৭৭খ্রী.) ছিলেন গারাঙ্গীয়া আলিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। তিনি ছিলেন খ্যাতিমান আলিম, বুজুর্গ, পীর ও ওলীয়ে কামেল। তিনি গারাঙ্গীয়ার বড় হুজুর নামে চট্টগ্রামে সমধিক পরিচিত ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন।

২। **মাওলানা আবদুর রশীদ হামেদী (রহঃ)ঃ** মাওলানা আবদুর রশীদ হামেদী (রহঃ) (মৃ- ৪ঠা নভেম্বর ১৯৯৪খ্রী) খ্যাতিমান আলিম, ওলী ও পীর ছিলেন। তিনি গারাঙ্গীয়া আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি গারাঙ্গীয়ার বড় হুজুরের ছোট ভাই। তিনি গারাঙ্গীয়ার ছোট হুজুর নামে সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন।

৩। **মাওলানা মুফতী সুলতান আহমদঃ** মাওলানা মুফতী সুলতান আহমদ ছিলেন ইলমে হাদীসের মুহাদ্দিস ও পরহেজগার আলিম।

৪। **মাওলানা সালেহ আহমদঃ** মাওলানা সালেহ আহমদ একজন বড় আলিম ছিলেন। তিনি বিখ্যাত ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র দারুল উলুম দেওবন্দের ছাত্র ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

৫। **মাওলানা মোবারক আহমদঃ** মাওলানা মোবারক আহমদ একাধারে প্রসিদ্ধ আলিম, ওয়ায়েজ ও কক্সবাজার বাজার ঘাটা জামে সমজিদের সম্মানিত খতিব। তিনি ছিলেন মাওলানার দুই বছরের সিনিয়র। মাওলানা মোবারক আহমদ চট্রগ্রামের সাতকানিয়ার কৃতি সন্তান।

৬। **মাওলানা আহমদ কবীরঃ** মাওলানা আহমদ কবীর ভারতের ছাহারানপুর হতে মাদরাসা শিক্ষার উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি খ্যাতিমান আলিমে দীন ও তাকওয়াবান ব্যক্তি ছিলেন।

৭। **মাওলানা আবদুল কাইয়ুমঃ** মাওলানা আবদুল কাইয়ুম ভারতের প্রসিদ্ধ দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দের ছাত্র ছিলেন। তিনি প্রথিতযশা আলিম ও মুত্তাকী ছিলেন।

৮। **মাওলানা ফজলুর রহমানঃ** মাওলানা ফজলুর রহমান ছিলেন বিখ্যাত আলিম ও দারুল উলুম দেওবন্দের ছাত্র। তিনি চট্রগ্রাম দারুল উলুম মাদরাসার অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর নিকট মাওলানা তাফসীর হাদীস ও ফরায়েজের জ্ঞান লাভ করেন। তিনি বিখ্যাত আলিম আনোয়ার শাহ কাশ্মিরীর ছাত্র ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

৯। **মাওলানা মুফতি আমিন সাহেবঃ** মাওলানা মুফতি আমিন সাহেব কলকাতা আলিয়া মাদরাসার ছাত্র ছিলেন। তিনি চট্রগ্রাম দারুল উলুম মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিস ও খ্যাতিমান আলিম ছিলেন।

১০। **মাওলানা ফোরকান সাহেবঃ** মাওলানা ফোরকান সাহেব কলকাতা আলিয়া মাদরাসা হতে শিক্ষা সমাপন করেন। তিনি একজন বড় মাপের আলিম ছিলেন।[১]

---

[১] মাওলানা হাফেজ আহমদ এর বর্ণনা মতে ১ নং থেকে ৭ নং শিক্ষকবৃন্দ গারাঙ্গীয়া আলিয়া মাদরাসায় মাওলানাকে পাঠদান করেন। ৮ থেকে ১০ নং পর্যন্ত শিক্ষকবৃন্দ চট্রগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসায় মাওলানার সম্মানিত শিক্ষক ছিলেন। তাছাড়া আরো অনেক শিক্ষাগুরু তাঁর ছিলেন। (মাওলানা হাফেজ আহমদ মাওলানার বাল্যবন্ধু, পড়া, লেখার সাথী ও সহকর্মী ছিলেন তিনি চট্রগ্রামের লোহাগড়া থানার উত্তর কলা উজান গ্রামের হাজী কেরামত আলী ফকীরের সুযোগ্য পুত্র ও চট্টগ্রাম ওয়াজেদিয়া আলিয়া মাদরাসার সাবেক মুহাদ্দিস ছিলেন।)

Dhaka University Institutional Repository

ওয়ায়েজ-বাগ্মী

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহঃ) একজন প্রসিদ্ধ ওয়ায়েজ ও বাগ্মী ছিলেন। তাঁর পীর মুর্শিদ এর নির্দেশে তিনি ১৯৫১খ্রী. উলা (ফাযিল) পরীক্ষা সমাপনান্তে সর্ব প্রথম কক্সবাজার শহরে পীর ভাইদের মাঝে ওয়াজ করার সুযোগ লাভ করেন। মাওলানা ইসলামের শিক্ষা প্রচার ও প্রসার কল্পে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ওয়াজ নসীহত করেন। তিনি সভা-সমাবেশ সেমিনার- সেম্পোজিয়াম-এ অংশগ্রহণ করে জাতি গঠনমূলক বক্তব্য প্রদান করেছেন। এছাড়া মক্কা শরীফ, মদীনা শরীফ আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালী বুলগেরিয়া, ইরাক, তুরস্ক সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, সিংগাপুর, পাকিস্তান ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সফর কালে গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজ নসীহত করেছেন। মাওলানার মাহফিল সমূহ সর্বস্তরের মানুষের মিলন মেলায় পরিণত হত। এসব মাহফিলের মধ্যে- আখতারাবাদ ঈসালে সওয়াব মাহফিল (কুমিরাঘোনা), কক্সবাজার ঈসালে সওয়াব মাহফিল, চট্টগ্রাম বায়তুশ শরফ মসজিদের শবে বরাত ও শবে কদর এর মাহফিল। এসব মাহফিলে লক্ষ লক্ষ মানুষের খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানার জ্ঞান গর্ব আলোচনা শুনে তাঁর হাতে প্রায় ১০০ জন হিন্দু, খ্রীষ্টান, চাকমা, টিপরা, নিগ্রো ইসলাম কবুল করেছেন।[১]

তিনি অন্তত শতজন হিন্দু ও খৃষ্টান নওমুসলিমকে ধর্ম শিক্ষা দিয়েছেন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। খৃষ্টান ধর্ম হতে আগত প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজের এক নও মুসলিম কর্মকর্তা আবদুর রহীমের নিজ দেশে বিয়ের ব্যবস্থা করেন। ১৯৯৭খ্রী. অক্টোবর মাসে বাংলাদেশে আগত পর্যটক নাইজেরীয়ার তরুণ গার্মেন্টস ব্যবসায়ী ও পি এইচ ডি গবেষক ওমাম নাজকিয়াক তাঁর হাতে ইসলাম কবুল করেন। তাঁর বর্তমান নাম মুহাম্মদ রফীকুদ্দীন।[২]

১৯ এপ্রিল ১৯৯৮খ্রী. চট্টগ্রামের শহীদ রজব আলী ময়দানে অনুষ্ঠিত নাগরিক স্মরণ সভায় মাওলানার জীবনী শুনে নিতাই চন্দ্র দাস ও প্রদীপ কান্তি দে নামক দুজন অমুসলিম ইসলাম কবুল করেন। মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি তাদের কালেমা তায়্যিবা পাঠ করান।[৩]

---

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত- পৃ-৩৫৪
[২] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-২৬৮
[৩] পূ. গ্র.পৃ-২৩৬

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানার মুর্শিদ

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জববার এর মুর্শিদ ছিলেন মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রহ:)। মাওলানার মুর্শিদ মুরীদদের মাঝে হযরত কেবলা নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি সমাজে একজন স্বনামধন্য আলেম ও ওলী হিসেবে সর্বজন সম্মানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ১৯০৮খ্রী. চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনীয়া থানাধীন ব্রহ্মোত্তর গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা মীর মাসউদ আলী (রাহ:)[১] ও মাতার নাম উম্মে সালমা। তিনি মাদর মাদরযাদ ওলী

---

[১] মীর মাসউদ আলী (রাহ:) চট্টগ্রাম শহরের সুপ্রাচীন মোহসেনীয় মাদরাসা থেকে জামাতে উলা (ফাজিল / ডিগ্রী) পাশ করেন। অতপর কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা হতে কামিল ডিগ্রী (এম এ) অর্জন করেন। পরে তিনি হাদীস শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের জন্য ভারতের বৃহত্তম দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেওবন্দ মাদরাসায় গমন করেন। তিনি কৃতিত্বের সাথে হাদীস শাস্ত্রের উপর উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেন এবং ছয় মাসের মধ্যে কুরআন মজীদ হেফজ সমাপ্ত করেন। দেওবন্দ অবস্থান কালে হিন্দুস্থানের মশহর আলিম ও ওলী হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গংগুহী (রাহ:) এর হাতে তিনি বায়আত হন। আধ্যাত্মিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে অন্য একজন কামেল পীরের হাতে বায়াত হওয়ার অনুমতি তিনি লাভ করেন। (মোহাম্মদ আমান উল্লাহ খান, মহিমাময় জীবন, আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম, জানুয়ারী ১৯৯৩খ্রী.। পৃষ্ঠা-৪) তিনি দেওবন্দ হতে শিক্ষা সমাপনের পর কলকাতার হুগলী আলিয়া মাদরাসা শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি উপমহাদেশের প্রখ্যাত ওলী হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রাহ:) (ফুরফুরার পীর সাহেব) এর হাতে বায়আত হন এবং পরবর্তী পর্যায়ে তরীকায়ে মোজ্জাদ্দিদিয়ায় খেলাফত লাভ করেন। হুগলী মাদরাসা হতে পরবর্তী পর্যায়ে তিনি কলাকাতা আলিয়া মাদরাসায় অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। কলাকাতা আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা কালীন সময় তিনি একবার চট্টগ্রাম আগমন করলে পারিবারিক প্রয়োজনে সেখানে থেকে যান। (পূ গ্র.পৃ.-৫.) পরবর্তী পর্যায়ে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও বিদ্যোৎসাহী চাঁদ মিয়া সওদাগরের অনুরোধে তিনি, চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসায় অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি চট্টগ্রাম ষ্টেশন মসজিদের প্রথম পেশ ইমাম (খতীব) হিসেবে দীর্ঘ দিন দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঐ মসজিদের হুজরাতে বাস করতেন। (পূ.গ্র.পৃ-১০)

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন। তাঁর যবানে প্রথম কথা ফুটেছিল "আল্লাহ"। তিনি শিশু কালে দোলনাতে আল্লাহ আল্লাহ যিকির করতেন। তিনি ছিলেন পিতা মাতার তৃতীয় সন্তান।[১]

বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন:

তাঁর বাল্য জীবন কাটে নানার বাড়ী রাঙ্গুনীয়ার ব্রম্মোত্তর গ্রামে। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় গ্রাম্য মক্তবে। সেখানে পবিত্র কুরআন শরীফ শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর তাঁকে প্রাথমিক বিদ্যালযে ভর্তি করা হয়। তিনি দুই এক বছর পড়ার পর হিন্দু শিক্ষকের কাছে পড়বেন না বলে বেঁকে বসলেন। তাঁর পিতা তাঁকে স্কুল থেকে নিয়ে আসেন এবং আশে পাশে কোন মাদরাসা না থাকায় নিজ গৃহে শিক্ষা দিতে থাকেন। ইত্যবসরে হযরত কেবলার পিতা ১৯১৭-১৯১৮খ্রী. চট্টগ্রাম দারুল উলুম মাদরাসায় যোগদান করলে শিশু পুত্রকেও মাদরাসায় ভর্তি করে দেন।[২]

তিনি ছাত্র জীবনে অধিকাংশ সময় কাটান এই মাদরাসায়। তিনি চট্টগ্রাম দারুল উলুম হতে কৃতিত্বের সাথে ফাযিল পাস করার পর হাদীস শাস্ত্রে উচ্চতর অধ্যয়নের জন্য ভারতের দেওবন্দ মাদরাসায় গমন করেন।[৩]

তিনি দেওবন্দ মাদরাসায় হাদীস শরীফ অধ্যয়ন সমাপনান্তে সনদ লাভ করে দেশে ফিরে আসেন।[৪]

---

[১] মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহ:) এর মোট ভাই বোন ছিল আট জন। দ্বিতীয় মায়ের ঘরে আরো এক পুত্র ও কন্যা জন্ম হয়। (মোহাম্মদ আমান উল্লাহ খান, মহিমাময় জীবন, আনজুমানে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম, জানুয়ারী ১৯৯৩খ্রী.। পৃষ্ঠা-১)

[২] পূ.গ্র.পৃ-১০

[৩] পূ.গ্র.পৃ-২৮

[৪] মহিমাময় জীবন, পৃ-৩৪)

Dhaka University Institutional Repository

আধ্যাত্মিক সাধনা ও মুর্শিদের সান্নিধ্যঃ

মাওলানার মুর্শিদ মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহ:) কিশোর বয়সেই আল্লাহর রাস্তায় কঠিন ইবাদতে আত্মনিয়োগ করেন। আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের বাসনায় জাহেরী ও বাতেনী ইলম হাসিলের দূর্বার স্পৃহা সে বয়সে তাকে অস্থির করে তোলে। লোকালয় থেকে দূরে শান্ত পরিবেশের ছোট ছোট গ্রাম্য মসজিদ ও ইবাদত খানা গুলো ছিল তাঁর অতি প্রিয় ও পছন্দনীয়। প্রায় সময় তিনি নিজ গৃহ থেকে অনেক দূরে এ ধরনের মসজিদে দিনের পর দিন ইবাদতে মশগুল থাকতেন।[১]

তিনি চট্টগ্রাম জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের আউলিয়াদের মাযার ও বিভিন্ন কবর যিয়ারত করতেন তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনায় পারিবারিক প্রভাব বিদ্যমান। তাঁর পিতা ছিলেন সে যুগের খ্যাতিমান আলিম ও হিন্দুস্থানের মশহুর ওলী রশীদ আহমদ গংগ্রহী (রাহ:) এর আধ্যাত্মিক শিষ্য এবং ফুরফুরার পীর মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (রাহ:) এর অন্যতম খলীফা।[১]

চুনতির প্রসিদ্ধ আলিম ও ওলীয়ে কামেল মাওলানা নাজির আহমদ ছাহেব ছিলেন চট্টগ্রাম দারুল উলুম মাদরাসায় তাঁর শিক্ষক। তাঁর স্নেহ ছায়ায় থেকে তিনি অতি অল্প বয়সেই বহু বাতেনী নেয়ামত হাসিল করেন। এছাড়া তখন ভারত বর্ষের বহু মশহুর ওলীর মিলন স্থল ছিল চট্টগ্রাম। তাঁদের মধ্যে তাঁর পিতার মুর্শিদ ফুরফুরার পীর হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রাহ:), আওলাদে রাসুল আবদুল হামিদ

---

[১] মহিমাময় জীবন, পৃ-১১

Dhaka University Institutional Repository

বাগদাদী (রাহঃ), এবং হযরত হামেদ হাসান আজমড়ী (রাহঃ) উল্লেখযোগ্য। তিনি এসব ওলীর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন।[২]

তাঁর পিতার সম্মানিত মুর্শিদ ফুরফুরার পীর মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (রাহঃ) দুবার তাদের চট্টগ্রামের মাদার বাড়ীস্থ বাড়ীতে তাশরিফ আনেন। তিনি দ্বিতীয়বার ফুরফুরার পীর ছাহেবের হাতে " বায়আত হন"।[১]

তিনি ভারতের দেওবন্দ মাদ্‌বাসায় অধ্যয়নের প্রারম্ভিক পর্যায়ে পরীক্ষা পরবর্তী ছুটিতে দিল্লী ও আজমীর শরীফের সুলতানুল হিন্দ খাজা মইনুদ্দীন চিশতি (রাহঃ) এর দরবারে গমন করেন। দরবার সংলগ্ন বাদশাহ শাহজাহানের মসজিদে প্রতি রাতে তাহাজ্জুদের নামাযের পর আল্লাহর নিকট একজন কামেল মুর্শিদের সাক্ষাৎ লাভের জন্য দু'আ করতেন। দরবারে কয়েকজন ওলীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। প্রায় সপ্তাহ খানিক অবস্থানের পর তিনি দেওবন্দ মাদরাসায় ফিয়ে আসেন। এসে দেখেন তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং বৃত্তিসহ হাদীস শরীফ অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করেছেন। কয়েক মাস পর তিনি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট আবেদন করলেন-"ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার নৈকট্য লাভের জন্য আমার সহজ উপায় কি? তিনি উত্তরে এক আঙ্গুল দুই আঙ্গুল ও তিন আঙ্গুল মোবারক দেখিয়ে এক নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি ইশারা করলেন" ভালভাবে কিছু বুঝতে না পরায় তিনি কয়েকদিন চুপ করে থাকলেন। পরের সপ্তাহে জুমুআর রাতে অনুরূপ স্বপ্ন দেখেন। এর পরের জুম'আর রাতে তৃতীয় বারের মত স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর

---

[১] মহিমাময় জীবন,পৃ.গ্র.পৃ.-৫

[২] মহিমাময় জীবন, পৃ-২৪

Dhaka University Institutional Repository

যিয়ারত নছিব হয়। এই বারে তিনি এক, দুই ও তিন আঙ্গুল দেখিয়ে সে মহান ব্যক্তির নাম বলে দিলেন। আর হুমুক করলেন "শীঘ্রই আজমীর চলে যাও"। এই স্বপ্ন দেখার পর তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি স্বপ্ন বৃত্তান্ত তাঁর শিক্ষা গুরু ভারতের বিখ্যাত আলিম মাওলানা মুফতি শফী (রাহঃ) কে জানালে তিনি অত্যধিক আনন্দিত হন। ওস্তাদের পরামর্শক্রমে তিনি মাদরাসা থেকে ছুটি নিয়ে দিল্লী হয়ে আজমীর গমন করন। সে দিনই তিনি বাদশাহ শাহজাহান মসজিদে আসরের নামাজের জন্য উপস্থিত হন। এমন সময় ডান দিকে তাকাতেই স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নির্দেশিত লোকটি তাঁর দৃষ্টি গোচর হয়। আসর নামাযের পর সেই লোক হাসতে হাসতে তাঁকে এক দুই তিন আঙ্গুল দেখিয়ে ইশারা করলেন। কিন্তু তিনি আর একটু সুনিশ্চিত হতে চাইলেন। তাই সে মুহূর্তে যোগাযোগ করলেন না। পরের দিন ফজরের নামাজের পর একই অবস্থা হল। তখনো তিনি তার দিকে অগ্রসর হলেন না। পরের রাতে তাহাজ্জুদ নামাযের সময় আবার তাঁর সাথে লোকটির দেখা হলে তিনি এক দুই তিন আঙ্গুল দেখালেন এবং অগ্রসর হয়ে বললেন-"তোমার নাম মীর মোহাম্মদ আখতর না? মাওলানার মুর্শিদ জওয়াব দিলেন জ্বী হুজুর। আমি আপনার জন্য দেওবন্দ থেকে এখানে এসেছি। ঐ মহান ব্যক্তি বললেন আমি তোমার জন্য লাহোর থেকে এসেছি। তাহাজ্জুদ নামাযের পর এই মহান ওলী তাঁকে ইস্তেগফার ও দরূদ শরীফ পড়তে বললেন। তার পর এক হাজার বার সুরা এখলাস আদায় করতে বললেন। অতপর তার

---

[১] মহিমাময় জীবন, পৃ-২৭

Dhaka University Institutional Repository

মহান পীর মাওলানা সৈয়দ মোনছরম শাহ খোরাসানী (রাহ:)[১] তাঁকে তারীকায়ে আলিয়ায়ে কাদেরিয়ায় বায়আত করায়ে নিলেন এবং আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন।

প্রথমে প্রতি বছর আজমীরে ওরশের সময় উভয়ের সাক্ষাৎ হত। তালীমের নিমেত্তে মুর্শিদের সান্নিধ্যে, তিনি প্রয়োজন মত অবস্থান করতেন। পরবর্তী পর্যায়ে ওরশের সময় শরীআত পরিপন্থী কর্মকান্ড "সিজদায়ে তাহিয়ার" বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ পীর ওরশের সময়ের পরিবর্তে রবীউল আওয়াল মাসে আজমীর আগমন করতেন। মাওলানার মুর্শিদও ঐ সময় হাজির হতেন।"[২]

খেলাফত লাভঃ

মাওলানার মুর্শিদ মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহ:) ভারতের দেওবন্দ মাদরাসায় হাদীস শিক্ষা সমাপ্ত করার পর পরই তাঁর পীর মাওলানা সৈয়দ মোনছর শাহ

---

[১] মাওলানা সৈয়দ মোনছারম শাহ খোরাসানী (রাহঃ) ছিলেন একজন যুগ শ্রেষ্ঠ আলিম ও অতি উচ্চ পর্যায়ের ওলী। তাঁর পিতার নাম মাওলানা সৈয়দ আবদুল্লাহ শাহ (রাহঃ)। ইলমে দীন শিক্ষার জন্য তিনি তাঁর পিতার সাথে ২০/২৫ বছর বয়সে খোরাসান হতে পাকিস্তানের পেশোয়ার আগমন করেন। তিনি ছিলেন পিতামাতার একমাত্র সন্তান। পরে পেশায়ারেই স্থায়ীভাবে বাস করতেন। সৈয়দ মোনছরম শাহ (রাহঃ) প্রথমে দরছে নিযামীয়ার পাঠ্যক্রম অনুসারে পেশোয়ার মাদ্ররাসায় লেখাপড়া শেষ করেন। অতপর দেওবন্দ আলিয়া মাদ্ররাসা হতে হাদীস পাঠ সমাপ্ত করে শাইখুল হিন্দ হযরত মাহমুদুল হাসান (রাহঃ) ও অন্যান্য ওস্তাদগণ হতে "সিহাহ ছিত্তার" সনদ লাভ করেন। তার তরীকতের মুর্শিদ ছিলেন হযরত শা সৈয়দ জামালুদ্দীন কাদেরী (রাহঃ) তাঁর পীর ছিলেন হযরত শাহ সৈয়দ আবুল বশর সমখন্দী (রাহঃ), হযরত সৈয়দ মোনছরম শাহ (রাহঃ) এর একমাত্র পুত্রের নাম মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ শাহ কাদেরী। তিনি পেশোয়ারের সৈয়দ আগা কাবুলীর মাদরাসায় হাদীস শাস্ত্রের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। (মহিমাময় জীবন), পৃ-৩০-৩৫

[২] মহিমাময় জীবন, পৃ-২৮-৩০)

Dhaka University Institutional Repository

খোরামসানী (রাহ:) এর নিকট থেকে তরিকায়ে আলিয়ায়ে কাদেরিয়াতে[১] খেলাফাত প্রাপ্ত হন। মুর্শিদের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি প্রতি বছর আজমীরে রবিউল আওয়াল আসে তাঁর খেদমতে হাজির হতেন এবং আধ্যাত্মিকতার দীক্ষা নিতেন। আজমীরে সর্বশেষ বৈঠকে মুর্শিদ[২] তাকে বলেছেন "ইহাই তোমার সাথে আমার শেষ দেখা। দুনিয়াতে এই তরিকত প্রচার প্রসার ও জারী রাখার দায়িত্ব আমি তোমার উপর ন্যাস্ত করলাম। আজীবন এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। মসজিদ মাদরাসা ও আল্লাহর বান্দাদের খেদমত করবে। তবে মনে রাখবে তোমর হেদায়াতের কেন্দ্রস্থল হবে মসজিদ"।[৩]

কর্মজীবনঃ

মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহ:) দেওবন্দ মাদরাসা হতে শিক্ষা সমাপনের পর দেশে ফিরে আসেন। চট্টগ্রাম ষ্টেশন মসজিদের ইমাম ছিলেন তাঁর পিতা। তিনি ও পিতার সাথে মসজিদের হুজরায় অবস্থান করতে থাকেন। পিতার

---

[১] হযরত মহী-উদ-দীন আবদুল কাদের জিলানী কাদেরীয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১০৭৭-৭৮ খ্রী. কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণে জিলান জেলার নীফ-নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১৬৬খ্রী. পরলোক গমন করেন। কাদেরীয়া তরীকা হযরত আবদুল কাদেরের জীবদ্দশাতেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং তার মৃত্যুর পরে এই তরীকা সারা মুসলিম জাহানে বিস্তার লাভ করে। (ড. আব্দুল করিম, মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, প্রথম প্রকাশ পৌষ-১৪০০ব, জানুয়ারী ১৯৯৪খ্রী., বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ-১৯০-৯১।)

[২] মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহঃ) এর মুর্শিদ মাওলানা সায়্যিদ মোনছুরন শাহ খোরাসান্নী (রাহঃ) ১৯৫২/৫৩খ্রী. পবিত্র হজ্জের মৌসুমে মক্কা শরীফের মদীনা মুনাওয়ারায় ইন্তোকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল বকীতে সমাহিত করা হয়। উল্লেখ্য যে, তার খেলাফত প্রাপ্ত বাংলাদেশের একমাত্র খলিফা মীর মোহাম্মদ আখতার (রাহঃ) ও ১৯৭১খ্রী. হজ্জের যাবতীয় কার্যাদি সমাপনের পর মিনার একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। তাকে জান্নাতুল মুয়াল্লাতে সমাহিত করা হয়। (মোহাম্মদ আমান উল্লাহ খান, মহিমাময় জীবন, আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম, জানুয়ারী ১৯৯৩খ্রী.। পৃ-৩২, ৬৬২)

[৩] মহিমাময় জীবন, পৃ-৩২

Dhaka University Institutional Repository

অনুপস্থিতিতে তিনিই মসজিদে ইমামতি করতেন। তিনি মসজিদ হতে কোন বেতন গ্রহণ করতেন না। জীবনে তিনি কোন দিন কোথাও চাকুরি করেন নি। ষ্টেশন মসজিদই হল এদেশে তাঁর হেদায়তের প্রথম কেন্দ্র।[১]

পরবর্তীতে ইমামতিতে তিনি তাঁর পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯৩৭-৩৮খ্রী. হতে তিনি ১৯৫৮খ্রী. পর্যন্ত এই মসজিদে ইমামতি করেন। তবে তিনি ছিলেন অবৈতনিক ইমাম। তখন চট্টগ্রামের ষ্টেশন মসজিদ শরীআত ও তরীকতের একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষালয় এবং মানব সেবার একটি প্রধান কেন্দ্ররূপে মানুষের মাঝে পরিচিতি লাভ করে।[২]

ধনী-গরীব আমীর-ফকির, আলিম-উলামা, ব্যবসায়ী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ছাত্র, শিক্ষক সবার মাঝে তিনি তরীকায়ে কাদেরিয়ার শিক্ষা প্রচার করেন।[৩]

সমাজসেবা

মাওলানার মুর্শিদ আজীবন সমাজ সেবার কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি চট্টগ্রামের ষ্টেশন মসজিদ, চুনতি হাকিমিয়া মাদরাসার অফিস কক্ষ, মসজিদ ও য়াতীমখানা পুনঃ নির্মাণ করে দেন। মাদরাসার প্রধান ভবন নির্মানে পর্যাপ্ত পরিমান সাহায্য করেন।[৪]

---

[১] মহিমাময় জীবন, পৃ-৩৪)
[২] পু.গ্র. পৃ-১১১, ৪১
[৩] পু.গ্র. পৃ.-৩৭
[৪] পৃ.গ্র.পৃ-১১৪-১১৬

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৩-৬৪খ্রী. তিনি চট্টগ্রাম দারুল উলুম মাদরাসা ছাত্রাবাস সংস্কার ও দ্বিতল ভবন নির্মাণ, ছাত্রদের জন্য পর্যাপ্ত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেন এবং মাদরাসার তোরণ নির্মাণ করে দেন।[১] ১৯৬৫খ্রী. কক্সবাজার বাজার ঘাটা জামে মসজিদ নির্মানে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। ১৯৬৫খ্রী. চুনতির নিকটস্থ ধাইরঘোনা মসজিদ পাকা করন ১৯৬৮খ্রী. চট্টগ্রাম শহরে কদমতলীস্থ পুরানা রওশন মসজিদ এর স্থলে বৃহত্তর আকৃতিতে একটি সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করেন। সাতকানিয়ার কলাউজান খতিব মসজিদটি তিনি পূন:নির্মাণ করে দেন।[২] তিনি ১৯৩৯-৪০খ্রী. মাওলানা আব্দুর রশীদ (রাহ:) এর অনুরোধে চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলাধীন বড় হাতিয়া ইউনিয়নের কুমিরাঘোনা গ্রামে প্রথম সফর করেন। তখন কুমিরা ঘোনা ছিল শিক্ষাদীক্ষা বিবর্জিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, যোগাযোগ সুবিধা বঞ্চিত অখ্যাত পল্লীগ্রাম। ১৯৬৩খ্রী. তুফানে চৌধুরী মসজিদ ভেঙ্গে গেলে তিনি মসজিদটি পাকা করে দেন।[৩]

এ মসজিদটির পাশেই তিনি আখতারুল উলম মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এটি প্রথমে ফোরকানিয়া মাদরাসা হিসেবে চালু ছিল। এর সর্ব প্রথম শিক্ষক ছিলেন মাওলানা মাহমুদুর রহমান।[৪]

---

[১] মহিমাময় জীবন, পৃ-১১৮)
[২] পু.গ্র.পৃ.-১২২-১২৩
[৩] পূ.গ্র.পৃ.-৪৯, ৫৬, ৫৭
[৪] পূ.গ্র., পৃ-৫৭)

Dhaka University Institutional Repository

সফর

মাওলানার মুর্শিদ ২৭ বার হজ্জ উপলক্ষে মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফ সফর করেন। তিনি ভারত, পাকিস্থান, ইরান, সিরিয়া, জর্ডান ও মিসর সফরকালে সাহাবীদের মাযার ও প্রসিদ্ধওলীদের কবর যিয়ারত করেন।[১]

আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা

আন্‌জুমনে ইত্তেহাদে বাংলাদেশ জাতীয় পর্যায়ে অনুমোদিত মসজিদ ভিত্তিক একটি সমাজকল্যাণমূলক সংগঠন। ইহার কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় চট্টগ্রাম মহানগরীর ধনিয়ালা পাড়ায় বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্সে অবস্থিত। মাওলানার মুর্শিদ মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহঃ) মানুষের দীনি ও দুনিয়াবী কল্যাণ সাধনের মাধ্যম হিসেবে একটি আদর্শ সংগঠন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৫০ সালে চট্রগ্রাম শহরের পাহাড়তলীস্থ হাজী মসজিদে ঈসালে সওয়াব মাহফিল শেষে বাছাইকরা আলিম উলামা ও ভক্তদের মাঝে খেদমতে খালকের উদ্দেশ্যে একটি সংগঠন গঠনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। তাঁর প্রত্যক্ষ নির্দেশে তখন একটি কমিটি গঠন করা হয়। তিনি এই সংগঠনের নাম করণ করেন "আন্‌জমনে ইত্তেহাদ"। ১৯৫২খ্রী. তাঁর নির্দেশ ক্রমে অধ্যাপক নুর মোহাম্মদ গঠনতন্ত্রের একটি খসড়া তৈরী করেন। পরে তা প্রয়োজনীয় সংশোধনীর পর চুড়ান্ত হয়।[২]

---

[১] মহিমাময় জীবন, পৃ-৯৪-১০০

[২] পূ.গ্র. পৃ-১২৬

Dhaka University Institutional Repository

আনজুমনে ইত্তেহাদ এর মূলনীতি ও উদ্দেশ্যাবলী

(১) আল্লাহ তাআলা ও হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর বাণী প্রচার করা।

(২) তরীকত পন্থী এরং উহার প্রতি আগ্রহশীল সকলকে মুত্তাকী, পরহেজগারী অর্থাৎ যাবতীয় বিষয়ে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করত আদর্শ মুসলমান রূপে গঠন করতে একনিষ্ঠ ভাবে সহায়তা ও যত্ন করা।

(৩) তরীকত পন্থী ও উহার প্রতি আগ্রহশীল সকলের মাঝে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বোধ, সৌহার্দ ও কুটম্বিতা স্থাপন পূর্বক সৎভাব ও পরম সম্প্রীতি অর্জন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করা।

(৪) প্রয়োজনীয় ও সুবিধাজনক স্থানে কতুব খানা বা লাইব্রেরী স্থাপন করা। যাতে শরীআত ও তরীকত, ফিকহ শাস্ত্রীয়, মহাপুরুষদের জীবনী সম্বলিত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজদর্শন মূলক গ্রন্থাবলী থাকবে।

(৫) বর্তমান পৃথিবীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়ায় জন্য সর্ব প্রকার সংবাদ পত্র বিশেষ করে উর্দ্দু, বাংলা, ইংরেজী ও আরবী পত্র পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও প্রয়োজনীয় Journal Review ইত্যাদি রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।

(৬) আনজুমনের পক্ষ হতে তরীকতের দরিদ্র ভাইদেরকে তরীকতের বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য করা।

Dhaka University Institutional Repository

(৭) আনজুমনের পক্ষ হতে তরীকত প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় তাবলীগ জামায়াত প্রেরণ ও আবশ্যকীয় স্থানে তালিম কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।

(৮) মানুষকে হেদায়তের জন্য মাঝে মাঝে কমপক্ষে একবার হলে ও নছিহত মজলিশের ব্যবস্থা করা।

(৯) আবশ্যকীয় স্থানে ফোরকানিয়া মাদরাসা, দাতব্য চিকিৎসালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা। এবং স্কুল, কলেজ, মাদরাসার; দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করা।

(১০) বিশেষ করে দূরদেশ ও শহরের বাহির হতে আগত তরীকত পন্থী ও উহার প্রতি আগ্রহশীল ভাইগন চট্টগ্রাম শহরে অবস্থান করতে পারার মত একটি আবাসের ব্যবস্থা করা।

(১১) আনজুমানের পক্ষে বিভিন্ন স্থানে সীরাত মাহফিল করে হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর আদর্শ ও জীবনী আলোচনা করত: জনসাধারণকে হেদায়ত করা।

(১২) আনজুমনের সদস্যগণ হতে এককালীন, বার্ষিক ও মাসিক চাঁদা সংগ্রহ করে একটি তহবিল স্থাপন করা।

Dhaka University Institutional Repository

(১৩) দেশে আল কুরআনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্ঠা চালানো। (গঠনতন্ত্রে পাকিস্তান শব্দটি লিখা রয়েছে। যেহেতু তখন বাংলাদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত ছিল।)[১]

আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ মসজিদ ভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে সমাজের খেদমত করে যাচ্ছে। বায়তুশ শরফের যাবতীয় কর্মকান্ড আনজুমনে ইত্তেহাদ কর্তৃক পরিচালিত। বায়তুশ শরফের পীর সাহেব এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মসজিদ বায়তুশ শরফ প্রতিষ্ঠা

১৯৫৮খ্রী. পীর মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহঃ) চট্টগ্রামের ষ্টেশন মসজিদ থেকে চলে আসার পর চট্টগ্রামের মাদরবাড়ীস্থ নিজ বাড়ীর নিকটস্থ মসজিদে জুমুআর নামাজ আদায় করতেন। প্রতি বৃহস্পতিবার মাগরিব নামাযের পর ভক্তদের নিয়ে যিকির করতেন। শবে বরাত, শবে কদরের রাতে সেখানে মোনাজাত করতেন। দূর দূরান্ত থেকে বহু লোক জন সমবেত হতো। মসজিদটি ছিল আকারে ছোট। দরবারের ভক্তবৃন্দ একদিন নিজস্ব মসজিদ নির্মানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। মাদারবাড়ীর বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক ওলী আহমদ সওদাগর মসজিদ প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে তার বাড়ীতে দরবারের বাছাইকৃত বিশজন ব্যক্তিকে দাওয়াত দেন।

[১] মহিমাময় জীবন, পৃ-১২৪-১২৭

Dhaka University Institutional Repository

পীর মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহ:) ওলী আহমদ সওদাগরকে মসজিদ সংক্রান্ত আলোচনার জন্য আট জন লোককে তার বাড়ীতে দাওয়াত দিতে বলেন। তিনি মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রাহ:) ও ধনাঢ্য অবাঙ্গালী ব্যক্তি সুলায়মান শেঠকে ঐ আট জনের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করতে নির্দেশ প্রদান করেন। সুলায়মান শেঠের সার্বিক অর্থায়নে চট্টগ্রামের ধনিয়ালাপাড়ায় প্রাথমিকভাবে ১১ গন্ডা জায়গার উপর মসজিদের নির্মান কাজ চালুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৫ই আগষ্ট ১৯৬৮খ্রী. সোমবার মসজিদ নির্মাণের কাজ অনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করা হয়।

ইয়াকুব আলী কন্ট্রাক্টর তদানিন্তর রেলওয়ের চীফ ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা মসজিদটির প্লান/ নকশা তৈরী করে নেন। পীর সাহেবের (হযরত কেবল) নির্দেশে ইয়াকুব আলী কন্ট্রাক্টর এবং ওলী আহমদ সওদাগর মসজিদ নির্মাণে মূখ্য ভূমিকা রাখেন। রাজ মিস্ত্রি হিসেবে ফয়েজ আহমদেক নিযুক্ত করা হয়। যাবতীয় হিসাব পত্র দেখাশুনার জন্য সার্বক্ষনিক কর্মচারী হিসেবে মীর কামল আহমদকে নিয়োগ করা হল। তিনি সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করে দিলেন যেন মসজিদ তৈরীর ব্যাপারে অন্য কাকেও জ্ঞাত করা না হয়। ১৯৬৮খ্রী. ২১শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার মাওলানার মুর্শিদ মসজিদে আগমন করেন। সেদিনই আসর, মাগরিব এবং প্রথম তারাবীহ নামাজ সম্পন্ন হয়। ২২শে নভেম্বর ১৯৬৮খ্রী. পীর মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহ:) এর ইমামতিতে সর্ব প্রথম জুমুআ অনুষ্ঠিত হয়। তিনি সেই জুমুআতে এই মসজিদের নামকরণ করেন

Dhaka University Institutional Repository

"মসজিদ বায়তুশ শরফ"। পরবর্তী পর্যায়ে আরো তিন গন্ডা জায়গা তাহের ফাউন্ডেশন থেকে ক্রয় করা হয়।[১]

রচনা ও প্রকাশনা

মাওলানার মুর্শিদের বক্তব্যের আলোকে কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। প্রতিটি গ্রন্থে লেখক হিসেবে এক বা একাধিক ব্যক্তির নাম রয়েছে। মূলত তারা তাঁর বক্তব্যসমূহ সেসব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থগুলোর নামঃ

১. গৌসে পাকের সংক্ষিপ্ত জীবনী, লেখক- ফৌজুল আজিম বি.এ., প্রকাশকাল-জানুয়ারী ১৯৬১খ্রী.।

২. চিরতে গৌসে পাক, লেখক- ফৌজুল আজিম বি.এ., প্রকাশকাল-জানুয়ারী ১৯৬২খ্রী.।

৩. জামালে মোহাম্মাদী, লেখক- ফৌজল আজিুম বি.এ., ও মীর আনোয়ার আহমদ, প্রকাশকাল- ডিসেম্বর- ১৯৬২খ্রী.।

৪. রফিকুছ ছালেকীন (প্রথম ভাগ) লেকক- মোখলেছুর রহমান চৌধুরী এম.এ., ও এম, আবদুল কুদ্দুস মিয়া বি.কম, প্রকাশকাল- নভেম্বর ১৯৬২খ্রী.।

---

[১] মহিমাময় জীবন, পৃ.১২৯-১৩১, ১৩৭)

Dhaka University Institutional Repository

৫. ছুরা ফাতেহার তাফসীর, লেখক- মোখলেছুর রহমান চৌধুরী এম.এ., মোহাম্মদ আমানুল্লাহ খান, মীর আনোয়ার আহমদ, প্রকাশকাল- ১৯৬৩খ্রী.।

৬. আনোয়ারে মোহাম্মদী, লেখক মোখলেছুর রহমান চৌধুরী এম.এ, মোহাম্মদ আমানুল্লাহ খান, মীর আনোয়ার আহমদ, প্রকাশকাল- ৮ই অক্টোবর ১৯৬৫খ্রী.।

7. Nezam –E- Islam, Translator – Mohammad Aman Ullah Khan. Published – 1967.

৮. বিশারতুল ইসলাম ফী খাওয়াচ্ছিল কুরআন। এই গ্রন্থটি উর্দূ ভাষায় রচিত ও মুদ্রিত। লেখক, মাওলানা মোহাম্মদ কুতুবুদ্দীন ১৯৭৩খ্রী. বাংলা ভাষায় অনূদিত ও মুদ্রিত হয়।

৯. দাওয়াতে মোস্তাজবাত, পীর সাহেবের জীবনের শেষের দিকে প্রনীত।[১]

শাদীয়ে মোবারক

১৯৪০খ্রী. ১৯ ফেব্রুয়ারী মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহ:) এর সাথে চট্টগ্রামের পাচলাইশ থানার ফরিদাপাড়া বা খতিব পাড়ার বিখ্যাত আলিম সায়্যিদ মাওলানা আবদুর রহমান (রাহ:) এর একমাত্র কন্যা জমিলা খাতুনের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই বিয়েতে মাওলানা ফজলুল করিম মধ্যস্থতা করেন। তিনি পিতার

[১] মহিমাময় জীবন, পৃঃ ১৩৮-১৪৭

Dhaka University Institutional Repository

দেয়া ঘরের মাটির বিছানায় শুয়ে সারা জীবন অতিবাহিত করেছেন। তাঁর সংসারে দুই কন্যা ও এক পুত্র সন্তান জন্ম হয়। একমাত্র ফাতেমা তাহেরা খাতুন ব্যতীত অন্যর শিশুকালে মৃত্যু বরন করেন।[১]

হজ্জ সমাপন ও ইন্তেকাল

বায়তুশ শরফের প্রতিষ্ঠাতা পীর মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহঃ) ১৯৭১খ্রী. ১২ই জানুয়ারী রোজ মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে বারটায় গ্রীণ এরা ট্রেন যোগে পবিত্র হজ্জের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম ত্যাগ করেন। তিনি ছয় সদস্যর হজ্ব কাফেলার নেতৃত্ব দেন। অন্য পাঁচ জন হলেন-

১. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রাহঃ)

২. মাওলানা কুতুবুদ্দীন

৩. মীর আনোয়ার আহমদ

৪. মোহাম্মদ আমান উল্লাহ খান

৫. সায়্যিদ মোহাম্মদ সলুয়মান।

হজ্জ কাফেলা ঢাকায় একদিন অবস্থানের পর ১৪ই জানুয়ারী ১৯৭১খ্রী. রোজ বৃহস্পতিবার PIA বিমান যোগে করাচী রওনা হয়। চার/পাঁচ দিন করাচীর হোটেল সালাতিনে অবস্থানের পর ১৯শে জানুয়ারী ১৯৭১খ্রী. করাচী এয়ারপোর্ট

[১] মহিমাময় জীবন পৃ.-৪৫, ৪৮

Dhaka University Institutional Repository

হতে হজ্জ কাফেলা মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৭১খ্রী. রোজ শুক্রবার হজ্জের দিন ছিল। হজ্জ সমাপনের পর পীর সাহেব মীনা যাওয়ার পথে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭১খ্রী. মীনা হাসপতালে ভর্তি করানো হয়। হাসপাতালের বেডে শুয়ে তিনি তায়াম্মুম করে ডাক্তারের সহায়তায় মাগরিব ও এশার নামাজ আদয় করলেন। রাত ১২টায় অসুস্থতা বেড়ে যায়। রাত ২টার পর রোগের প্রকোপ কমে এলে তাকে শোয়ায়ে দেয়া হয়। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। এই ঘুমের মধ্যেই তিনি দরবারে ইলাহীতে চলে যান।[১]

১৯৭১ সারের ৬ই ফেব্রুয়ারী মাওলানার মৃতদেহ মিনা থেকে পবিত্র মক্কা শরীফ নেয়া হল। মাগরিবের জামাআত শেষে কাবা শরীফে তাঁর নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। কাবা শরীফের ইমাম জানাযা নামাযে ইমামতি করেন। সদ্য আরাফাত থেকে ফরজ তাওয়াফের জন্য আগত লক্ষ লক্ষ নিস্পাপ মুমিন বান্দা জানাযায় শরীক হন। জান্নাতুল মোয়াল্লার কবরস্থানে সৈয়দ, আলিম ও ফকিহদের জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[২]

---

[১] মহিমাময় জীবন, জানুয়ারী ১৯৯৩খ্রী.। পৃ-৫৮৫, ৫৮৭, ৫৯৪, ৬০৭, ৬১৬, ৬১৭

[২] পূ.গ্র.পৃ-৬২৩-৬২৪

Dhaka University Institutional Repository

মুর্শিদের সান্নিধ্য ও তাসাওউফ চর্চা

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার ছিলেন মাদরযাদ ওলী। ইলমে শরীআতের অগাধ জ্ঞান অন্বেষনের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক জ্ঞান আহরণের অদম্য পিপাসা মাওলানার মনে জাগ্রত হলো। গারাঙ্গীয়া মাদরাসার বড় হুজুর পীরে কামেল হযরত মাওলানা আবদুল মজীদ (রাহঃ) ছিলেন মাওলানার শিক্ষক। তিনি তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। চট্রগ্রাম শাহী জামে মসজিদের পেশ ইমাম আওলাদে রাসূল (সঃ) সায়্যিদ আবদুল করীম মাদানী (রহঃ) এবং শহরের পীর মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহঃ) তাঁকে আন্তরিক স্নেহ করতেন। মাওলানা গারাঙ্গীয়া মাদরাসায় জামায়াতে চাহরমে (আলিম প্রথমবর্ষ) পড়ার সময় মাদরাসার বার্ষিক সভায় শহরের পীর মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহঃ) প্রধান অতিথি হিসেবে শুভাগমন করেন। ঐ সভায় মাওলানা না'ত রাসূল (সঃ) পাঠ করেন। তা শ্রবণে পীর সাহেব মাওলানার প্রতি স্নেহ দৃষ্টি দেন ও দোয়া করেন।[১] মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার কার নিকট বায়'আত গ্রহণ করবেন তা নিয়ে বেশ চিন্তিত। এমতাবস্থায় তিনি এক রাতে স্বপ্ন দেখলেন যে, চট্রগ্রাম শহরের নন্দন কানন স্কুলের মোড়ে চৌরাস্তার উপর চট্রগ্রামের পটিয়া থানাধীন জিরি মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা আহমদ হোসায়ন (রহঃ) গারাঙ্গীয়ার বড় হুজুর মাওলানা আবদুল মজীদ (রাহঃ) ও চট্রগ্রাম শাহী জামে মসজিদের পেশ ইমাম সায়্যিদ আবদুল করীম মাদানী (রাহঃ) হাতের ইশারায় মাওলানাকে ডাকছেন। শহরের পীর মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহঃ) ইশারা করলেন টর্চের আলোর মত একটি উজ্জ্বল আলোর ছটা দিয়ে। এরূপ দেখে তাঁর দিকে অগ্রসর হতেই মাওলানার মনে হল উহা মাদার বাড়ীর রেল লাইনের পাশে কোন একটি

[১] আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, পৃ-১৪৩

Dhaka University Institutional Repository

জায়গা।তথায় মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহঃ)নিজ হাতে পেয়ালা ভরে মানুষকে আল্লাহর মাহাব্বতের শরাব বিতরণ করছেন।এই স্বপ্ন দেখার পর থেকে মাওলানা তার প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন।[১]

মাওলানা জামায়াতে চাহারম (আলিম ১মবর্ষ) এর ছাত্র থাকা অবস্থায় ১৯৪৮খ্রী. পবিত্র শবে-বরাতে পীরে কামেল মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহঃ) এর নিকট দোয়ার জন্য আসলে পীর সাহেব তাকে চট্রগ্রাম ষ্টেশন মসজিদের স্বীয় হুজরা খানায় ডেকে নিয়ে বায়আত করান এবং ইলমে তরীকতের আজীফা (নিয়ম) শিক্ষা দেন।

১৯৫৪খ্রী. হতে ১৯৬৭খ্রী. পর্যন্ত দীর্ঘ ১৪ বছর মাওলানা চট্রগ্রামের পাঁচলাইশ ওয়াজেদিয়া আলিয়া মাদরাসার ইলমে হাদীসের দরস দানের পাশাপাশি স্বীয় মুর্শিদের তত্ত্বাবধানে ইলমে তরীকতের সবক গ্রহণ করার মাধ্যমে তাসাওউফ চর্চা অব্যাহত রাখেন।

পাঁচলাইশ ওয়াজেদিয়া আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষক থাকা কালে মাওলানা হাট হাজারী থানার খন্দকীয়ায় ফোরকানীয়া মাদরাসা সংলগ্ন আসগর আলী সওদাগরের মসজিদের হুজরা খানায় থাকতেন এবং হাজী নূরুজ্জামান মিস্ত্রীর বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করতেন।[২]

মাওলানা প্রতি বৃহস্পতিবার চট্রগ্রাম ষ্টেশন মসজিদে স্বীয় মুর্শিদের সান্নিধ্যে আসতেন এবং যিকর মাহফিলে যোগ দিতেন। শনিবার সকালে অথবা মাদরাসায় উপস্থিত হওয়া যায় এমন এক সময় মুর্শিদ মাওলানাকে ছুটি দিতেন। এসময়ে

---

[১] আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, পৃ-১৪৪

[২] প্র.গ্র. পৃ-১৫০

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর পীর সকাল -বিকাল তরীকতের বিভিন্ন বিষয়ের উপর আধ্যাত্মিক আলোচনা করতেন এবং মসজিদ হতে বের হতেন না।[১]

কক্সবাজার বায়তুশ শরফ মসজিদের ইমাম মাওলানা তাহেরুল ইসলাম বর্ণনা করেছেন-"আমি মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রাহঃ) এর সাথে সুদীর্ঘ এগার বছর খন্দকীয়ায় এক সাথে ছিলাম। এ সময়ে মাওলানা থেকে শরীআত বিরোধী কোন কিছু প্রকাশ হতে দেখেনি। তিনি কোন দিন তাহাজ্জুদের নামায এবং যিকর বাদ দেননি। শেষ রাতে তিনি আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করতেন। তিনি তাঁর পীর মুর্শিদের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। তাঁর নির্দেশের বাইরে এক কদম ও তিনি এদিক সেদিক যেতেন না।"[২]

খন্দকীয়ায় আসগর আলী মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব পালনের সময় মাওলানাকে তাঁর মুর্শিদ অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। এমনকি কোন সময় রাত তিনটায় মাওলানার বাস্তব অবস্থা দেখার জন্য মাদার বাড়ী থেকে লোক প্রেরণ করতেন। তারা মাওলানাকে হয়ত নামাযে নতুবা যিকরে পেতেন। তিনি রুটিন মাফিক কাজ করতেন। তিনি রাত তিনটায় নিদ্রাহতে জাগ্রত হতেন এবং ফজরের নামাজের পূর্ব পর্যন্ত তাহাজ্জুদ ও যিকরে মশগুল থাকতেন। ফজরের নামাজ জামাআতের সাথে আদায় পূর্বক মুনাজাতের পর তরীকতের অজীফা আদায় করতেন এবং ইশরাকের নামায পড়তেন। অতপর সকাল আটটা পর্যন্ত ফোরকানীয়া মাদরাসায় ছেলে মেয়েদের পবিত্র কুরআন শরীফ শিক্ষা দিতেন। তারপর গোসল ও খাওয়া দাওয়া সেরে ওয়াজেদিয়া আলিয়া মাদরাসায় চলে যেতেন। মাদরাসা থেকে বিকাল পাঁচটায় খন্দকীয়ায় চলে আসতেন এবং মাগরিব পর্যন্ত নিরবে বসে দু'আ

---

[১] আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, পৃ-১৫০

[২] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

দরূদ পাঠকরতেন। মাগরিবের নামাযের পর তিনি দীর্ঘ সময় নফল ইবাদতে মশগুল থাকতেন। অতপর স্বীয় হুজরায় এসে এশার নামাজ পর্যন্ত কিতাবাদি পড়তেন।এশার নামায আদায় পূর্বক রাতের খাবার শেষ করে রাত ১২টা পর্যন্ত পূনরায় কিতাব দেখতেন। তারপর তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন। আবার রাত ৩টায় উঠে তাহাজ্জুদ ও যিকরে মশগুল থাকতেন।[১]

এভাবে ১৯৪০ খ্রী. থেকে ১৯৫৩খ্রী. পর্যন্ত দীর্ঘ ১৪ বছর তিনি ইলমে শরী'আতের জ্ঞানার্জন এবং ১৯৫৪খ্রী. থেকে ১৯৬৭খ্রী. পর্যন্ত ১৪ বছর ইলমে হাদীসের পাঠদানের পাশাপাশি ইলমে তরীকতের সবক গ্রহণ করতে থাকেন। এভাবে তাঁর ইলমে তরীকতের জ্ঞান অর্জিত হয়। মাওলানাকে তাঁর মুর্শিদ ইলমে শরী'আত ও ইলমে তরীকতের সমন্বয়ে জ্ঞানের বিশেষ স্তরের আধিকারী করার নিমিত্তে ১৯৬৮খ্রী. থেকে ১৯৭০খ্রী পর্যন্ত দীর্ঘ তিন বছর স্বীয় তত্ত্বাবধানে রেখে উচ্চতর ইলমে তাসাওউফ ও ইলমে হাকীকতের তালীম দেন। এমনিভাবে মাওলানা স্বীয় মুর্শিদের বিভিন্ন পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তার মুর্শিদ বলেছিলেন- "আমার আবদুর রশীদ জিন্দা কুতুব, আবদুল জব্বার কুতুবুল আকতাব"। মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহঃ) জীবন সায়াহ্নে তাঁর মুরীদদের প্রতি উপদেশ দিয়ে ছিলেন- "আমার আবদুল জব্বারের সাথে কাঁধ লাগিয়ে থাকবি।" তিনি আরো বলেছিলেন- "তোমরা সকলে এই আবদুল জব্বারকে সম্মান করবে অন্যথায় ইবলীশের মত বঞ্চিত হবে।"[২]

পীর মুর্শিদ মাওলানাকে বিভিন্ন স্থানে সফর সঙ্গী করতেন। মুর্শিদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় মাওলানা ১৯৬৪খ্রী. পানির জাহাজে সর্ব প্রথম মক্কা শরীফ গমন

---

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-১৩৯, ৪০

[২] আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, পৃ-১৪৭

Dhaka University Institutional Repository

করেন এবং জীবনের প্রথম হজ্জ সম্পন্ন করেন। ১৯৬৬খ্রী. স্বীয় মুর্শিদের সাথে আকাশ পথে কচরীতে হয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গমন করেন। এ সময় মুর্শিদ মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের দু'আ কবুল হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ স্থান, বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন জায়গা, ঘটনা ও ইতিহাস সম্পর্কে মাওলানাকে অবহতি করতেন। মক্কা শরীফ থাকাকালীন সকাল বিকাল হেরেম শরীফে পাঠিযে দু'আ করাতেন এবং কোন কোন সময় দু'আর বিষয়বস্তু ও বলে দিতেন।[১]

এছাড়া মাওলানা স্বীয় মুর্শিদের সাথে ভারত, পাকিস্তান, ও মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত প্রসিদ্ধ আউলিয়া কেরামের মাযার যিয়ারত করেন। পীর মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহঃ) জীবনের ২৯তম হজ্জ সমাপনের পর ১৯৭১খ্রী. ৫ই ফেব্রুয়ারী মক্কা শরীফের মিনায় ইন্তিকালের পূর্বে তার সুযোগ্য খলীফা নির্বাচনের জন্য রূহানীভাবে আদিষ্ট হন। তিনি মাওলানা আবদুল জব্বারসহ সকলকে কাবা শরীফের গিলাফের কাছে নিয়ে গিয়ে দু'আ করেছেন- "আয় আল্লাহ! আমার আবদুল জব্বারকে কবুল করে নাও। আয় আল্লাহ! আমার আবদুল জব্বারকে কবুল করে নাও"। এমনিভাবে স্বীয় মুর্শিদ মাওলানাকে একমাত্র খলীফা নির্বাচন করে তরীকায়ে কাদেরীয়ায়ে আলিয়ার নিশান বরদার করে আল্লাহর সান্নিধ্যে গমন করে। তাঁকে মক্কা শরীফের কবরস্থান জান্নাতুল মুআল্লায় দাফন করা হয়।[২]

---

[১] আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, পৃ-১৫১-১৫২

[২] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-৮৬

Dhaka University Institutional Repository

শাজরানামা

মাওলানার পীর মুর্শিদ হযরত মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহঃ) তাঁকে তরীকায়ে আলিয়ায়ে কাদেরিয়ার সবক দেন। তাঁর মুর্শিদ ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (রাহঃ)[১] এর নিকট হতেও খেলাফত লাভ করেন। এদিক থেকে মাওলানার দু'ধরনের শাজরা রয়েছে। নিম্নে মাওলানার শাজরানামা উল্লেখ করা হলো।

কাদেরিয়া তরীকার পীরগণের শাজরানামাঃ

বায়তুশ শরফের পীর মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহঃ) বায়তুশ শরফের প্রতিষ্ঠাতা পীর কুতুবুল আলম হযরত মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহঃ) এর নিকট বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হযরত মাওলানা সৈয়দ মোনছারম শাহ্ কাদেরী মুজাদ্দেদী খোরাসানী, পেশাওয়ারী (রাহঃ) এর নিকট বায়আত গ্রহন করেছিলেন। তিনি আরেফে রব্বানী শাহ মাওলানা মোহাম্মদ জামালুদ্দীন (রাহঃ) এর নিকট বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পীর হযরত আবদুল বাছির (রাহঃ) তাঁর পীর

---

[১] মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী সূফী সাধক, শ্রেষ্ঠ আলিম, ইসলাম প্রচারক, সাংবাদিকতার পৃষ্ঠপোষক, শিক্ষানুরাগী ও রাজনীতিবিদ। ১৮৫৮খ্রী. হুগলী জেলার ফুরফুরায় জন্ম। শৈশবে পিতৃ বিয়োগ হয়। মাতার যত্নে সীতাপুরে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন ও পরে হুগলী মাদরাসা থেকে জামায়াতে-এ-উলা (ফাযিল) পাশ করেন। তার পর আনুষ্ঠানিকভাবে কলকতায় সৈয়দ আহমদ শরীফের খলীফা মাওলানা হাফেজ জামালুদ্দীনের নিকট হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ অধ্যয়ন করেন। আধ্যাত্মিক দীক্ষা গ্রহণ করেন সুফী ফতেহ আলী ওয়াইসীর নিকট। ইসলাম ধর্ম ও মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী প্রচার, মুসলিম সমাজ থেকে অনাচার ও কুসংস্কার দূরকরনে এবং নানা প্রকার ইসলাম বিরোধী আক্রমনের প্রতিরোধ কাযে ব্যাপৃত ছিলেন। ১৯৩৯খ্রী. ১৭ মার্চ শুক্রবার প্রায় একশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। (মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, বংগীয় রাজনীতিতে উলামার ভূমিকা, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৫খ্রী. পৃ-৩০০, স.ই.বি.প. ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৫খ্রী. পৃ-২১-২৩, আল্লামা রুহুল আমীন, পৃ-৪৭.)

Dhaka University Institutional Repository

হযরত শাহ মোহাম্মদ শের (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত মিয়া আহমদ আলীশাহ (রাহঃ) তাঁব পীর হযরত শাহ দরগাহী (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত জামালুল্লাহ (রাহঃ), তাঁব পীর হযরত কুতুবুদ্দীন হক্কানী (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত খাজা মোহাম্মদ যোবাইর (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত খাজা মোহাম্মদ নক্‌শবন্দী (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত মোহাম্মদ মাসুম ফানা (রাহঃ), তার পীর হযরত ইমামে রব্বানী, মুজাদ্দিদে আলফেসানী, শায়খ আহমদ সরহিন্দী (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত শাহ সেকান্দর (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত শাহ কুতুবে দাওরান শাহ কামাল কাহতিলী (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত শাহ ফোজাইল (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত শাহ গদা রহমান ইবনে মাহবুব আলী (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত শাহ শামসুদ্দীন আরেফ (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত শাহ আবুল ফজল (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত শাহ গদা রহমান ইবনে আবুল হাসান (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত শাহ শামসুদ্দীন ছাহরায়ী (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত শাহ মোহাম্মদ আকীল (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত শাহ কামেল বাহাউদ্দীন (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত সৈয়দ শাহ আবদুল ওহাব (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত সৈয়দ শাহ শরফুদ্দীন কওাল (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত সৈয়দ আবদুর রাজ্জাক বাগদাদী (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত সৈয়দ শেখুল মশায়েখ কুতুবে রব্বানী, মাহবুবে সোবহানী মীর মহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত সৈয়দ শাহ আবু ছালেহ জংগী (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত শাহ আবদুল্লাহ জীলী (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত সৈয়দ শায়খ ইয়াহইয়া জাহেদ (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত সৈয়দ শায়খ মোহাম্মদ শাহ (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত সৈয়দ শাহ দাউদ মোরেছ (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত মুসা মোরেছ (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত আবদুল্লাহ মোরেছ (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত সুমা জুন (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত শাহ আবদুল্লাহ মহজ (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত ইমাম

Dhaka University Institutional Repository

হাসান মোসান্না (রাহ:), তাঁর পীর হযরত ইমাম হাসান ইবনে আলী (রা:), তাঁর পীর হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা:)।[১]

নকশ্‌বন্দীয়া ও মুজাদ্দিদীয়া তরীকার পীরগণের শাজরানামাঃ

বায়তুশ শরফের পীর মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রাহ:) বায়তুশ শরফের প্রতিষ্ঠাতা পীর কুতুবুল আলম হযরত মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহ:) এর নিকট বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ফুরফুরা শরীফের পীর কুতুবুল আলম, হযরত মাওলানা আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিকী (রাহ:) এর নিকট হতে খেলাফত লাভ করেন। তিনি কুতুবুল ইরশাদ, হযরত মাওলানা ফতেহ আলী বরদাওয়ানী (রাহ:) এর নিকট বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কুতুবুল আকতর হযরত মাওলানা নূর মোহাম্মদ নিজামপূরী (রাহ:) এর নিকট বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আমীরুল মো'মেনীন, মুজাদ্দিদ হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলভী (রাহ:) এর নিকট বয়আত গ্রহন করেছিলেন। তিনি হযরত শাহ মাওলানা আবদুল আজীজ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রাহ:) এর নিকট বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত শাহ মাওলানা ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহ:) এর নিকট বয়আত গ্রহণ করেছিলেন।

400633

শাহ ওয়ালী উল্লাহ সাহেবের পীর হযরত শাহ মাওলানা শেখ আবদুর রহীম মুহাদ্দীস দেহলভী (রাহ:), তাঁর পীর হযরত শাহ সৈয়দ আবদুল্লাহ আকবরাবাদী (রাহ:), তাঁর পীর মজাদ্দিদে আলফসানী হযরত শায়খ আহমদ সারহিন্দী (রাহ:)। তাঁর পীর হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ (রাহ:)। তাঁর পীর হযরত মাওলানা খাজা মুহাম্মদ

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-৩৫৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

আমকানকী (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত মাওলানা খাজা দরবেশ (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত মাওলানা যাহেদ (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত মাওলানা ওবায়দুল্লাহ আহরার (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত মাওলানা ইয়াকুব চারখী (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত খাজা আলী উদ্দীন আত্তার (রাহঃ), তাঁর পীর ইমামুত তরীকত হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দী বুখারী (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত খাজা সৈয়দ আমীরে কলাল (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত মুহাম্মদ বাবা শাম্মাছী (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত খাজা আযীযানে আলী রামীতানী (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত খাজা মাহমুদ আবুল খাইর ফাগানভী (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত খাজা আরিফ রেওগরী, তাঁর পীর হযরত খাজা আবদুল খালেক গজদওয়ানী (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত খাজা আবু ইউসুফ হামদানী (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত খাজা আবু ঘ্যালী ফারমেদী (রাহঃ), তাঁর পীর ইমাম আবুল কাশেম কুশাইরী (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত আবু আলী আদ্‌দাক্কাক (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত শায়খ আবুল কাশেম নাসীরাবাদী (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত খাজা আবু আলী রুদবারী (রাহঃ), তাঁর পীর সৈয়্যদুত তায়েফা হযরত খাজা জুনাইদ বাগদাদী (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত শায়েখ আবুল হাসান সিররী সকতী (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত শায়খ মারূপ কারখী (রাহঃ), তাঁর পীর ইমাম মুসা আলী রেজা (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত ইমাম মুসা কাজেম (রাহঃ), তার পীর হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রাহঃ), তাঁর পীর হযরত কাসেম বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর (রাহঃ), তার পীর হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ), তাঁর পীর হযরত আবু বকর (রাঃ)।[১]

---

[১] আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, পৃ-১৩৯.

Dhaka University Institutional Repository

ইলমে তরীকত শিক্ষাদানে মাওলানার সাধনা

তরীকত শরীআতের অনুগামী। শরী'আত বিহীন তরীকত মূল্যহীন। এ প্রসঙ্গে মাওলানা বলেন "তরীকতের সাধনা গুপ্তধন লাভ করার জন্য কিংবা খ্যাতি অর্জন করার জন্য নয়। এর এক মাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহকে রাজি করা"।

হযরত সাহল ইবন আবদুল্লাহ তাসতারী (র.) যিনি প্রাচীন সূফীদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। তিনি বলেন -

اصولنا سبعة اشياء التمسك بكتاب الله و الاقتداء بسنة رسول الله صلعم واكل الحلال وكف الاذي واجتناب المعاصي التوبة واداء الحقوق (التاج المكمل)

আমাদের মূলনীতি হচ্ছে সাতটি ।

১) পবিত্র কুরআনের নির্দেশ পূর্ণরূপে আমল করা, ২) রাসূলুল্লাহ (স.) এর সুন্নাতের অনুসরণ করা, ৩) হালাল রিযিক ভক্ষণ করা, ৪) কাউকে কষ্ট না দেওয়া, ৫) পাপ কার্য থেকে বিরত থাকা, ৬) তাওবাহ ইস্তিগফার করা, ৭) আল্লাহ ও বান্দার হক যথাযথ ভাবে আদায় করা।[১]

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন-

الشريعة اقوالي الطريقة افعالي الحقيقة احوالي المعرفة اسراري-

শরীআত হলো আমার আদেশ ও নির্দেশাবলী, তরিকত হলো আমার জীবনের কর্ম সমূহ, হাকীকত হলো আমার জীবনের অবস্থা সমূহ এবং মা'রিফত হলো আমার জীবনের আসরার বা ভেদ সমূহ।[২]

---

[১] মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (অনু) আল ইহসান, শাহ আবদুল জব্বার আশশরফ একাডেমী, চট্টগ্রাম, ১৯৯৯খ্রী. পৃ-১১

[২] মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার, শরীয়ত ও মারফত এর দৃষ্টিতে গান বাজনা, বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, চট্টগ্রাম ডিসেম্বর ১৯৭৭খ্রী. পৃ-২৭

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা ইলমে তরীকতের শিক্ষাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে দীনি তালীম কেন্দ্র চালু করেন। মাওলানা দীনি তালীম কেন্দ্র গুলোকে নির্ধারিত যিকরের ইমামগনের অধীনে ন্যাস্ত করেন। সেখানে নির্দিষ্ট সময়ে তরীকতের তালীম দেওয়া হয়। বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানে মসজিদে বায়তুশ শরফকে কেন্দ্র করে এসব দীনি তালিম কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া মাওলানা আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালী, বুলগেরিয়া, তুরস্ক, ইরাক, সংযুক্ত আরব- আমিরাত, কুয়েত, কাতার, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, পাকিস্তান ও ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্নদেশ সফর করেন। এসব সফরে মাওলানা ধর্ম ও কর্মের সমন্বয়ে জীবন গঠন ও পথ পরিচালনায় প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেন।[১]

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত পৃ-২৬৮

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানার জীবন যাপন পদ্ধতি

মাওলানার বাল্য জীবনের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় তিনি কোন প্রকার হৈ চৈ পছন্দ করতেন না। খাওয়া দাওয়া খুজে খেতেন না। যা পেতেন তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন। ছোট বেলা থেকেই তার মেজাজ ছিল কোমল।কম কথা বলতেন। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে তিনি খুব একটা মিশতেন না। তিনি তাঁর অধিকাংশ সময়ই লেখাপড়ায় ব্যয় করতেন। তিনি কম ঘুমাতেন, বেশী পড়তেন।লেখা পড়া ও কবিতা অনুশীলনী ছাড়া অন্য আর কোন বিষয় চর্চা করতেন না। তিনি নিজের কাপড় নিজ হাতে ধৌত করতেন। তিনি কাপড় শুকাতে দিয়ে পাহারা দিতেন এবং শুকালে নিজ ঘরে এনে আলাদা করে রাখতেন। ছোট বেলা থেকেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামায়াতের সাথে আদায় করতেন। মাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। মা ছাড়া অন্য কিছু তাঁর কাছে প্রিয় ও বিশ্বাসী ছিল না।[১]

যৌবন কালে তিনি দামী পোষাক পরিচ্ছদ ও আরাম আয়েশকে পরিহার করে চলতেন। চট্রগ্রামের ওয়াজেদিয়া মাদরাসায় (১৯৫৪ - ১৯৬৭ খৃঃ) শিক্ষকতা করা কালীন তাঁর পোষাক পরিচ্ছদ ছিল দুটি লুঙ্গি, একটি গেঞ্জি, একটি নতুন জামা ও একটি পুরাতন জামা, এক জোড়া খড়ম ও এক জোড়া রবারের জুতা।[২] তিনি অহেতুক গল্প গুজব ও হাসি ঠাট্রা থেকে বিরত থাকতেন।

---

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-১৫৮

[২] পূ.গ্র. পৃ-১৩৯

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানার আচার ব্যবহারঃ

মাওলানা সকলের সাথে ভাল ব্যবহার করতেন। কারো সাথে রাগ করে কথা বলতেন না। তিনি বলেন-'যাদের সাথে আমার আন্তরিক সম্পর্ক রয়েছে তাদের মধ্যে দোষ ত্রুটি দেখলেই সংশোধনের নিয়্যাতে কোন কোন সময় আমি তাদের কিছুটা শাসন করি। এটা তাদের চিন্তা করা ও বুঝা উচিত। যাদের সাথে আমার আন্তরিক সম্পর্ক নেই এই রকম কেউ দোষ করলে এবং আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করলেও আমি সহ্য করে থাকি কিছু বলি না।[১]

অর্থের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র লোভ ছিল না।তিনি কোন ভিক্ষুককে বিমুখ করতেন না। প্রয়োজনে তিনি ঋণ করে হলেও অভাবী লোকদের দান করতেন। তিনি অসহায়, গরীব, অনাথ ও দুঃস্থদের অকাতরে দান করতেন। তাঁর আচার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত সুন্দর। শিশুদের প্রতি ছিল তাঁর অফুরন্ত ভালবাসা। কবি আল মাহমুদ বলেছেন-, "যখন তাঁকে শিশুদের সাথে দেখা যেত মনে হত তিনি চিরকালের এক শিশু।[২]

---

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত পৃ-২৩০

[২] পূ.গ্র.পৃ - ১৭৯

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতি চর্চা

ইসলাম আল্লাহ তা'আলার মনোণীত ভারসাম্য পূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম। দীন কায়েম করা ফরজ। আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

أن أقيموا الدين و لا تتفرقوا فيه o

অর্থঃ "তোমরা দীন কায়েম কর। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা"। ৪২:১৩

দীনকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য অবশ্যকরণীয় বা ফরজ। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

o هو الذي أرسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره علي الدين كله ولو كره المشركين

অর্থ "তিনি সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে সত্যদীন ও হেদায়তসহ প্রেরণ করেছেন যাতে তিনি এ দীনকে সকল মতবাদের উপর বিজয়ী করতে পারেন। যদিও মুশরিকরা তা অপচ্ছন্দ করে"। (৬১ঃ৯)

রাজনীতি আলকুরআনের পরিভাষায় "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ" নামে পরিচিত। মানে আল্লাহর পথে সংগ্রাম বা ইসলামী আন্দোলন। ইসলামে রাজনীতির মূলসুর সমাজ সংস্কার ও মানব সেবা। আত্মিক পরিশুদ্ধি ও জাগতিক ইসলাহের মাধ্যমে আখেরাতের পূঁজি সংগ্রহ করা এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি হাসিল করাই ইসলামী রাজনীতির লক্ষ্য।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা ইসলামী আদর্শকে সমাজে কায়েম করাকে ইসলামের অন্যতম খেদমত হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন "রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার কাজ আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) করেছেন, তাঁর চার খলিফা করেছেন। তাছাড়া অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে কথাবলার মানে আমাদের দেশের প্রচলিত রাজনীতি নয় বরং ইসলামের খেদমত"।[১]

কাজেই ইসলামী আন্দোলন করা, ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্ঠা চালানো, শাসকদের মুখের উপর সত্য কথা বলা এগুলো ইসলামী রাজনীতির গুরুত্বপূণ বিষয়।[২]

পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭ - ১৯৭১) সংঘঠিত ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে মাওলানা সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তদানীন্তন নেজামে ইসলাম পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল প্রসিদ্ধ আলিম খতীবে আ'জম মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (রাহঃ) এর সাথে মাওলানার যোগাযোগ ছিল।[৩]

বিভিন্ন ইখতিলাফ আর মতভেদের গোলক ধাঁধায় পড়ে উলামায়ে দীন এর শতধা বিভক্তি মাওলানাকে আহত করে। তিনি তাঁর যুক্তিপূর্ণ নসীহত এবং ক্ষুরধার

---

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-২০০

[২] পূ.গ্র পৃ-৯৮

[৩] আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, পৃ-৯৮

Dhaka University Institutional Repository

লিখনীর মাধ্যমে ঐক্যের ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহকে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন।[১]

তিনি বলেছেন "আমাদের ঐক্যের সূত্র একটি আর তা হলো মহাগ্রন্থ আলকুরআন। কুরআনকে সামনে রাখলে আমাদের মাঝে শতমত পার্থক্য থাকলেও আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি।" এই চিন্তাধারার ভিত্তিতে তিনি বাংলাদেশের শীর্ষ স্থানীয় উলামায়ে কিরামদের সমন্বয়ে ১৯৮২ সালে" ইত্তেহাদুল উম্মাহ বাংলাদেশ" নামক একটি সংঘঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন মজলিসে সাদারাত তথা সভাপতি মন্ডলীর অন্যতম সদস্য।[২]

ইত্তেহাদুল উম্মাহ বাংলাদেশের অন্যতম মজলিসে সাদারাতের সদস্য মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী বলেন "১৯৮২খ্রী. থেকে ১৯৯০খ্রী. পর্যন্ত দীর্ঘ নয় বছর ইত্তেহাদুল উম্মাহর দায়িত্ব পালন কালে মাওলানার সাহচর্য আমি লাভ করেছি। আমরা দুজনে সেবছর গুলোতে ইত্তেহাদুল উম্মাহর দাওয়াত নিয়ে আলিম উলামাদের একপ্লাট ফরমে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে সারাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল সফর করেছি।[৩]

পরবর্তী পর্যায়ে মাওলানা আলিম সমাজকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ঐক্যের সূত্র আবিস্কার করলেন তা হলো "আল ইত্তেহাদু মা'আল ইখতিলাফ" অর্থাৎ ছোট

---

[১] পূ.গ্র পৃ-৯৯

[২] আধ্যাত্মিক জগতেরউজ্জ্বল নক্ষত্র, পৃ-৯৯

[৩] পূ.গ্র পৃ-২৩২

Dhaka University Institutional Repository

খাট মতপার্থক্য সত্যেও ঐক্য। এই সূত্রের আলোকে তিনি ১৯৯৫খ্রী. "মাজলিসুল উলামা বাংলাদেশ" নামক সংঘঠনের গোড়াপত্তন করেন।[১]

১৯৮৭খ্রী. ৩রা মার্চ ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী ১৯৮৭খ্রী. ১৩ মার্চ বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ এবং পীর মাশাইখদের আহবানে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে ঢাকার মতিঝিল শাপলা চত্বরে অনুষ্ঠিতব্য মহাসমাবেশে যোগদানের জন্য মাওলানা দুই সহস্রাদিক মুসল্লী নিয়ে চট্রগ্রাম হতে ঢাকা আগমন করেন।[২]

মাওলানা ছাত্র জীবন থেকেই উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী (রাহঃ) এর তাফসীর ও ইসলামী সাহিত্যের সাথে পরিচিত হন। পরবর্তী সময়ে মাওলানা ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী[৩] (রাহঃ) এর কিতাবাদিতে গভীর মনোনিবেশ করেন এবং ইসলামী

---

[১] পূ.গ্র পৃ-৯৯

[২] পূ.গ্র, পৃ-১১২

[৩] মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রাহঃ) ১৩২১ হিজরীর ৩রা রজব, ১৯০৩খ্রী. ভারতের হায়দারাবাদের আওরংগবাদ শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম সাইয়েদ আহমদ হাসান মওদূদী। তিনি আওরাংগবোদ শাহরে ও কালিতি পেশার নিয়োজিত ছিলন। ১৯০০খ্রী. হাসান মওদদী হায়দারাবাদের প্রধান বিচারপতি মহীউদ্দীন খানের স্পর্শে আসেন এবং তার হাতে বয়আত হন। বিচারপতি ছিলেন একজন কামেল ওলী, এমনিভাবে হাসান মওদূদী ওকালতি পেশা বাদ দিয়ে ফিকর আযকার মুবাকাবা মুশাইদো ও ইবাদত বন্দেগীতে ঝুকে পড়েন। তখন সাইয়েদ আবুল আল মওদূদী (রাহঃ) এর বয়স এক বছর। সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রাহঃ) শৈশবে সুদক্ষ ও চরিত্রবান গৃহ শিক্ষকের নিকট প্রাথমিক শিক্ষার সংগে সংগে আরবী ফার্সী ও উর্দুর মাধ্যমে কুরআন হাদীস ফিকহ সহ প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। ১৯১৪খ্রী. তিনি মৌলবী (এইচ.এস.সি) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে ষষ্ঠ স্থান লাভ করেন। ১৯১৬খ্রী. তিনি হায়দারাবাদের দারুল উলুম (ডিগ্রী) ভর্তি হন কিন্তু পিতার অসুস্থতা ও মৃত্যুতে (১৯২০খ্রী.) তিনি উচ্চ শিক্ষায় অগ্রসর হতে পারলেন না। ১৯১৮খ্রী. মওদূদীর (রাহঃ) তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশে সুদ বিহীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

চট্টগ্রাম সমাজকল্যাণ পরিষদ আয়োজিত বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ তাফসীরুল কুরআন মাহফিল প্রতিবছর মাওলানা আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করতেন। দীনের তালিম ও তাযকিয়ার সাথে সাথে দীনের আদর্শকে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠার জন্য মাওলানার চেষ্টা ছিল বিরামহীন। রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের আগে মাওলানা সামাজিক বিপ্লবের কাজ শুরু করেন। সামাজিক সংশোধন ও পুর্ণবাসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তিনি অগ্রসর হয়েছেন। আজকের যুগে অগ্রসর হওয়ার এটি একটি বড় কৌশল বা পদ্ধতি।

সাইয়েদ আবুল খায়ের মওদূদীর সম্পাদনায় বিজ্ঞনৌর থেকে প্রকাশিত "মদীনা" পত্রিকার সহযোগী হিসেবে কাজ কনের। ৩১ জুলাই ১৯৩১খ্রী. থেকে তিনি হায়দারাবাদ থেকে প্রাকাশিত মাসিক তরজুমান কুরআন পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। ২৬ আগষ্ট ১৯৪২খ্রী. তিনি জামায়াতে ইসলামী নামে একটি দল গঠন করেন এবং তার আমীর নির্বাচিত হন। ছাত্রদের মাঝে ইসলামী আদর্শ জ্রগতি করার জন্য তিনি ১৯৪৭খ্রী. শেষ পর্যায়ে জমিয়তে তালাবা গঠন করেন। তিনি বই ইসলামী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর ১৯ খন্ডে বিভক্ত তাফহীমূল কুরআন বর্তমান বিশ্বে আলোড়ান সৃষ্টিকারী তাফসীয় এবং সীরাতের ৩য় আলম অনুন্য সীরাত গ্রন্থ কাদিয়ানী মদ্রাসা নামে গ্রন্থ লেখার দায়ে সরকার ২৮ মার্চ ১৯৫৩খ্রী. মাওলানাকে গ্রেফতার করেন এবং ৮মে ১৯৫৩খ্রী. সামরিক আদালত কর্তৃক ফাসির হুকুম হয়। কিন্তু বহিবির্শ্বের চাপের মুখে সরকার তা প্রত্যাহার করে নেয়। এই মহান মনষী ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯খ্রী. আমেরিকার বাফেলা শহরের এক হাসপাতালে ইন্তোকাল করেন। (আব্বাস আলী কান, মাওলানা মওদূদী, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনা, ঢাকা তৃতীয় সংস্কারণ জানুয়ারী ১৯৮৭খ্রী. পৃ-১৯-২৩, ৪৬-৪৭, ৮৭, ১২০, ২০৩

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানার উপদেশ মূলক বাণী

১। সব মুসলমানের আল্লাহ এক, রাসূল এক, কা'বা এক, কুরআন ও এক। সুতরাং দলাদলি না করে সব ভাই নিজেদের স্বার্থে ও ইসলামের স্বার্থে একতাবদ্ধ হইয়া যাওয়া দরকার। তাহা না হইলে ইসলামের দুশমনগণ সুযোগ পাইয়া ইসলামের উপর, মুসলমানদের উপর, মুসলিম দেশসমূহের উপর আঘাত হানিবে।[১]

২। পীর মুর্শিদের হুকুম মানিয়া চলিলে আল্লাহর রহমত ও বরকত লাভ হয়।[২]

৩। তোমরা দুনিয়াকে বেশী দাম দিতেছ অথচ আখেরাতের দাম বেশী ও ইহা স্থায়ী। দুনিয়া অস্থায়ী।[৩]

৪। তরীকত অবলম্বন করার, পীর ধরার আসল উদ্দেশ্য আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন। পীর মুর্শিদ রাস্তা দেখাইয়া দেন। পীর মুর্শিদের কথামত চলিলে ও আদেশ উপদেশ মানিয়া চলিলে এবং তাঁহার খেদমত করিলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হয়।[৪]

৫। মানুষ মানুষের নিকট মোহতাজী করা হাত পাতা লজ্জা জনক। কিন্তু রাব্বুল আলামীনের নিকট হাত পাতা, মোহতাজী করা ও অনুনয় বিণয় করা সম্মানজনক ও উত্তম।[৫]

---

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-৩৫
[২] পৃ.গ্র.পৃ-৪৫
[৩] পৃ.গ্র. পৃ-৪৮
[৪] পৃ.গ্র. পৃ-৫১
[৫] পৃ.গ্র. পৃ-৫৩

Dhaka University Institutional Repository

৬। পীর মুর্শিদের দামান শক্ত করিয়া ও ভক্তি সহকারে ধরিয়া না থাকিলে নফছের ষড়যন্ত্র, ধোকা ও বুরায়ী হইতে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব।[১]

৭। যেই ইলম অন্তরে স্থান পায়, উহা লাভবান বা উপকারী। যাহা যবানের ইল্‌ম উহা ক্ষতিকর। ইল্‌ম অন্তরে স্থান পাইলে আত্মাশুদ্ধি হয় ও ইয়াকীন পাকাপোক্ত এবং মবজুত হয়।[২]

৮। পীর মুর্শিদের উপর অটল ভক্তি বিশ্বাস থাকিতে হইবে। তাঁহার আদেশ উপদেশ সমূহ ভক্তিসহকারে অনুসরণ, অনুকরণ বা আমল করিতে হইবে। সব সময় আদব লেহাজ রাখিতে হইবে। তাহা হইলেই সাফল্য অর্জন হইবে।[৩]

৯। হয় ঐ সবই বাকী থাকিয়া যাইবে। আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য ধন দৌলত সব অস্থায়ী মাত্র। মওতের সাথে সাথে ঔগুলি কোন কাজে আসিবেনা। আমাদের হায়াত ও ধন দৌলতের যে অংশ মসজিদ, মাদরাসা, ও নেককাজে অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায়, আল্লাহর ওয়াস্তে ব্যয় বা খরচ হইবে। সেইগুলি কিয়ামতের পরও আল্লাহর নিকট বাকী থাকিবে। ধ্বংস হইবে না।[৪]

১০। যিকর আযকারের তা'লীম ও আত্মিক পরিশুদ্ধি যেমন আমার দায়িত্ব তেমনি সমাজ সংশোধনের জন্য চেষ্টা চালানো ও আমার কর্তব্য।[৫]

---

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-৫৫
[২] পৃ.গ্র. পৃ-৬০
[৩] পৃ.গ্র. পৃ-৭০
[৪] পৃ.গ্র. পৃ-৮৩
[৫] পৃ.গ্র. পৃ-১১২

Dhaka University Institutional Repository

১১। আমি মক্কা বিংবা অন্য যে কোন স্থানে থাকিনা কেন, কিন্তু আমার রুহ বায়তুশ শরফেই বিদ্যমান থাকে।[১]

১২। শরী'আতের সাহায্যে আমরা বাহ্যিক কাজকর্ম করার আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি এবং ইল্‌মে মারেফতের সাহয্যে মানবিক উৎকর্ষতা সাধনের নির্দেশ লাভ করেছি।[২]

১৩। আপনারা আমি থাকা অবস্থায় যেমন বায়তুশ শরফে আসা যাওয়া করতেন, আমার অবর্তমানেও সেভাবে আসা যাওয়া করবেন। আমার প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন।[৩]

১৪। সাবধান! শয়তান অনেক সময় মানুষকে ভাল কাজের মাধ্যমে ধোকা দেয়। হযরত বড় পীর (রহঃ) যেমন বড় তাহার তরীকাও বড়। অন্য তরীকার যেখানে শেষ কাদেরিয়া তরীকার সেখানে আরম্ভ বা শুরু।[৪]

১৫। সমাজে যারা ন্যায় ও সুবিচারের বিরোধী বা অন্যায় ও জুলুমে লিপ্ত তারাই ইসলামের বিরোধিতা করছে। কারণ তারা জানে যে ইসলামের ন্যায় বিচারের সামনে সবার আগে তাদেরকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।[৫]

১৬। তরীকতের সাধনা খজিনা লাভ করার জন্য কিংবা খ্যাতি অর্জন করার জন্য নয়, এর একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহকে রাজী করা।[১]

---

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-১১৯
[২] পৃ.গ্র. পৃ-১২৫
[৩] পৃ.গ্র. পৃ-১৩০
[৪] পৃ.গ্র. পৃ-১৩৪
[৫] পৃ.গ্র. পৃ-১৩৭

Dhaka University Institutional Repository

১৭। একদা পীর হুজুর বলেন- "আমি পয়সার পূজা করি না আমি মানুষ পূজা করি না। আমি শুধু আল্লাহর পূজাই করি। আমি যদি সাত দিনও উপবাস থাকি এবং কোন সময় আমার হাতে একটা পয়সাও না থাকে তবুও ইহা বলিব না যে আমাকে একটা পয়সা দাও। এই রকম কাহারো মোহতাজীর পূর্বেই আল্লাহ পাক আমাকে নিয়া যাক।"[২]

১৮। আমার কাছে খাদ্য, পেট ও সম্পদের চাইতে ঈমানের মূল্য অনেক বেশী।[৩]

১৯। যে কাজ দ্বারা খুব সহজে আল্লাহর প্রেম ও ভালবাসা লাভ করা যায় তা হল যিক্‌র। অর্থাৎ আল্লাহকে সর্বাবস্থায় স্মরণ করা।[৪]

২০। রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার কাজ আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) করেছেন, তাঁর প্রিয় চার খলিফা করেছেন। তাছাড়া অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে কথা বলার মানে আমাদের দেশে প্রচলিত রাজনীতি নয়, বরং ইসলামের খেদমত।[৫]

২১। যিক্‌র দ্বারা মুর্দার কলব জিন্দা হয়ে যায়। যার কলব জিন্দা হয়েছে তার তো মৃত্যু নেই।[৬]

২২। এই দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যাহা কিছু আছে, আমরা সবাই ধ্বংস হইয়া যাইব। কিছুই বাকী থাকিবে না। কেবল আল্লাহ জল্লাহ্‌শানুহু এবং তাঁহার জাতের সাথে যাহা মিলিত তা বাকী থাকবে।[১]

---

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-১৪৯
[২] পৃ.গ্র.পৃ.-১৫৯
[৩] পৃ.গ্র. পৃ-১৮৯
[৪] পৃ.গ্র. পৃ-১৯২
[৫] পৃ.গ্র. পৃ-২০০
[৬] পৃ.গ্র. পৃ-২১২

Dhaka University Institutional Repository

২৩। যাহাদের সাথে গভীর সম্পর্ক, আন্তরিক সম্পর্ক রহিয়াছে এবং যাহারা এগানা, বেগানা নহে, তাহাদের মধ্যে দোষত্রুটি দেখিলে, ইসালাহের নিয়তে আল্লাহর ওয়াস্তে কোন কোন সময় আমি তাহাদিগকে শক্ত মন্দ বলি। আমার পীর সাহেব হযরত কেবলা ও (রহ:) এই রকম করিতেন। ইহা তাহাদের চিন্তা কারা ও বুঝা উচিত এবং আমাকে ক্ষমা করা উচিত। যাহাদের সাথে আন্ত রিক সম্পর্ক নাই এই রকম কেহ দোষ করিলে এবং আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করিলেও আমি সহ্য করিয়া থাকি, কিছু বলিনা।[১]

২৪। হইলে বুঝিবে আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি তোমার দিকে আছে। অবহেলা অনুভব হইলে মনে করিবে আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি তোমার দিকে নাই। এই রকম অবস্থায় আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও সাহায্য ভিক্ষা চাহিবে।[৩]

২৫। তোমরা যিকর মাহফিলে শামিল হয়ে যিকরের অভ্যাস গড়ে তোল, যাতে তোমাদের অন্তরে আল্লাহর পবিত্র নাম অংকিত হয়ে যায়।[৪]

২৬। প্রত্যেক স্কুল কলেজে, মাদরাসায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক ছাত্র ছাত্রী ভর্তি হয়। কিন্তু সব ছাত্রছাত্রী মানুষ হয় না, শিক্ষিত হয় না, ডিগ্রী লাভ করে না। বেশীর ভাগই সাফল্য অর্জন করেনা। তদ্রুপ প্রত্যেক কামেল পীর বুযুর্গগণের দরবারে অনেক লোক আসা যাওয়া করে ও বায়আত মুরীদ হয়। কিন্তু সকল

---

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-২২১
[২] পৃ.গ্র. পৃ-২৩০
[৩] পৃ.গ্র. পৃ-২৪১
[৪] পৃ.গ্র. পৃ-২৪৮

Dhaka University Institutional Repository

মুরীদ সাফল্য অর্জন করেনা। অনেকেই অকৃতকার্য হয়। খুব কম সংখ্যক মুরীদ মঞ্জিলে মকছুদে পৌছে।[১]

২৭। যাহারা হক্কানী পীর-বুযুর্গ তাহাদের কর্মতৎপরতা শুধু অজিফার মধ্যে। সীমাবদ্ধ নয়, বরং দেশ সমাজ ও জনগণের কল্যাণে তাহাদের সমগ্র জীবন উৎসর্গকৃত হয়ে থাকে।[২]

২৮। যে তরীকত শরী'আত ভিত্তিক নয় ইহা হচ্ছে খোসা বিহিন কলাতুল্য। প্রকৃত পক্ষে ইহার কোন মূল্য নেই। কেহ ইহা খরিদ করিবেনা।[৩]

২৯। অনেকের নামায কালাম যিক্‌র দ্বারা মানুষের নিকট থেকে সুনাম ও সম্মান পাওয়া যায় এবং মানুষের চোখে পড়িয়া ঐগুলিকে প্রাধান্য দেয়। অথচ নামায কালাম, যিক্‌র ও তরীকতের অজিফা যাহার দ্বারা অন্তরে খুলুছিয়ত আসিবে ঐগুলিকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত। কারণ নিয়ত পরিস্কার না হইলে খুলুছিয়ত না হইলে কোন ইবাদত বা নেককাজ আল্লাহ পাক কবুল করেন না।[৪]

৩০। সমালোচনা নয় ভালবাসার দৃষ্টিতেই সবকিছু দেখতে হবে। ভক্তি, বিশ্বাস মাহাব্বাতের দ্বারাই এই বাতেনী নেয়ামত অর্জিত হয়।[৫]

---

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-২৫৩
[২] পৃ.গ্র. পৃ-২৫৭
[৩] পৃ.গ্র. পৃ-২৬৯
[৪] পৃ.গ্র. পৃ-২৭২
[৫] পৃ.গ্র. পৃ-৩০২

Dhaka University Institutional Repository

৩১। হায়াত এক, দুনিয়াদারীর সাথে সাথে, আখেরাতের কাজ ও করিতে হইবে। একই দিনের ভিতরে দীন ও দুনিয়ার উভয় কাজ সমাধান করিতে হইবে, হযরত দাউদ (আঃ) এর প্রতি আল্লাহর নির্দেশ "হে দাউদ (আঃ)! দুনিয়ার পাঁচ কাজের ভিতর থেকে আমার এবাদতের সময় করে নাও।"[১]

৩২। আল্লাহর ওলীরা চামড়ায় জড়ানো মানুষের ভিতরের ব্লাডারে (অন্তর) যখন আল্লাহর এশ্‌ক মাহাব্বাত ভরে দেন, তখন বড় তুফান ও যুদ্ধ কিছুই তাহাদেরকে পরাস্ত কিংবা ঘায়েল করতে পারেনা। যে কোন পরিস্থিতিতে তারা পানিতে ভাসে, মাটিতে দৌড়ে ও আকাশে উড়ে।[২]

৩৩। তেল ফুরিয়ে গেলে যেমন বাতির আলো নিভে যায় তেমনি ইবাদত বন্দেগী না করলে ঈমানের বাতি নিভে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়।[৩]

৩৪। জীবনকে ধর্মীয় ও বৈষয়িক এ দুভাবে বিভক্ত করে কেবল ধর্মীয় জীবনে আকিদা বিশ্বাস হালাল হারাম কয়েকটি শর্ত পালনের মধ্যে দীন পালনকে সীমিত রাখা সমীচীন নয়।[৪]

৩৫। যিক্‌র ফিক্‌র উভয়ই থাকিতে হইবে। যিকর বাদ দিয়ে কেবল ফিকর করিলে এক্সিডেন্ট হইতে হইবে। কোন লাভ হইবে না। ফিকর করনেয়ালী ও

---

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-৩০৪
[২] পৃ.গ্র. পৃ-৩১৪
[৩] পৃ.গ্র. পৃ-৩২১
[৪] পৃ.গ্র. পৃ-৩২৫

Dhaka University Institutional Repository

নাকরনেওয়ালীর মধ্যে পার্থক্য জীবিত ও মৃত সমতুল্য। যিক্‌রকারী জিন্দা, যাহারা যিক্‌র করেনা তাহারা মুর্দা।[১]

৩৬। কোন নেতা বা উপনেতার অভিমত (ফতওয়া) আমাদের জন্য দলিল নয়, আমাদের জন্য দলিল হল কুরআন, সুন্নাহ।[২]

৩৭। তরীকতের মধ্যে, যারা পুরাতন তারা নতুনদেরকে স্নেহ করবে। যেহেতু তারা তরীকতের দিক দিয়ে আপনাদের ছোট ভাই। নতুনরা পুরাতনদেরকে শ্রদ্ধা করিবে। এই জন্য যে তারা তরীকতের দিক দিয়ে আপনাদের বড় ভাই।[৩]

৩৮। কোন মুসলমান যখন তার অপর মুসলমান ভাইয়ের বিরুদ্ধে অহংকার করে তখন তা অতি নিন্দনীয় স্বভাব হিসেবে চিহ্নিত হয় কিন্তু যখন অহংকারী কাফেরের বিরুদ্ধে কোন মুসলমান অহংকার প্রদর্শন করে তখন প্রশংসনীয় হয় কেননা তা আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর জন্য করা হয়।[৪]

৩৯। তরীকতের মূল ভিত্তি আদব। শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত আদব হইল প্রধান সম্বল। যাহার আদব লেহাজ যত বেশী হইবে তত বেশী লাভবান হইবে।[৫]

---

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃষ্ঠা-৩২৭
[২] পৃ.গ্র. পৃ-৩৩০
[৩] পৃ.গ্র. পৃ-৩৪১
[৪] পৃ.গ্র. পৃ-৩৪৫
[৫] পৃ.গ্র. পৃ-৩৪৭

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

সমাজ সেবা

মাওলানা বলেছেন "যারা হক্কানী পীর বুযুর্গ তাদের কর্মতৎপরতা শুধু অজিফার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং দেশ, সমাজ ও জনগণের কল্যাণে তাদের সমগ্র জীবন উৎসর্গকৃত হয়ে থাকে।" মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহঃ) শেখ সাদী (রহঃ) এর কবিতার এই চরণটি সব সময় বলতেন। "তরীকত বজুযে খেদমতে খলকি নিস্ত" তরীকতের মূলকথা সৃষ্টির সেবা করা। সমাজ সেবায় তিনি ছিলেন সিদ্ধ্ পুরুষ। দুর্গত মানুষের পরম বন্ধু। ১৯৭৮,১৯৮০ এবং ১৯৮৮খ্রী. আরাকানের নির্যাতিত রোহিঙ্গা মুসলমানদের সাহায্যার্থে তিনি ছুটে গেছেন কক্সবাজার ও টেকনাফ। ১৯৮৫খ্রী. সন্দীপের উড়িরচর সংলগ্ন নোয়াখালীর কোম্পানী গঞ্জে ১৯৮৭খ্রী. চকরিয়ায়, ১৯৮৮খ্রী. ঢাকার রূপগঞ্জে ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়, ১৯৯১খ্রী. আনোয়ারা, বাঁশখালী, সাতকানিয়া, লোহাগাড়া, টেকনাফ, কুতুবদিয়া। ১৯৯৬খ্রী. সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, প্রবল বন্যা ও ঘুর্ণিঝড়ে আক্রান্ত সর্বহারা মানুষের সাহায্যের জন্য তিনি লক্ষ, লক্ষ টাকার ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে দুর্গম, দুর্গত অঞ্চল সফর করেন। সহস্তে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন। খোদায়ী গযব থেকে বাঁচার উপায় সম্বন্ধে দিক নির্দেশনা প্রদান ও সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন। ১৯৮৮খ্রী. ঢাকার রূপগঞ্জে বন্যা দুর্গতদের মাঝে চাউল

Dhaka University Institutional Repository

বিতরণের সময় বৃষ্টির পানি ও ঠান্ডা আবহাওয়ায় তাঁর ডানহাত অবশ হয়ে যায়। বিদেশে চিকিৎসার পর তাঁর হাত ভাল হয়।

তিনি তাঁর দানের হাত শুধুমাত্র মুসলমানের জন্য নয় : এদেশের বহু হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টানের দুয়ারেও প্রশস্ত করেছেন। তিনি ১৯৮৫খ্রী. খুলনার রুপসা ঘাটস্থ খৃষ্টান পাড়ায় অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার সমূহকে স্বহস্তে নগদ অর্থ ও ত্রাণ সামগ্রী প্রদান করেন। ১৯৮৮খ্রী. বন্যা ও ঘুর্ণিঝড়ে আক্রান্ত চকরিয়ার কাকারা ইউনিয়নের হিন্দু পাড়ায়, ১৯৯১খ্রী. সমুদ্র উপকূলবর্তী চট্রগ্রামের বাঁশখালীর জেলে পাড়ায় শত শত হিন্দু পরিবারকে বিপুল পরিমান ত্রাণ সামগ্রী বিতরন করেন।[১] মাওলানা ছিলেন প্রগতিশীল সমাজ সংস্কারক। তিনি দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ১৯৮৮খ্রী. থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত পাঁচ দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সেমিনারে বাংলাদেশের সমাজকর্মী হিসেবে পীর মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রাহঃ) এর অংশগ্রহণ তাঁর সমাজ সচেতনতারই প্রমাণ বহন করে।[২] তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে গড়ে উঠে ছাপাখানা, কৃষি সেচ প্রকল্প, মৎস্য চাষ, প্রকল্প, ফলের বাগান, কম্পিউটার সেন্টার, কার্পেন্ট্রি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, টেইলারিং ও হেয়ার কাটিং, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বোর্ড প্যাকেজ মেকিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বুক বাইন্ডিং এবং

---

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত পৃ.- ১৬৭ - ২৬৮

[২] পূ.গ্র.পৃ-১০৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রেস কম্পোজিটর্স ট্রেনিং সেন্টার এবং ডেইরী ফার্ম। তিনি জনগনকে ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য ইৎসাহিত করতেন।[১]

সমাজ সেবায় স্বর্ণপদক লাভ

মাওলানা ১৯৯১খ্রী. চট্রগ্রাম বিভাগীয় সমাজ কল্যান ফেডারেশন কর্তৃক মসজিদ ভিত্তিক সমাজ বিপ্লব ও সমাজ সেবায় অবদানের জন্য শ্রেষ্ঠ সমাজ সেবক হিসেবে স্বর্ণপদক লাভ করেন।[২]

আমেরিকা বাইয়োগ্রাফিকেল ইনিস্টিটিউট হতে একটি চিঠি ৩১ শে মার্চ ১৯৯৮খ্রী. বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স চট্রগ্রাম এ পৌছে। চিঠির ভাষ্য মতে- সমাজ সেবায় অনন্য অবদানের জন্য উক্ত ইনিস্টিটিউট মাওলানাকে মনোনীত করেছেন এবং "ইন্টারন্যাশনাল ডাইরেক্টরী অব ডিসটিংগুইশড লিডারশিপ" গ্রন্থে প্রকাশের জন্য তাঁর জীবনী আহবান করেছেন।[৩]

---

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত,পৃ-১০৭-১০৮

[২] পূ.গ্র. পৃ. ৩০৬

[৩] পূ.গ্র. পৃ-৯৫. ৯৬

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদ প্রতিষ্ঠা

মসজিদ মসুলিম সভ্যতার একটি অসামান্য অবদান । মসজিদ কেবল একটি ধর্মীয় ইমারত ও প্রার্থনার স্থান নহে; বরং মসজিদ ইসলামের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কার্যক্রমের প্রাণ কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। রাসুল করীম (সাঃ) এর সময়ে সপ্তম শতাব্দীতে মদীনায় যে প্রথম মসজিদ নির্মিত হয়েছিল পরবর্তীকালের মসজিদ সমূহ তারই অনুকরণ। ইসলামী স্থাপত্য কলার বিকাশেও ইসলামী সভ্যতার সম্প্রসারণে মসজিদের ভূমিকা অপরিসীম।

মাওলানার পীর মুর্শিদ ওলীয়ে কামেল হযরত মীর মোহাম্মদ আখতর (রহঃ) চট্টগ্রামের ধানিয়ালা পাড়ায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। ১৯৬৮খ্রী. ৫ আগষ্ট, রোজ সোমবার মসজিদটির নির্মাণ কাজ অনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু হয়। ১৯৬৮খ্রী. ২১ নভেম্বর বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে মসজিদটিতে প্রথম তারাবীহ নামাযের জামায়াত সম্পন্ন হয়। ২২ নভেম্বর ১৯৬৮খ্রী. ছিল শুক্রবার ও ১লা রমযান। মাওলানার মুর্শিদ মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহ:) এর ইমামতিতে সমজিদে সর্ব প্রথম জুমু'আ অনুষ্ঠিত হয়। জুমু'আর দিন মাওলানার পীর মুর্শিদ মসজিদটি নাম করণ করেন। "মসজিদ বায়তুশ শরফ"।[১] এটিই বায়তুশ শরফের সর্ব প্রথম মসজিদ। জুমু'আর নামায সমাপনান্তে মুর্শিদ মীর মোহাম্মদ আখতর (রহঃ) মাওলানাকে একান্তে কক্ষে ডেকে নিয়ে বললেন - " আমি আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করছি যে, আমি যদি না ও থাকি তোমরা এই ঘরে আল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ করতে পারবে। আমি আমার দায়িত্ব তোমাকে দিয়ে গেলাম। মাওলানা তাঁর পীরের নিকট হতে খেলাফত লাভের পর হতে মৃত্যু অবধি (মৃ ২৫ মার্চ ১৯৯৮খ্রী.)। মুর্শিদের অনুকরনে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ৭৪টি "মসজিদ বায়তুশ শরফ"গড়ে তোলেন এবং মসজিদ ভিত্তিক সমাজ নির্মাণে প্রয়াসী হন।

মাওলানার প্রতিষ্ঠিত প্রথম মসজিদঃ মাওলানা ১৯৭১খ্রী. হজ্ব সমাপনান্তে মককা মুকররমায় স্বীয় পীর মুর্শিদ থেকে খেলাফত লাভের পর মাওলানা বাংলাদেশে চলে আসেন। তিনি কিছু দিন পর কক্সবাজার শুভাগমন করেন। মাওলানা তার পীর মুর্শিদের স্বপ্ন অনুযায়ী কক্সবাজার "বায়তুশ শরফ মসজিদ কমপ্লেক্স" এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯৭২খ্রী. ৬ শতক জায়গার উপর নির্মিত ছোট মসজিদ নিয়ে এর কার্যক্রমের সূচনা হয়। এটি কক্সবাজার সদরের প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত।[২] বর্তমানে বায়তুশ শরফ মসজিদ কমপ্লেক্স ৩ একর এলাকা জুড়ে অবস্থিত।

মাওলানার বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৭৪টি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। এ গুলোর মধ্যে কিছু কিছু মসজিদ পূর্ব থেকে প্রতিষ্ঠিত ছিল। মাওলানার ভক্তবৃন্দ এসব মসজিদ "বায়তুশ শরফ"কে প্রদান করে। ফলে মসজিদ গুলো "মসজিদ বায়তুশ শরফ" নাম ধারণ করে মসজিদ কেন্দ্রিক সমাজ সেবায় অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। এবং তরীকতের কেন্দ্র হিসেবেও পরিচালিত হচেছ।

---

[১] আমান উল্লাহ খান, কুতুবুল আলম হযরত শাহছুফি মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহ:) এর মহিমাময় জীবন, জানুয়ারী ১৯৯৩খ্রী. চট্টগ্রাম, পৃ-১৩৭

[২] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-১৪৩

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদ বায়তুশ শরফ এর তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা
১.	বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স	ডি.টি. রোড, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম।
২.	বাস টার্মিনাল	চান্দগাঁও, বহদ্দারহাট, চট্টগ্রাম।
৩.	সরওয়াতলী	বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
৪.	ইন্দ্রপুল	পটিয়া, চট্টগ্রাম।
৫.	আলমদাড় পাড়া	পটিয়া, চট্টগ্রাম।
৬.	কাজী পাড়া	পটিয়া, চট্টগ্রাম।
৭.	বি.ও.সির মোড়,	দোহাজারী, উত্তর সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
৮.	রসূলাবাদ,	মৌলভীর দোকান, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
৯.	পশ্চিম ডেমশা	চিটুয়াপাড়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
১০.	রামপুর	সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
১১.	দেওদিঘী	সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
১২.	চরপাড়া	সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
১৩.	উত্তর তুলাতলী	সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
১৪.	রূপকানিয়া	সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
১৫.	দক্ষিণ তুলাতলী	(নতুন পাড়া) সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
১৬.	কেরানীর হাট	সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
১৭.	আখতরাবাদ	লোহগাড়া, চট্টগ্রাম।

Dhaka University Institutional Repository

	(কুমিরাগোনা) বড়হাতিয়া,	
১৮.	মিয়াজীপাড়া	সেনের হাট, বড়হাতিয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
১৯.	পুটিবিলা এমচর হাট	লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
২০.	ছমদর পাড়া	দক্ষিণ আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
২১.	গর্জানিয়া পাড়া	আধুনগর লোহাগাড়, চট্টগ্রাম।
২২.	ছূফী মিয়াজীপাড়া	আধুনগর, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
২৩.	লোহাগাড়া	চট্টগ্রাম।
২৪.	মিয়াজীপাড়া	পূর্ব কলাউজান, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
২৫.	চিববাড়ী	পদুয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
২৬.	রাজঘাটা	লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
২৭.	খয়রাতি পাড়া	আধুনগর, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
২৮.	আধুনগর সিকদার পাড়া	লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
২৯.	ধামির ঘোনা	চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
৩০.	আন্তার পুকুর পাড়া	আধুনগর, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
৩১.	কাথরিয়া	বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।
৩২.	শরীফ পাড়া	সোলতানপুর, রাউজান, চট্টগ্রাম।
৩৩.	হেদায়েত আলী চৌধুরী বাড়ী	পশ্চিম রাউজান, রাউজান, চট্টগ্রাম।
৩৪.	লিচুবাগান	চন্দ্রঘোনা, পার্বত্য চট্টগ্রাম।
৩৫.	ঈদগাঁ বাজার	ঈদগাঁ, কক্সবাজার।
৩৬.	পুকখালী	ঈদগাঁ, কক্সবাজার।

Dhaka University Institutional Repository

৩৭.	বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স	কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার।
৩৮.	জালিয়াপালং	উখিয়া, কক্সবাজর।
৩৯.	রাজাপালং	উখিয়া, কক্সবাজর।
৪০.	রতনাপালং	উখিয়া, কক্সবাজর।
৪১.	টেকনাফ বাজার	কক্সবাজর।
৪২.	টি এন্ড টির মোড়	উখিরা, কক্সবাজর।
৪৩.	চিরিঙ্গা,	চকরিয়া, কক্সবাজর।
৪৪.	গোলাতলী	চকরিয়া, কক্সবাজর।
৪৫.	বড়ঘোপ	কুতুবদিয়া, কক্সবাজর।
৪৬.	কৈয়ারবিল	কুতুবদিয়া, কক্সবাজর।
৪৭.	মধ্য কৈয়ারবিল	কুতুবদিয়া, কক্সবাজর।
৪৮.	উত্তরধুরুং	কুতুবদিয়া, কক্সবাজর।
৪৯.	পুটিবিলা	মহেশখালী, কক্সবাজর।
৫০.	বাস টার্মিনাল	বান্দরবন, পার্বত্য জেলা।
৫১.	খাগড়াছড়ি	পার্বত্য জেলা।
৫২.	ধনমিয়ার পাহাড়	তবলছড়ি, রাঙ্গামাটি।
৫৩.	১৮০ বাল বাজার	মাটিরাঙ্গা, রাঙ্গামাটি, পার্বত্য জেলা।
৫৪.	বায়তুশ মরফ কমপ্লেক্স	রিজার্ভ বাজার, পুরানা বাস ষ্ট্রান্ড, রাঙ্গামাটি।
৫৫.	উত্তর গাঁথেরছড়া	লংগদু, রাঙ্গামাটি।
৫৬.	ভাটিয়ারী	বানুর বাজার, সীতাকুন্ডু, চট্টগ্রাম।
৫৭.	সীতাকুন্ডু বাজার	সীতাকুন্ডু, চট্টগ্রাম।

Dhaka University Institutional Repository

৫৮.	ফেনী মহিপাল	ফেনী।
৫৯.	ফাজিল পুর	ফেনী।
৬০.	হারিছ চৌধুরী বাজার	চর জব্বার, নোয়াখলী।
৬১.	কড়িহাটি	বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।
৬২.	দাম বাহার	লাকসাম, কুমিল্লা।
৬৩.	বেতিহাটি	লাকসাম, কুমিল্লা।
৬৪.	গাজীমুড়া	লাকসাম, কুমিল্লা।
৬৫.	বিজলী রোড	নতুন বাজার, চাঁদপুর।
৬৬.	ভৈরব	ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
৬৭.	পূর্বটাট্টিউল	কুলাউড়া, মৌলভী বাজার।
৬৮.	বাজিতপুর	কিশোরগঞ্জ
৬৯.	সাভার	ঢাকা।
৭০.	বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স	১৪৯/এ, এয়ারপোর্ট রোড, ঢাকা।
৭১.	হাসলা	কালিয়া, নড়াইল, যশোর।
৭২.	সাপলেজা, শিলারগঞ্জ	শঠবাড়িয়া, পিরোজপুর।
৭৩.	রূপসা ষ্ট্র্যান্ড রোড	রূপসা ঘাট, খুলনা।
৭৪.	ধনমিয়ার পাহাড় মসজিদ বায়তুশ শরফ	তবলছড়ি, রাঙ্গামাটি।
৭৫.	রেজওয়ান নগর	ঈশ্বরদী, পাবনা।

Dhaka University Institutional Repository

য়াতীমখানা প্রতিষ্ঠা

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহঃ) মাত্র আড়াই বছর বয়সে পিতাকে হারিয়ে য়াতীম হন। তিনি য়াতীম হওয়ার বেদনা হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন। তিনি য়াতীমদের প্রতিপালনের জন্য ১৩টি য়াতীমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। য়াতীমরা যাতে সাবলম্বী হতে পারে সে জন্য তিনি কারিগরি শিক্ষা ও চালু করেন। ফলে য়াতীমরা কার্পেটিং, প্যাকেজিং, হেয়ারকাটিং, প্রেস কম্পোজিটর, কাঠমিস্ত্রির মত বিভিন্ন পেশায় প্রশিক্ষণ লাভ করে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করছে।[১]

আশির দশকের শেষের দিকে বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী ব্যারিষ্টার রাবেয়া ভূইয়া চট্টগ্রাম বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া য়াতীমখানা পরিদর্শনকালে য়াতীমদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন- "য়াতীম হয়ে তোমরা একবার এখানে এসেছিলে কিন্তু আর কোন দিন য়াতীম হবে না। তোমরা পিতৃহীন নও বরং তোমরা যে পিতা পেয়েছ এদেশে আর কোন সন্তানের এমন পিতা আছে বলে আমার মনে হয়না।[১]

য়াতীমখানা সমূহের বিবরণঃ

এক. কুমিরাঘোনা আখতরিয়া য়াতীমখানা, আখতারাবাদ বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স ইহা চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া থানাধীন মাওলানার স্থায়ী নিবাস বড় হাতিয়া গ্রামে অবস্থিত। ২৫ জুলাই ১৯৭০খ্রী. ইহা প্রতিষ্ঠিত

[১] আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জল নক্ষত্র পৃ-৭৩

Dhaka University Institutional Repository

হয় এবং ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ খ্রী. ইহা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে রেজিষ্ট্রিশন লাভ করে।

দুই. বায়তুশ শরফ জববারিয়া য়াতীমখানা, বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স। এহা চট্টগ্রাম মহানগরীর প্রান কেন্দ্র ধনিয়ালাপাড়া ডি.টি রোডে অবস্থিত। ইহা ১৯৭৯ খ্রী. ১৪ মার্চ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৭৯ খ্রী. এটি সমাজ কল্যাণ মন্ত্রনালয় হতে রেজিষ্ট্রেশন লাভ করে।

তিন. সাতকানিয়া বায়তুশ শরফ খেদমতকমিটি য়াতীম খানা। এটি চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানাধীন রোজমর পাড়ার পশ্চিম ঢেমশায় অবস্থিত। এটি ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮খ্রী. প্রতিষ্ঠিত হয়। একই বৎসর উহা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে রেজিষ্ট্রেশন লাভ করে।

চার. বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া য়াতীমখানা। এটি চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত রামপুর নামক স্থানে অবস্থিত।

পাঁচ. বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া য়াতীমখানা। এটি চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত পদুয়া এর চিববাড়ী নামক স্থানে অবস্থিত।

ছয়. বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া য়াতীমখানা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এটি কক্সবাজার শহরের প্রাণ কেন্দ্র বায়তুশ শরফ রোডে অবস্থিত। ইহা ১৮

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত পৃ-৭৬

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯খ্রী. প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯০খ্রী. ২রা সেপ্টেম্বর সমাজকল্যাণ মন্ত্রাণলয়ের অধিভূক্ত হয়।

সাত. বায়তুশ শরফ জব্বারিযা য়াতীম খানা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এটি পার্বত্য জেলা রাঙামাটির পুরানা বাসস্ট্যান্ড এর রিজার্ভ বাজারে অবস্থিত। এটি ১৯৯১খ্রী. ২৯ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একই বৎসর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধিভূক্ত হয়।

আট. উত্তর গাঁথের ছড়া বায়তুশ শরফ জবারিয়া য়াতীমখানা ও মাদরাসা। এটি পাব্যত্য জেলা রাঙ্গামাটির লংগদু এর গাঁথের ছড়ায় অবস্থিত। এটি ১৯৯১খ্রী. ২৭ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং একই বৎসর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধিভূক্ত হয়।

নয়. কুতুবদিয়া বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া য়াতীমখানা। এটি কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া থানাধীন বড়ঘোপ ইউনিয়নে অবস্থিত। ইহা ১৯৯১খ্রী. ৪ঠা মে প্রতিষ্ঠিত হয়।

দশ. বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া য়াতীমখানা। এটি ফেনী জেলার দাগন ভূইয়া থানার সিন্দুরপুরে অবস্থিত। এটি ১৯৮৯খ্রী. প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এগার. ষাটগম্বুজ খান জাহানিয়া জব্বারিয়া য়াতীমখানা এটি খুলনা বিভাগের বাগেরহাট জেলার সুন্দরঘোনায় অবস্থিত।

Dhaka University Institutional Repository

বার. মক্তবপুর বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া য়াতীমখানা। এটি কুমিল্লা জেলার লাঙ্গলকোট থানার মক্তবপুরে অবস্থিত।

তের. খাগড়াছড়ি বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া য়াতীমখানা। এটি পার্বত্য জেলা খাগছাড়ছির জেলা সদরে অবস্থিত।[১]

য়াতীমদের জন্য স্থাপিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহঃ

- **কার্পেন্ট্রি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ**

এক. বায়তুশ শরফ য়াতীমখানা কার্পেন্ট্রি সেন্টার। এটি চট্টগ্রাম মহানগরীর ধনিয়ালাপাড়া ডি টি রোডে বায়তুশ কমপ্লেক্সে অবস্থিত।

দুই. উত্তর গাঁথের ছড়া য়াতীমখানা কার্পেন্টি সেন্টার। এটি রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু এর গাঁথের ছড়া বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্সে অবস্থিত।

তিন. রাঙ্গামাটি বায়তুশ শরফ য়াতীমখানা কার্পেন্ট্রি সেন্টার। রাঙ্গামাটি জেলার রিজার্ভ বাজার বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্সে এটি অবস্থিত।

টেইলারিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ

এক. বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স ডি টি রোড ধনিয়ালাপাড়া চট্টগ্রাম।

দুই. বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স আখতারাবাদ, লোহাগাড়া চট্টগ্রাম।

---

[১] কার্যক্রম তালিকা, বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম।

Dhaka University Institutional Repository

তিন. বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, বায়তুশ শরফ রোড কক্সবাজার।

চার. বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স রিজার্ভ বাজার পুরানা বাস স্টেন্ড, রাঙ্গামাটি।

পাঁচ. বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, গাথের ছড়া, লংগদু রাঙ্গামাটি।

হেয়ার কাটিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ

এক. বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স ডি টি রোড ধনিয়ালাপাড়া চট্টগ্রাম।

দুই. বায়তুশরফ কমপ্লেক্স, বায়তুশ শরফ রোড কক্সবাজার।

তিন. বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, গাঁথের ছড়া লংগদু, রাঙ্গামাটি।

প্যাকেজিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ

এক. বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, ডি টি রোড ধনিয়ালাপাড়া চট্টগ্রাম।

দুই. বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, বায়তুশ শরফ রোড কক্সবাজার।

প্রেস কম্পোজিটার্স ট্রেনিং সেন্টার

এক. বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, ডি টি রোড ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম।[১]

[১] কার্যক্রম তালিকা, বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম।

Dhaka University Institutional Repository

শির্‌ক বিদ'আত মুক্ত সমাজ গঠন

মাওলানা পীর ও ইসলামের নামে যে সব শির্‌ক বিদ্'আত ও কুসংস্কার সমাজে প্রচলিত রয়েছে তার মূলে কুঠারাঘাত করেন। তিনি কবর পূঁজা, মাযার পূঁজা সহ তথাকথিত ওরশ এর নামে পুঁজিহীন ব্যবসার বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার ছিলেন । তিনি ওয়াজ নসীহত বক্তৃতা বিবৃতি ও লেখনির মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি করেন এবং শির্‌ক বিদ্'আত মুক্ত সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন ।

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া থানাধীন বড় হাতিয়া গ্রামে সিদ্দীক মিয়া নামে এক লোক ছিল। মাওলানার বাড়ীর পথে তার বাড়ী। সে প্রতি বছর গরুর লড়াই ও বলী খেলার নামে নৃত্য বেহায়াপনা ও জুয়ার আসরের আয়োজন করত। মাওলানা এর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষনা করলেন । ছিদ্দীক মিয়ার মৃত্যুর পর তার সন্তানেরা মাওলানাকে পিতার জানাযা পড়ানোর জন্য অনুরোধ করলে মাওলানা ছিদ্দীক মিযার মৃত দেহকে জন সমক্ষে রেখে তার ছেলেদের নিকট হতে অনুরূপ কাজ না করার অংগীকার গ্রহন করে তার জানাযা পড়ান।

মাওলানা সেই বলী খেলার স্থানে অনুরূপ তারিখে সীরাতুন্নবী (স.) মাহফিলের প্রচলন করেন এবং সেই পাহাড়ীয়া স্থানটির নামকরণ করেন জবলে সীরত। অনুরূপ ভাবে চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলার একজন ওলীয়ে কামিল হযরত শাহ পীর ওলী (রাহঃ) এর মাযারকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর ওরশের

Dhaka University Institutional Repository

নামে অশ্লীল গান বাজনা, নাচ আর জুয়ার আসর বসত। মাওলানা তা কঠিন হস্তে দমন করেন এবং সেখানে সীরাতুন্নবী (স.) মাহফিলের প্রচলন করেন।[১]

খুলনা বিভাগের বাগের হাট জেলায় অসাধারন অধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পন্ন আল্লাহর ওলী হযরত পীর খান জাহান আলী (রহঃ) এর মাযার অবস্থিত। এই মহান ওলী আনুমানিক ১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে ষাট গম্বুজ মসজিদ নির্মান করেন।

ষাট গম্বুজ মসজিদ হতে দেড় মাইল পূর্ব দক্ষিনে এই মহান ওলীর এক গম্বুজ দালানের মাযার বিদ্যমান। তাঁর মাযার সংলগ্ন পশ্চিমে এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ রয়েছে। মসজিদ ও মাযারের পাশে রয়েছে তাঁর খননকৃত অতিকায় দিঘী। উক্ত দিঘীর পশ্চিম পাড়ে ৯ গম্বুজের মসজিদ বিদ্যমান।

উপমহাদেশের এই মহান ওলীর ষাট গম্বুজ মসজিদ ও মাযারকে কেন্দ্র করে যুগ যুগ ধরে চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে "চৈত্র পূর্ণিমা" নামে ৩দিন মেলা বসত। এ মেলায় শি্ক, বিদ্'আত অসামাজিক শরীআত বিরোধী কার্যকলাপ চলত।

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রাহঃ) এই মহান ওলীর মাযার হতে শির্ক বিদ্'আত উচ্ছেদ করে তৌহীদের পতাকাকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে ষাট গম্বুজ মসজিদ প্রাঙ্গনে তিন দিন ব্যাপী বার্ষিক ঈসালে সওয়াব মাহফিলের প্রবর্তন করেন।[২]

---

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-১২৮

[২] মুহাম্মদ আবদুল হাই (সম্পা) মুহাম্মদ আবদুল জব্বার এর নির্বাচিত ভাষণ ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯খ্রী. চট্টগ্রাম, পৃ-৯৩-৯৭

Dhaka University Institutional Repository

হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা

মাওলানা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আর্তমানবতার সেবার উদ্দেশ্যে যুগের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করণে হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি সর্ব প্রথম কক্সবাজার জেলা সদরের প্রাণ কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা করেন "কক্সবাজার বায়তুশ শরফ শিশু হাসপাতাল"। তিনি ৯ অক্টোবর হাসপতালের ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এটি এতদঅঞ্চলের গরীব অসহায় দুঃস্থ য়াতীম সহ সর্বস্তরের জনসাধরনকে চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচেছ।

১৯৯৭ সালে তিনি চক্ষু চিকিৎসার সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন "কক্সবাজার বায়তুশ শরফ চক্ষু হাসপাতাল" প্রতিষ্ঠা করেন। এই হাসপাতালে চক্ষুর অস্ত্রোপচার সহ আরো প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ মহতি কাজে "বৃটেনের রয়েল কমনওয়েলথ সোসাইটি ফর দ্যা ব্লাইন্ড" এর অঙ্গ সংস্থা "সাইট সের্ভাস ইন্টারন্যাশনাল" যাবতীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছে। উক্ত সংস্থা প্রাথমিক চক্ষু চিকিৎসা, চক্ষু চিকিৎসার সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও O L বা ইন্টা অকুলার লেন্স সংযোজন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

কক্সবাজার বায়তুশ শরফ শিশু হাসপাতাল ১৯৯৭খ্রী. থেকে রোগীদের চিকিৎসা সেবা সম্প্রসারণের জন্য "কক্সবাজার বায়তুশ শরফ হাসপাতাল" নামে আত্ম

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশ করে।[১] বর্তমানে ফ্রান্সের একটি সাহায্য সংস্থা ও বায়তুশ শরফ হাসপাতালের যৌথ উদ্দ্যেগে (Ricket) গবেষণা কার্য পরিচালিত হচেছ। এ হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা হল ৫০টি। ৩রা নভেম্বর ২০০১খ্রী. বায়তুশ শরফের বর্তমান পীর ছাহেব মাওলানা মোহাম্মদ কুতুব উদ্দীন আনুষ্ঠানিক ভাবে হাসপাতালটি উদ্বোধন করার মাধ্যমে শিশু হাসপাতাল, চক্ষু হাসপাতাল ও পঙ্গু হাসপাতাল এর সমন্বয়ে "কক্সবাজার বায়তুশ শরফ হাসপাতাল" এর যাত্রা শুরু হয়। তাছাড়া ঢাকা ফার্মগেট এলাকার নিকটে এয়ারপোর্ট রোডস্থ ১৪৯/এ বায়তুশ কমপ্লেক্স এ বায়তুশ শরফ দারুশ শেফা হাসপাতাল "চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে।

চট্টগ্রাম ধনিয়ালা পাড়াস্থ বায়তুশ শরফ কমপেক্সে "এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র" ও "বায়তুশ শরফ ডেন্টাল কেয়ার" অবস্থিত।

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া থানাধীন বড়হাতিয়া বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্সে রয়েছে "বায়তুশ শরফ শাহ জব্বারিয়া হাসপাতল"।

প্রতিদিন মানুষ এসব প্রতিষ্ঠান হতে চিকিৎসা সেবা লাভ করতেছে।[২]

---

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-১৪৭

[২] কার্যক্রম তালিকা বায়তুশ শরফ আনজুমান ইত্তেহাদ, বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম।

Dhaka University Institutional Repository

ঈসালে সওয়াব মাহফিল

আল্লাহর মকবুল বান্দাগন আল্লাহর বান্দাদের দেহায়ত ও তাদের মাঝে ইসলামী চেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্য শরীঅত-সম্মত উপায়ে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে থাকেন এবং অনুষ্ঠান বা মাহফিল সমূহের প্রবর্তন করেন। ঈসালে সওয়াব মাহফিল তৎমধ্যে অন্যতম।

মাহফিলে ঈসালে সওয়াব সম্পর্কে বায়তুশ শরফের প্রতিষ্ঠাতা পীর মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহ:) তার "সীরাতে গৌছে পাক" গ্রন্থে বলেছেন- "মজলিসে ঈসালে সওয়াব তাবলীগে দীনে মোহাম্মদী ও হেদায়তের উপর ভিত্তি করিয়া করা যায়। ইহা একটি হেদায়তের পন্থা। কারণ এখন আমাদের সেই খেলাফতের হুকুম ও নাই এবং সহীহ মুসলমান বাদশাহের শাসন ও নাই। দীন আছে, দীনের সহীহ তাবলীগ নাই। হুজুর (সা:) এর বড় সুন্নত হইল তাবলীগে দীন। সেই তাবলীগে দীনের জন্য মুসলেহাত ও হেকমত সম্মুখে রাখিতে হয়। এ পবিত্র মাহফিলে ওয়াজ-নছিহত ও আল্লাহ তা'আলার যিকর হয় এবং কুরআন ও হাদীস দেহায়তের উদ্দেশ্যে বয়ান করা হয়। বিশেষ করে, নামাজের জামাআতের প্রতি লক্ষ্য থাকে এবং শত শত লোক তাহাজ্জুদের নামায আদায় করিয়া থাকেন। এ মাহফিলে মুমিনদের কলবের অবস্থার পরিবর্তন হয় ও হেদায়তের দিকে অগ্রসর হয়।"[১]

---

[১] মোহাম্মদ আমানউল্লাহ, কতুবুল আলম হযরত শাহছুফি মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহ:) এর মহিমাময় জীবন প্রকাশকাল জানুয়ারী ১৯৯৩খ্রী., চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা-৬৩

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসংগে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহঃ) বলেন- "এ মাহফিল মাহফিলে তালীম, মাহফিলে যিকর, মাহফিলে তরগীব ও তরহীব (উৎসাহ ও ভীতি) মাহফিলে তবশীর ও তনযীর (সুসংবাদ ও ভয়), মাহফিলে তকরীম (সম্মান), মাহফিলে দেহায়ত (পথ প্রদর্শন) ও 'ইবরত (শিক্ষা), মাহফিলে রহমত ও বরকত, মাহফিলে তাওবা ও ইস্তিগফার, মাহফিলে দু'আ ও মোনাজাত, মাহফিলে তাযকিয়া (সংশোধন), মাহফিলে ইছার ও কুরবানী (ত্যাগ, তিতিক্ষা), মাহফিলে ওয়াজনসীহত, মাহফিল ইশক ও মাহাব্বত, মাহফিলে মুজাহাদা ও রিয়াজত (প্রচেষ্টা ও সাধনা), মাহফিলে গিরিয়াযার (অশ্রু বিসর্জন), মাহফিলে কুরবত ও ইজাবত (নৈকট ও গ্রহণ), মাহিফলে সবর ও তাহাম্মুল (ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা), মাহফিলে তছলীম ও রেযা (আত্ম সমর্পন ও সন্তুষ্টি), মাহফিলে সীরাত ও মীলাদ, মাহফিলে মেহনত মুশক্কত (পরিশ্রম কষ্ট), যার প্রসিদ্ধ নাম মাহফিলে ঈসালে সওয়াব। শরী'আত সমর্থিত পন্থায় এ মাহফিল পরিচালিত হয়ে থাকে। এ মাহফিল শরী'আত ও তরীকতের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও উপদেশ লাভের মাহফিল"।[১]

পীর মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহঃ) চট্টগ্রামে ঈসালে সওয়াব মাহফিল চালু করেন।[২] বড় পীর হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহঃ) এর স্মরণে এই মাহফিল হয়ে থাকে। ১৯৪২খ্রী. দিকে প্রথম ঈসালে সাওযাব মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় তাঁর নিজ বাসস্থান চট্টগ্রামের মাদারবাড়ীতে। তখন এই মাহফিল প্রতিবছর

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত পৃ-৬৬-৬৭

[২] পূ.গ্র. পৃ-

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হত। ১৯৫৩খ্রী. দিকে পীর সাহেব (হযরত কেবলা) তরীকত পন্থী ভক্ত ও সর্ব সাধারণের জন্য চট্টগ্রামের লোহাগাড়া থানাধীন কুমিরা ঘোনায় (আখতারাবাদ) বাৎসরিক সম্মেলন হিসেবে এই মাহফিল প্রচলন করেছেন। তখন কুমিরা ঘোনায় গাড়ী ঘোড়ার চলাচলতো দূরের কথা পায়ে হাটার রাস্তা পর্যন্ত সুবিধাজনক ছিল না।[১]

এই মাহফিল বায়তুশ শরফের মূল আকর্ষন। দেশ বিদেশের ভক্ত অনুরক্তগন এ মাহফিলে শরীক হয়ে থাকেন। অনুরূপ মাহফিল কক্সবাজার জেলাসদর ও বাগেরহাটের ষাড়গম্বুজ মসজিদ প্রাঙ্গনে ও অনুষ্ঠিত হয়।

মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহ:) এর পীর ছিলেন হযরত মোনছরন শাহ খোরাশানী (রাহ:)। তিনি ফুরফুরার পীর মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (রাহ:) এর নিকট হতে ও মোজাদ্দিদিয়া তরীকা খিলাফত প্রাপ্ত হন। তিনি তরীকায়ে আলিয়ায়ে কাদিরীয়ার মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষা প্রদান করেছেন। তাঁর দরবারের শাসন প্রশাসন, আদব আখলাক, বার্ষিক মাহফিলে ঈসালে ছওয়াব সহ আরো বহু ক্ষেত্রে ফুরফুরার পীর ছাহেব (রাহ:) এর অনসৃত নীতি মালাকে অত্যন্ত সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন।[২]

---

[১] মোহাম্মদ আমানউল্লাহ, কতুবুল আলম হযরত শাহছুফি মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহ:) এর মহিমাময় জীবন প্রকাশকাল জানুয়ারী ১৯৯৩ইংরেজী, চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা-৬৩

[২] পূ.গ্র, পৃ-৬৩

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে অবদান

ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান একটি ব্যাপক বিষয়, যেহেতু ইসলাম একটি পূর্নাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামী মৌলিক বিষয়ে মাওলানা বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী। তিনি নানা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়েছে। তিনি জ্ঞান বিজ্ঞনের আকর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদরাসা, স্কুল, ফোরকানিয়া ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি জ্ঞানী, স্কলার ও বিজ্ঞানীদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেছেন। সর্বোপরি ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে তিনি মানুষকে বিভিন্নভাবে উৎসাহ জুগিয়েছেন এবং জ্ঞান নিজ্ঞানের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

গ্রন্থ রচনা

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহঃ) গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি নিজে লিখতেন তদুপরি অন্য ভাষার মূল্যবান গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে ও তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল।তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা সর্বমোট তেইশটি। এছাড়া চারটি ছোটখাট পুস্তিকাও তিনি রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়।

মাওলানার গ্রন্থগুলোর বিভাজন নিম্নরূপঃ

ক)	মৌলিক গ্রন্থ	ঃ	১২ টি
খ)	অনুবাদ গ্রন্থ	ঃ	০৮ টি
গ)	প্রবন্ধ সংকলন	ঃ	০১ টি
ঘ)	বক্তৃতা মালা	ঃ	০১ টি[১]

নিম্নে মাওলানার গ্রন্থ সমূহের আলোচনা উপস্থাপন করা হলোঃ

---

[১] আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, পৃ-৮৫

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানার মৌলিক গ্রন্থসমূহ

এক. সংক্ষিপ্ত নামায শিক্ষা ও দীনিয়াত

এ নামে মাওলানার একটি গ্রন্থ রয়েছে। যা সাধারণ মুসলমানদের দৈনন্দিন আমলী যিন্দেগীতে অতি প্রয়োজনীয়। গ্রন্থটি বহু আগে প্রকাশিত হয়েছিল বিধায় বইটি এখন দুস্প্রাপ্য। বিধায় বইটি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া সম্ভব হয়নি।[১]

দুই. শরীয়ত ও তরীকতের আদাব

এটি মাওলানার একটি মৌলিক গ্রন্থ। আনজুমনে ইত্তেহাদ, মসজিদ বায়তুশ শরফ, চট্রগ্রাম থেকে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮০ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০ মূল্য ১৫ টাকা। মাওলানা শরীআত ও তরীকত সম্পকির্ত আদাব এ গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। এ প্রসেঙ্গ মাওলানা বলেন- "এই আদাব সমূহ লিখিবার কারণ এই যে, অনেক মুসলমান ভাইগণের তরীকতে ঢুকিবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু কেহ রাস্তা না চিনিবার কারণে ভন্ড ফকির দরবেশদের ধোঁকায় পড়িয়া যায় এবং যাহারা পীর মুরিদীকে টাকা পয়সা রোজগার করিবার ও দুনিয়া হাছেল করিবার পেশারূপে পরিণত করিয়াছেন তাহাদের ধোকাবাজী, পন্ডিতি ও শরিয়ত বিরোধী কথাবার্তার ফাঁকে পড়িয়া গোমরাহ ইহয়া যায়। আবার কোন কোন

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-২০৪

Dhaka University Institutional Repository

তরীকত পন্থী ভাইগন শরী'আত মোয়াফেক পীর মুর্শিদের সঙ্গলাভ করিয়া যদি গোমরাহ না হয় কিন্তু তরীকতের আসল মকছুদ না জানার কারণে অনেক ভুল ভ্রান্তিতে পড়িয়া পেরেশানী উঠান এবং হতাশ হইয়া যান। এই ক্ষুদ্র কিতাব খানির মধ্যে যে সব কথা লিখা হইয়াছে, তাহা কুরআন পাক, হাদীস শরীফ এবং সাবেক বুজুর্গানেদীনের বাণী সমূহের তরজমা করা হইয়াছে এবং আমার পীর মুর্শিদ মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহঃ) এর ছোহবতে থাকিয়া যাহাকিছু মূল্যবান উপদেশাবলী লাভ করিয়াছি, সে গুলি তরীকতের সারমর্ম স্বরূপ সকলের অবগতির জন্য এই ছোট কিতাব খানায় পেশ করিলাম"। গ্রন্থটির ছোট পরিসরে বেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে তাহলো-

১. সংক্ষেপে কিতাবের দলীল, ২. আদাবের জরুরত কেন?, ৩. পাঠকদের খেদমতে আরজ, ৪. তরীকত পন্থীদের আদাব, ৫. পীরে কামেলের পরিচয়, ৬. তোয়াজ্জুর বয়ান, ৭. আদাবে মুরীদ, ৮. মুরীদ হওয়ার আসল উদ্দেশ্য, ৯. জাকেরীনগণের প্রতি নছিহত, ১০. মুরীদগনের কর্তব্য, ১১. পীর মুর্শিদের দরবারের আরও কয়েকটি আদাব, ১২. পারিবারিক ও সামাজিক যিন্দেগীর আদাব, ১৩. আরও কয়েকটি জারী কথা, ১৪. পেশাব পায়খানার আদাব, ১৫. আদাবে অজু, ১৬. আদাবে মিছওয়াক, ১৭. আদাবে পোষাক ও সাজ সজ্জা, ১৮. আদাবে চিকিৎসা, ১৯. আদাবে খাব, ২০. আদাবে ছালাম, ২১. আদাবে অনুমতি, ২২. হাত মিলান ও কোলাকুলি, ২৩. আদাবে মজলিশ, ২৪. বিবিধ

Dhaka University Institutional Repository

আদাব সমূহ, ২৫. মুখ হেফাজতের আদাব, ২৬. মাতা পিতা ও অন্যান্যদের আদাব, ২৭. উপদেশ, ২৮. শাজারাহ।[১]

তিন. আল আসমাউল হোসনা

এটি মাওলানার একটি মৌলিক গ্রন্থ। গ্রন্থটি শাহ্ আবদুল জব্বার আশ শরফ একাডেমী, চট্টগ্রাম হতে ১৯৯৭খ্রী. প্রথম প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা-৯৮, মূল্য-৩০/- টাকা। এটি মুসলমানদের নামের সংকলন গ্রন্থ। গ্রন্থটি প্রস্তুতকরণে মাওলানার নির্দেশিকা মতো সহযোগিতা করেন আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক। গ্রন্থ প্রণয়নের কারণ প্রসংগে মাওলানা বলেন- পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমাদের সন্তানদের ইসলামী নাম রাখা বাঞ্চনীয়। কিন্তু আরবী ভাষায় আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার ফলে এবং নাম নির্বাচনের ব্যাপারে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন নির্দেশিকা না থাকায় এ ধরনের একটি তথ্য বহুল পুস্তক যা বাজারে প্রচলিত নামকরণ সংক্রান্ত পুস্তক থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবীদার। গ্রন্থটি তিন অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে, ইসলামে নামের গুরুত্ব, আল্লাহ, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও অন্যান্য নবী রাসূলের নামসমূহ, নবী করীম (সঃ)-এর স্ত্রীগণের নাম, তাঁর সন্তানদের নাম, সাহাবী ও মহিলা সাহাবীদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় আরবী বর্ণমালা অনুসারে মুসলিম পুরুষ ও মহিলার

[১] আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, পৃ-৮৭, ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-২০৪

Dhaka University Institutional Repository

নাম এবং তৃতীয় অধ্যায়ে যুক্তাক্ষরে ছেলে ও মেয়েদের নাম ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়েছে। বইটিতে নামের আরবী উদ্ধৃতি, বাংলা উচ্চারণ ও অর্থ পাশাপাশি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

এই বইটি ঘরে সংরক্ষিত থাকলে নবজাতকের নাম নির্বাচনে হিমসিম খেতে হবে না। বইটি হুবুর মাওলানার এর সুচিন্তার ফসল।[১]

চার. কুরআন ও হাদীসের আলোকে যিকরুল্লাহর গুরুত্ব

ইহা যিকর সম্পর্কে রচিত মাওলানার একটি মৌলিক গ্রন্থ। গ্রন্থটি শাহ আবদুল জব্বার আশাশরফ একাডেমী, চট্টগ্রাম হতে ১৯৯১খ্রী. ডিসেম্বর মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার পৃষ্ঠা-৭২ এবং মূল্য ত্রিশ টাকা। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৭খ্রী. ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জীবনে আল্লাহ তাআলার যিকর অতীব গুরত্বপূর্ণ বিষয়। মুসলমানদের জন্য এই গ্রন্থটি অতীব গুরুত্বের দাবীদার। যিকর কি? যিকরের গুরুত্ব, যিকরের প্রয়োজনীয়তা ও ফযীলত, যিকর হতে বিমুখ হওয়ার পরিণতি, যিকরের প্রতিদান, যিকরের সাথে ফিকির করা, যিকরের জাহেরী ও বাতেনী ফল সমূহ, যিকরের উপকারিতা, ক্বলব পরিস্কার ও পরিশুদ্ধ রাখার উপায় ইত্যাদি প্রসংগ অত্র গ্রন্থে মাওলানা আলোচনা করেছেন। বক্তব্যের স্বপক্ষে তিনি কুরআন ও হাদীসের আরবী উদ্ধৃতি

[১] আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, পৃ-৯০

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় অনুবাদসহ সন্নিবেশিত করেছেন। বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন মনীষীদের ফার্সী শ্লোক গ্রন্থটিকে অধিক প্রান্তবন্ত ও সুখ পাঠ্য করেছে।

গ্রন্থটি রচনা প্রসঙ্গে মাওলানা বলেন- "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরাম মাশায়েখ ও ইমামগনের জীবনে আমরা দেখতে পাই যে তাঁরা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও শরীআতের অন্যান্য হুকুম আহকাম পালনের পাশাপাশি আল্লাহর নামের যিকর করেছেন। পরবর্তীকালে আউলিয়ায়ে কেরাম যিকর আযকারের সিলসিলা কায়েম করেছেন। অনেকে সূফিয়ায়ে কেরামের প্রতিষ্ঠিত যিকর আযকারের নিয়ামাবলীকে গুরুত্ব দেন না। তদুপরি এ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকেন। আবার অনেকে দীনের প্রচার ও তাবলীগ, ইসলামী আন্দোলন এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা সত্ত্বেও যিকর আযকারের প্রয়োজন নেই বলে মনে করে থাকেন। অবার কখনো অবজ্ঞাও প্রদর্শন করে থাকেন। সে সব লোকদের ভুল ধারনা সংশোধন করা এবং সকল ঈমানদার যাতে যিকরের নিয়ামত লাভে ধন্য হতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই গ্রন্থটি রচিত হল।"

কুরআন মাজীদে যিকর শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন কুরআন, জুমুআর নামাজ, ইলম, তাসবীহ, তাকবীর, দরূদ শরীফ, ইত্যাদি। প্রচলিত অর্থ হলো যিকর আযকর ও তাসবীহ। মহান আল্লাহ বলেন-

o يااها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا و سبحوه بكرة و أصيلا

Dhaka University Institutional Repository

হে ঈমানদারগন! তোমরা বেশী বেশী আল্লাহর যিকর কর এবং সকাল সন্ধ্যায় তার তাসবীহ পাঠ কর। (৩৩ঃ৪১-৪২)

فاذا قضيتم الصلوة فاذكروا الله قياما و قعودا وعلي جنوبهم o

তোমরা নামায সমাধা করার পর দাড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহর যিকর করবে"। (৪ঃ১০৩)

فاذا فرغت فانصب و إلي ربك فارغب o

আপনি যখনই অবসর পাবেন, তখনই নামাযের জন্য দন্ডায়মান হবেন এবং আপনার রবের দিকে রুজু ও নিবিষ্ট হবেন। (৯৪ঃ৭-৮)

فإذا قضيت الصلوة فانتشروا في الأرض و ابتغوا من فضل الله و اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون o

যখন নামায সমাপ্ত হয়ে যায়, তখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধান করো আর আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (৬২ঃ১৩)।

عن ثابت قال كان سلمان في عصابة يذكرون الله فمر النبي صلي الله عليه وسلم فكفوا فقال ما كنتم تقولون ، قلنا نذكر الله قال إني رايت الرحمة تنزل فاحببت ان اشارككم فيها الاخ-

অনুবাদঃ হযরত ছাবেত (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর যিকরে রত একদল লোকের সাথে সালমান বসা ছিলেন। এমন সময় নবী (সাঃ) পাশ দিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

যাচ্ছিলেন। তখন সবাই থেমে গেলেন। রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা কি বলতেছিলে? আমরা জবাব দিলাম- আমরা আল্লাহর যিকর করছিলাম। নবী (সাঃ) এরশাদ করলেন- আমি দেখতে পেয়েছি যে, আল্লাহর রহমত নাযিল হচ্ছিল। আমি তোমাদের সাথে একাজে শরীক হতে ভালবাসি। অতপর তিনি বললেন সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যে, তিনি আমার উম্মাতের মধ্যে এমন লোকও দান করেছেন যে, যাদের সাথে বসার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (ইমাম আহমদঃ হাকিম)।

و عن أبي هريرة (رض) قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يلتمسون مجالس الذكر فاذا وجدوا تنادوا هلموا إلي حاجتكم فيحفونهم باجنحتهم الخ- (متفق عليه)

হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন- নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার বহু ভ্রাম্যমান ফেরেস্তা রয়েছেন, যারা যিকরের মজলিশ খুঁজে বেড়ান। যখন তারা যিকরের মাহফিল খুঁজে পান তখন একে অপরকে ডাক দিয়ে বলেন তোমরা যা তালাশ করছ, তা এখানে পাওয়া গেছে। এখানে এসো। তার পর তারা নিজ নিজ পাখা দ্বারা যিকরকারীদের ঢেকে ফেলেন। (বুখারী, মুসলিম)

এই হাদীসে মজলিশ আকারে যিকর কারীদের উচ্চ মর্যদার কথা বলা হয়েছে-

Dhaka University Institutional Repository

و عن معاوية (رض) أن النبي صلي الله عليه وسلم خرج حلقة من أصحابه فقال : ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله و نحمده فقال اتاني جبرانيل فاخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة – (رواه مسلم و ترميذي)-

হযরত মুআবিয়া (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন- নবী করীম (সাঃ) একদা সাহাবায়ে কেরামের একটি হালকায় (মজলিশ) উপস্থিত হন এবং তাদের জিজ্ঞাসা করেন তোমরা কী জন্য বসে আছ? তারা উত্তরে বললেন আমরা সবাই আল্লাহর যিকর ও প্রশংসা করছি। অতপর হযরত নবী করিম (সাঃ) এরশাদ করেন আমার কাছে জিবরাঈল এসে খবর দিয়ে গেল যে, আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের কাছে তোমাদের নিয়ে গর্ব করছেন। (মুসলিম, তিরমীযী)

মাওলানা যিকরের জাহেরী ও বাতেনী সুফলের কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ হাদীস বেত্তা আল্লামা ইবনে কায়্যিম জাওযী রচিত الوابل الصيب من الكلم الطيب নামক কিতাব হতে ৪৩টি ফায়দা মূল আরবী উদ্ধৃতি অনুবাদসহ উল্লেখ করেছেন।[১]

তাছাড়া যিকরের বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনায় ফার্সী ভাষায় বিভিন্ন কবিতার চরন স্থান পেয়েছে। ফলে বিষয়বস্তু পাঠকের নিকট সহজ বোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা:) এরশাদ করেছেন-

لكل شيي مصقلة و مصقلة القلب ذكرا لله –

[১] আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, পৃ- ৩৮-৪৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যেক জিনিষ পরিস্কার করার জন্য বিশেষ হাতিয়ার রয়েছে। মানুষের ক্বলব পরিস্কার করার হাতিয়ার হলো আল্লাহর যিকির। এ প্রসঙ্গে দার্শনিক কবি জালালুদ্দীন রুমী (রাহ:) তার বিশ্ববিখ্যাত মসনবী শরীফে বলেছেন-

رنگ دل از صیقل لا پاک کن : بعد ازا ن نور الله را ادراک کن -

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু হাতুড়ী দ্বারা দিলের মরিচা ও জং পরিস্কার কর। এরপর ঐ ক্বলবে আল্লাহর নূরের তাজাল্লীর বিকাশ অনুভব কর।[১]

পাঁচ. রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দৃষ্টিতে পীর আউলিয়ার গুরুত্ব

ইহা মাওলানার একটি মৌলিক গ্রন্থ। বইটির পৃষ্ঠা-৮০। মূল্য -৩০ টাকা। এটি বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, চট্টগ্রাম হতে ১৯৮২খ্রী. জুন মাসে প্রকাশিত হয়। ১৯৯৪খ্রী. জুন মাসে গ্রন্থটি দ্বিতীবার প্রকাশিত হয়। মাওলানা আলোচ্য গ্রন্থে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকে পীর আউলিয়ার গুরুত্বের কথা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। ওলীগণ আধ্যাত্মিক শক্তি সাধনা ও যিকর আযকারে লিপ্ত থেকেও সমাজে শান্তি শৃংখলা বিধানে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁরা আল্লাহর আইন ও ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কোথাও প্রত্যক্ষ কোথাও পরোক্ষভাবে সংগ্রাম ও সাধনা চালিয়ে গেছেন। মাওলানা ইতিহাসের আলোকে এসব বিষয়গুলো সংক্ষেপে এ গ্রন্থে আলোকপাত

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। গ্রন্থটির মূল আলোচনার পটভূমিতে রয়েছে রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে সম্পর্ক, রাষ্ট্রপ্রধানদের পরামর্শদাতা রূপে সূফিয়ায়ে কেরাম, ওলীদের শক্তি ও কারামত। হযরত মুসা ও খিজির (আ:) এর ঘটনা, হযরত সুলয়মান বিলকীসের তখত (সিংহাসন) আনয়ন, হযরত মরয়ামের জন্য বেহেস্তের ফল হযরত বায়োজিদ বিস্তামী ও যেনাকার মহিলা, হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার ঘটনা, আল্লামা রুমী ও শামশে তাবরিযী এর মধ্যকার ঘটনা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে ফুরফুরার পীর হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রাহ:) এর ভূমিকা, সমাজ জীবনে চট্টগ্রাম গারাঙ্গীয়ার বড় হুজুরের ভূমিকা। মূলত মাওলানা পীর আউলিয়াদের কার্যক্রম রাষ্ট্র ও সামাজিক দৃষ্টিতে আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন।

গ্রন্থটির কতিপয় বিষয়ে বক্তব্যের স্বপক্ষে কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ ও বিভিন্ন কিতাবের উদ্ধৃতি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের পীর আউলিয়াদের ভূমিকা বর্ণনায় মাওলানা বলেন- "সত্যিকার পীর বুজুর্গগন শরীআতের মাধ্যমে তরীকতকে ইসলামের খাদেম হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁরা মসজিদ, মাদরাসা ও খানকার মাধ্যমে মানুষকে হেদায়ত করার চেষ্টা করেন। তাঁরা মানুষের অন্তরে ধর্মীয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা আনয়ন করার চেষ্টা করেন। তাঁরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি মানুষের মনকে আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা চালান। মানুষের

[১] আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, পৃ. ৫০

Dhaka University Institutional Repository

মন মগজ হতে অবহলো দূর করে তাদেরকে শরীআতের হুকুম আহকাম মানার জন্য অনুপ্রানিত করেন।[১]

অনেক পীরআউলিয়া রাষ্ট্র প্রধানগণের পরামর্শদাতা ছিলেন। ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনামলে উহার অনেক দৃষ্টান্ত ও রহিয়াছে। সেই সময় আলিম উলামা রাষ্ট্রীয় আইনের রক্ষাকারী ছিলেন। বাদশাগণ দেশ রক্ষা এবং উহার শান্তি শৃংখলা বজায় রাখতেন। আউলিয়া ও সূফিয়ায়ে কেরাম মানুষকে তালীম তরবিয়ত প্রদান করার সাথে সাথে ইসলামী তাহযীব তমদ্দুনের প্রচারের কাজও করিতেন। সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশের যুগে (১২১১-১২৩৬খ্রী.) খাজা কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রাহ:), সুলতান আলাউদ্দীনের যুগে (১২৯৩-১৩১৬খ্রী.) খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রাহ:), ফিরোজ শাহ তুঘলকের যুগে (১৩৫১-১৩৮৮খ্রী.) হযরত নাসিরুদ্দীন মাহমুদ চেরাগে দেহলবী (রাহ:), বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আমলে (১৬০৫-১৬২৭খ্রী.) হযরত মুজদ্দিদ আলফ-ই-সানী[২] (রাহ:) এবং বাদশাহ আওরঙ্গজেবের যুগে (১৬৫৮-১৬৬৭খ্রী.) হযরত

---

[১] আ.গ্র. পৃ.১৫.১৬

[২] শায়খ আহমদ মোজাদ্দিদ আলফ-ই-সানী (র.) এর প্রকৃত নাম আবুল বারাকাত বদরুদ্দীন। তিনি খলীফা উমর ফারুক (রা.) এর বংশধর। ৯৭১ হি. ১৪ শায়াল, ১৫৬৪খ্রী. ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের অন্তর্গত সারহিন্দ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করে। অতি অল্প বয়সে তিনি কুরআন কণ্ঠস্থ করেন। তিনি অনেক বিখ্যাত "আলিমের নিকট হাদীস, তাফসীর ইত্যাদি ইসলামী বিষয় অধ্যয়ন করেন। ১৭ বছর বয়সে তিনি অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত হন। তিনি মুঘল বাদশাহ আকবরের প্রবর্তিত দীন-ই-ইলাহীর বিরুদ্ধাচারণ করেন। তাঁর নিষ্ঠা, নির্ভীক চরিত্র এবং অকুণ্ঠ আত্মত্যাগ তাঁকে হিজরী ২য় সহস্রের "মুজাদ্দিদ" এর সম্মানীত আসনে অধিষ্ঠিত করে। তিনি অনেকগুলো

Dhaka University Institutional Repository

মোল্লা জীয়ূন (রাহঃ) ও হযরত মির্জা সামুস (রাহঃ) এর নাম ইতিহাসে অমর হয়েআছে। রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে তাদের গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা কখনো অস্বীকার করা যাবে না।[১]

ছয়. কোরআন হাদীসের দৃষ্টিতে দোয়া ও মোনাজাতের তত্ত্ব

ইহা মাওলানার একটি মৌলিক রচনা। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬০ ও মুল্য ৩০ টাকা। এটি শাহ আবদুল জব্বার আশশরফ একাডেমী, চট্টগ্রাম হতে ১৯৮৯খ্রী. প্রকাশিত হয়। ১৯৯৯ খ্রী. ইহা দ্বিতীয় বার প্রকাশিত হয়।

দু'আ ও মোনাজাত ধর্মগতভাবে স্বীকৃত একটি প্রথা ও চিরন্তন ইবাদত বিশেষ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দু'আ ও মোনাজাত হাত তুলে করা না করা নিয়ে মুসলিম সমাজে নানাবিধ বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে এবং তা নিয়ে বিভিন্ন স্থানে ফিৎনা ও বিবাদের সূত্রপাত হয়েছে। মাওলানা এ সমস্যায় সমাধান কুরআন ও হাদীসের আলোকে গ্রন্থটিতে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থের পরিসরে দোআর গুরুত্ব সূরা ফাতেহা নাস ও ফলকের অর্থ হাদীস শরীফের দৃষ্টিতে দোআ, দু'আর সময় হাত উঠান, হাদীস শরীফের দৃষ্টিতে দু'আর নিয়ম, দু'আ শেষে মুখমন্ডল মহের দলীল, সম্মিলিত দোআয় আমীন বলা ও খতমে কুরআনের

ধর্মীয় গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্য উল্লেখযোগ্য হলো তাঁর মকতুবাত, মাবদা ও মা'আদ এবং মা'আরিফে লাদুন্নিয়া। তিনি ৬৩ বছর বয়সে ১০৩৪হি. ২৮ সফল, ১৬২৪খ্রী. ৩০ নভেম্বর, বুধবার সারহিন্দে ইন্তেকাল করেন। (সম্পা. স.ই.বি, ১ম খন্ড, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ-৯৭)

Dhaka University Institutional Repository

পরে সম্মিলিত দোআ করা, তারাবীহ নামাযের পর সম্মিলিত দোআ ইত্যাদি। এগুলির প্রসঙ্গ কুরআন ও হাদীসের প্রমাণসহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কুরআনী আয়াত ও হাদীস বাংলা অনুবাদ সহ তুলে ধরা হয়েছে।।

মানব জীবনে দোআর গুরুত্ব অপরিসীম। মহান আল্লাহ বলেছেন-

وقال ربكم ادعوني استجب لكم – ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين o

অর্থ- তোমাদের রব বলেন- তোমরা আমাকে ডাক। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা আমার ইবাদত সম্পর্কে গোড়ামী বা তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে, তাদেরকে অপমানের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। (৭ঃ৫৫)।

قل يا عبادي الذين اسرفوا علي انفسهم لاتقنطو من رحمة الله – إن الله يغفر الذنوب جميعا o

অর্থ- আপনি বলুন- হে আমার বান্দাগন। যারা (পাপাদিতে লিপ্ত হয়ে) নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে, তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হইওনা। নিশ্চয় আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন। (৩৯ঃ৫৩)।

واذا سألك عبادي عني فاني قريب – أجيب دعوة الداع إذا دعان o

[১] আ. গ্র. পৃ.১৪

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ- হে নবী! আমার বান্দাগন যখন আপনাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। নিশ্চয় আমি খুব নিকটে। প্রার্থনাকারী যখনই আমাকে ডাকে তখনই আমি তার উত্তর দিই।[১]

হাদীস শরীফে এসেছে-

عن أبى هريرة (رض) أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك تعالي كل ليلة الي السماء الدنيا حين يبقي ثلاث الليل الأخير فيقول من يدعوني فاستجيب له و من يسألني فأعطيه و من يستغفرني فاغفره له- (رواه بخاري و مسلم)-

অর্থ- হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত হযরত নবী করীম (সা:) এরশাদ করেছেন আমাদের প্রভু আল্লাহ'তা'আলা প্রত্যেক রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে আমাদের নিকটতম আসমানে বিশেষ রহমতের দৃষ্টিপাত করেন (অবতরণ করেন)। অতপর বলেন- কে আমাকে ডাকছে? আমি তার উত্তর দিব। কে আমার নিকট সাওয়াল করছে? আমি তাকে দান করব। কে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে? আমি তাকে ক্ষমা করব। (বুখারী, মুসলিম)।[২]

সাত. শরীয়ত ও মারেফতের দৃষ্টিতে গানবাজনা

শরীআত ও মা'রেফাতের দৃষ্টিতে গান বাজনা বইটি মাওলানার একটি মৌলিক রচনা। গ্রন্থটির প্রকাশ কাল ডিসেম্বর ১৯৭৭ খ্রী.। এটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯১খ্রী.। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫১ ও মুল্য ১৫ টাকা। বইটির ৩১ পৃষ্ঠা পযন্ত লেখকের মুল রচনা। বইটির বাকী অংশে রয়েছে গান বাজনা,

[১] আ.গ্র.পৃ-১১, ১২

[২] আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জল নক্ষত্র, পৃ.৮৯,

Dhaka University Institutional Repository

বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে দেশ বরেণ্য উলামায়ে কেরামের মতামত। এতে কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে গান বাজনার স্বরূপণ, সাহাবায়ে কেরাম (রা:), ছুফিয়ায়ে কেরাম (রাহ:) ও ইমামগনের (রাহ:) মতামত বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। পাশাপাশি সে সম্পর্কে যুক্তি প্রমান ভিত্তিক আলোচনা স্থান পেয়েছে।

বইটির প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে মাওলানা ইহা লিখার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন- "আমাদের সমাজে বর্তমানে রেডিও টেলিভিশন, ভিসিআর, সিনেমা, অশ্লীল পত্র পত্রিকার সাথে সাথে প্রকাশ্যে নাচগান, বাদ্য বাজনা, কাওয়ালী ইত্যাদি কুপ্রথার সয়লাবে জাতীয় চরিত্র ভাসিয়া যাইতেছে। আমার শিক্ষকতার আমল হইতে আমি ইহা গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। এই সকল গর্হিত কাজ অধিকাংশ লোক না বুঝে এবং ইহার পরিনাম সম্পর্কে না জানায় করে থাকে। অনেকে ইহাকে শরীআত সম্মত ও সওয়াবের কাজ মনে করে। আবার কিছু সংখ্যক লোক জেনে বুঝে ইহা করে থাকে। তাই সাধারণের মাঝে এ সম্পর্কে একটি সঠিক ধারনা প্রদান করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। তখন থেকে মাদরাসায় পড়াইবার ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থ ও কিতাবাদি হতে শরীআতের দৃষ্টিতে এই সকল মতামত সংগ্রহ করি। যাতে আমাদের সমাজের উলামা, মশায়েখ, শিক্ষিত সমাজ, ছাত্র, যুবক ধর্মপ্রান মানুষ ও সচেতন লোকেরা শিল্পকলার ও সংস্কৃতির নামে প্রচলিত এই ধ্বংসাত্মক প্রবনতা রোধ করার জন্য এগিয়ে আসে। অন্যথায় আমাদের জাতীয় চরিত্র, নিজস্ব স্বকীয়তা ও ঐতিহ্য ধুলিসৎ হয়ে যাবে।" গ্রন্থটির প্রারম্ভিক পর্যায়ে মাওলানা কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে গান বাজনার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন।

গান বাজনা সম্পর্কে মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন-

Dhaka University Institutional Repository

و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين o

অর্থাৎ মানুষের মধ্যে কতেক এমন আছে যারা মন ভুলানো কথা ক্রয় করে লয় যাতে অবুঝ লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে সরিয়ে রাখা যায়, অথচ আল্লাহর রাস্তা হতে বিরত রাখা কত বড় অন্যায় তা তারা বুঝে না। এসকল লোকদের জন্য অপমানজনক আযাব রয়েছে। (৩১ঃ৬)

"লাহওয়াল হাদীস" এর অর্থ সম্পর্কে হযরত "আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা:) বলেছেন- আল্লাহর কসম ইহার অর্থ গান বাজনা। হযরত "আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) ও প্রসিদ্ধ মুফাসসিরগণ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) এর সাথে একমত পোষণ করেছেন। তাফসীরে রুহুল মাআনীতে হযরত হাছান বসরী (রাহ:) "লাহওয়াল হাদীস" এর ব্যাখ্যায় বলেছেন- এই শব্দের মধ্যে ঐ সমস্ত বিষয় রয়েছে যা মানুষকে আল্লাহ তাআলার ইবাদত এবং তাঁর যিকর হতে ফিরাইয়া রাখে। যেমন- বাজে কিস্সা কাহিনী, হাস্যকর কথাবার্তা, খারাপ আলোচনা এবং গান বাজনা সমূহ। মহান আল্লাহ শয়তানকে লক্ষ্য করে কুরআন শরীফে বলেছেন-

و استفزز من استطعت منهم بصوتك و اجلب عليهم بخيلك و رجلك o

অর্থ- মানুষের মধ্যে তোমার আওয়াজ দ্বারা যাদেরকে প্রথ ভ্রষ্ট করা সম্ভব তাদেরকে তুমি পথ ভ্রষ্ট কর এবং পদাতিক ও সওয়ারী লস্কর নিয়ে তাদের উপর

Dhaka University Institutional Repository

হামলা চালাও। (১৭ঃ৬৫) মুফাসসীরগণ শয়তানের আওয়াজ বলতে গান বাজনাকে বুঝিয়েছেন।[১]

গান বাদ্যযন্ত্র কেনা বেচা, ইহার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম দিয়ে ব্যবসা এবং মূল্য গ্রহণ জায়েজ নয়। গানবাদ্য শিক্ষাদান তা বেচাকেনা ও মূল্য গ্রহণ হারাম। হযরত ঔমর (রা:) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা:) বলেছেন- "গায়িকা চাকরানীর মূল্য ও তার গান উভয়ই হারাম"।

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা:) গায়িকা চাকরানী বেচাকেনা করা এবং গান বাজনা ভাড়া দিয়ে দেয়ার জন্য নিষেধ করেছেন। ইবনে জারীর ইবনে আবী হাতিম ও তিরমিযী হযরত আবু ওমামা বাহেলীর (রা:) রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন:

لا يحل بيع المغنيات و لا شراؤهن و لا التجارة فيهن و لا اثمانهن o

অর্থ- গায়িকাদের বেচাকেনা, তাদের দিয়ে ব্যবসা করা এবং তাদের মূল্য গ্রহণ হারাম।

অন্য এক রেওয়ায়েতে হযরত আবু উমামা (রা:) হতে বর্ণিত আছে:

لا يحل تعليم المغنيات و لا بيعهن و لاشراؤهن و ثمنهن حرام

অর্থ- গায়িকাদের প্রশিক্ষণ দেয়া তাদের বেচাকেনা এবং মূল্য গ্রহণ হারাম।

من جلس إلى قينة يسمع منها صب في أذنيه الانك يوم القيامة

অর্থ- হযরত আনস (রাহ:) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সা:) এরশাদ করেছেন।

[১] আ.গ্র.পৃ-১, ২

Dhaka University Institutional Repository

"যে কেহ গায়িকাদের আসরে বসে গান শুনে কেয়ামতের দিন তার কানে গলিত সীসা ঢেলে দেওয়া হবে।"

হযরত ইবনে মসউদ (রা:) হতে বর্ণিত আছে যে নবী করীম (সা:) এরশাদ করেছেন "গানের আওয়াজে কলবের মধ্যে নেফাক জন্মায় যেমন পানিতে জন্মায় কচুরিপানা" (ইবনে আবিদ্‌দুনিয়া, ও বায়হাকী)। বুখারী শরীফের এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা:) এরশাদ করেছেন যে, "আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক মানুষ হবে যারা রেশম, শরাব ও বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদিকে হালাল জানবে"।

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ (রা:), নবী করীম (সা:) হতে বর্ণনা করেছেন যে, "যখন আমার উম্মতগণ পনেরটি কাজের মধ্যে লিপ্ত হবে তখন তাদের উপর বালা মুসীবত নাযিল হবে। তৎমধ্যে গায়িকা, চাকরানী রাখা ও বাদ্য যন্ত্র তৈরী করা অন্যতম (তিরমিযী)"।

নবী করীম (সা:) হতে আর একটি বেওয়াযেত আছে যে, "দুটি আওয়াজ লা'নতের উপযোগীঃ ১. গান ও বাদ্য যন্ত্রের আওয়াজ, ২. মসীবতের সময় চিৎকারের আওয়াজ। "(বজ্জার ইবনে মরদুনিয়া আবু নু'আম ও বায়হাকী)"।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) হতে এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা:) এরশাদ করেছেন- "দফ বাদ্যযন্ত্র, ঢোল তবলা, বাঁশী ইত্যাদি বাজানো হারাম। খেলা ও তামাসা হিসেবে ও দফ বাজানো হারাম (বায়হাকী)"।

Dhaka University Institutional Repository

নবী (স:) ফরমাইয়াছেন- কোন কোন লোক শরাবের নাম পবিরর্তন করে উহা পান করবে এবং তাদের সামনে গায়িকাদের দ্বারা গান পরিবেশন করাবে ও বাদ্য যন্ত্র বাজাবে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জমিনে ধ্বসাইয়া দিবেন এবং বানর ও শুকর বানিয়ে দেবেন"।

নবী করীম (স:) আরো বলেছেন- আল্লাহ তাআলা আমাকে জগতের জন্য রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছেন। আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে মুখের ও হাতের যত বাদ্য যন্ত্র আছে সব বিনষ্ট করে দেবার জন্য (মুসনদে আহমদ)। তিনি আরো বলেছেন- যে ব্যক্তি গান গাইবে এবং যে গাওয়াইবে উভয়ের উপর আল্লাহ তাআলার লা'নত। (বায়হাকী)।

গান বাজনা নিষিদ্ধ হওয়ার মূলে মাওলানা এই হাদীসটি উপস্থান করেছেনঃ হাদীস শীফে বর্ণিত আছে, নযর ইব্ন হারিছ শুধুই এই উদ্দেশ্যে গায়িকা খরিদ করত যে, তার দ্বারা মানুষকে আল্লাহর রাস্তা হতে বিরত রাখবে। যখন সে কারো সম্বন্ধে জানতে পারত যে, লোকটি ইসলাম কবুল করতে ইচ্ছুক। তখনই সে ঐ গায়িকাকে সেই ব্যক্তির নিকট পাঠিয়ে দিত, যেন মনোমুগ্ধকর গান শুনিয়ে ইসলাম গ্রহণ করা হতে বিরত রাখে। এছাড়া সে ঐ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলত যে, দেখ এই গান বাজনা উত্তম না মুহাম্মদ (সা:) তোমাকে যে, ধর্ম গ্রহণ করতে উপদেশ দিচ্ছে তা উত্তম? তখন ঐ ব্যক্তির জন্য উত্তর দেয়া কষ্টকর হয়ে পড়ত।[১]

[১] আ. গ্র. পৃ-১৬

Dhaka University Institutional Repository

গান বাজনা সম্পর্কে মহাকবি আল্লামা ইকবাল বলেছেন-

مي تجهكو بتاتا هون تقدير امم كيا هے : شمشير سنان اول طاوس رباب آخر

অর্থ- আমি কি তোমাকে জাতির ভাগ্য সম্পর্কে বলবো? তরবারি ও বর্শা তার অগ্রগতি সাধন করে এবং বাদ্য যন্ত্র এর পতন ঘটায়।[১] মাওলানা আলোচ্য গ্রন্থে সঙ্গীত শ্রবনের ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করেছেন। কুরআন হাদীস ও সুফীয়ায়ে কেরামের দৃষ্টিতে সঙ্গীত হারাম হওয়ার ব্যাপারে প্রামাণ্য দলিলাদি উপস্থাপন করেছেন।

গ্রন্থটির ৩১ পৃষ্টা হতে শেষ পর্যন্ত দেশ বরন্যে উলামায়ে কেরামের গান বাজনা হারাম হওয়া সম্পর্কিত অভিমত মাওলানা লিপিবদ্ধ করেছেন।[১]

আট. পবিত্র মাহে রমজানে পালনীয় কয়েকটি উপদেশ ও জরুরী মাসায়েল

এটি মাওলানার রচিত একটি ছোট পুস্তিকা। এটির পৃষ্ঠা সংখ্যা-২২, বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছে। ২০০০খ্রী. নভেম্বরে এই পস্তিকাটির তৃতীয় সংস্করন প্রকাশিত হয়েছে। এটির মূল্য ৫ টাকা। পুস্তিকাটির ছোট পরিসরে মাওলানা নিম্নলিখিত বিষয়গুলো কুরআন ও হাদীসের আলোকে আলোকপাত করেছেন। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, রোযার

[১] আ. প্র. গ্র. পৃ-৯, ১০

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্ব, তাৎপর্য, রোযার জরুরী মসআলা-মসায়েল, তারাবী এর নামায রোযা ভঙ্গের কারণ, তাহাজ্জুদের গুরুত্ব ও আদায়ের নিয়মাবলী, ইশরাকের নামায, দোহার নামায, কদরের রাত্রির গুরুত্ব ও ইবাদত বন্দেগী, যাকাত এর গুরুত্ব, যাকাত, ফিতরা দেয়ার নিয়ম, যাকাত না দেয়ার পরিণতি ইত্যাদি। পুস্তিকাটি ছোট হলেও পাঠক কৃর্তক সমাদৃত হয়েছে। রমযানের মসআলা মসায়েলের জন্য এটি একটি অনুসরনীয় পুস্তিকা।

নয়. চল্লিশ হাদীস ও চল্লিশ বাণী

এ গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৮, বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে বইটি প্রকাশিত হয়েছে। এটির মূল্য ২০ টাকা। ১৯৭৮খ্রী. বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৮২, ৮৮ ও ৯৪ সালে বইটির দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মাওলানা মূলত এই বইতে ৪০টি সহীহ হাদীসের আরবী উদ্ধৃতি এবং সাহাবীদের ও অন্যান্য মনীষীদের বক্তব্যের আরবী উদ্ধৃতি বাংলা অর্থসহ লিপিবদ্ধ করেছেন। এই বইটি ইসলামী জীবন গঠনেও দিক নির্দেশনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। শিশু কিশোরদের চরিত্র গঠনে এ গ্রন্থটির ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্কুল ও মাদরাসায় মাধ্যমিক স্তরে এটি পাঠ্য পুস্তক হিসেবে মনোনীত হলে ইসলামী যিন্দেগীর পথ সুগম হবে।[২]

---

[১] আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র পৃ.-৮৮, ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত-২০৪

[২] আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, পৃ-৯২, ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-২০৪

Dhaka University Institutional Repository

দশ. রফিকুছ ছালেকীন (আল্লাহর নৈকট্য প্রার্থীদের সাথী)

দ্বিতীয়ভাগ

এই গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫০। এটির মূল্য ১৫ টাকা। ইহা বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী ধনিয়ালা পাড়া, ডিটি রোড, চট্টগ্রাম হতে প্রকাশিত। ১৯৭৮খ্রী. ইহা প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৮খ্রী. প্রকাশিত হয়। মাওলানার মুর্শিদ মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহ:) এর অমর বানীসমূহ যা আরবী, উর্দ্দু ও ফার্সী ভাষায় মাওলানার নিকট সংরক্ষিত ছিল তার কিছু অংশ অত্র গ্রন্থে বাংলায় আলোচিত হয়েছে। মাওলানা তাঁর মুর্শিদের বাগদাদ সফরের সময় বিভিন্ন স্থান ও মাযার যিয়ারত কালীন ঘটনা প্রবাহ অত্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তরীকত এর লোকদের জন্য এই গ্রন্থটি একটি রুহের খোরাক স্বরূপ। এই গ্রন্থে শিক্ষা মূলক বানী বর্ণিত হয়েছে আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে। তার কিয়দংশ উপস্থাপন করা হলো। মাওলানা রুমী বলেছেন-

بندگي كن بندگي كن بندگي : زندگي بے بندگي شر مندگي –

অথ- মাওলানা রুমী বলেছেন হে বান্দাহগন তোমরা বন্দেগী বা আল্লাহর ইবাদত কর। কারণ বন্দেগী ছাড়া জীন্দেগী বা জীবন যাপন করা লজ্জাজনক।

তিনি আরো বলেছেন-

نمي گويم كه ازدنيا جدا باش : بهر كار يے كه باشي با خدا باش –

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ- "আমি এই কথা বলছিনা যে ইবাদত করার জন্য সম্পূর্ণরূপে দুনিয়া হতে পৃথক হয়ে যাবে এবং প্রতিটি কাজ কর্মে আল্লাহতাআকে স্মরণ করে চলবে"।[১]

মাওলানার মুর্শিদ মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহ:) বলেছেন- কিছু লোক দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে ধনীদের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং দরিদ্রদের সাথে সম্পর্ক রাখাকে খারাপ মনে করে। তাদেরকে জেনে রাখা উচিত ধনীগন বিপদে কাজে আসবে না কারন তারা দরিদ্রদের অবহেলা করে আল্লাহর অসন্তুষ্টি লাভ করেছে। বুজুর্গদের এই বাক্যই তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-

نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ব্যতীত শুধুমাত্র দুনিয়াবী স্বার্থের জন্য কোন কাজ করলে উভয় দিকে বঞ্চিত হতে হয়।

এগার. তালিমে হজ্জ ও জিয়ারত

এটি মাওলানার হজ্জ বিষয়ক মৌলিক প্রামাণ্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে ১৯৮৮খ্রী. জুন মাসে প্রকাশিত হয়। বইটির ২য় সংস্করণ ১৯৯৩খ্রী. এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮২, মূল্য ২০ টাকা। মাওলানা আলোচ্য গ্রন্থে হজ্জের ফরজ, ওয়াজিব ও বিভিন্ন আহকাম এবং হজ্জ কার্য সমাধানের প্রয়োজনীয় মাসআলা লিপিবদ্ধ করেছেন। তাছাড়া তিনি একই সাথে হজ্জ ও যিয়ারত সমাধান কালের সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যার সমাধানও এতে সন্নিবেশিত করেছেন। এ গ্রন্থে মাওলানা হজ্জের নিয়্যাত, দু'আ

[১] আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, পৃ.-১৯, ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ.-১৭

Dhaka University Institutional Repository

ইত্যাদি হরকত সহকারে আরবী উদ্ধৃত্তি লিপিবদ্ধ করেছেন। মাওলানা জীবদ্দশায় ৩৩ বার হজ্জ্ব সমাপন করেছেন। এ গ্রন্থটি তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে লিপিবদ্ধ করেছেন।হজ্জ্ব ও জিয়ারত বিষয়ে এই বইটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাই বইটি হাজ্জীদের জন্য অতি নির্ভরযোগ্য ও অনুসরণীয় গ্রন্থ।[১]

বার. তফসীরে আউযুবিল্লাহ

এটি মাওলানার একটি মৌলিক গ্রন্থ। শাহ্ আবদুল জব্বার আশশরফ একাডেমী, চট্রগ্রাম হতে বইটি ১৯৭৭খ্রী. আগষ্ট মাসে প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪, মূল্য ৪০ টাকা। ১৯৯০ ও ১৯৯৯খ্রী. বইটির ২য় ও ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বইটির স্বল্প পরিসরে আউযুবিল্লাহর বিশ্লেষন, তাৎপর্য, ফজীলত এবং এতদসংক্রান্ত মসাইল আলোচিত হয়েছে। মাওলানা ইহার তাফসীর প্রসঙ্গে উলামায়ে কিরামের মতামত, ছুফিয়ায়ে কেরামের অভিমত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ঠ করার জন্য কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করে তার নিখুঁত বিশ্লেষণ বইটিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কুরআন, হাদীস ও মনীষীদের মূল্যবান বাণীর আলোকে বিভিন্ন উপমা ও ঘটনাবলীর নিরিখে " আউযুবিল্লাহ" এর তাফসীর বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে গ্রন্থটিতে। এটি পাঠকদের মধ্যে শয়তানের স্বরূপ ও তার যাবতীয় কর্মকান্ডের ব্যাপারে সতর্ক করতে সহায়তা করবে এবং শয়তানের যাবতীয় ষড়যন্ত্র থেকে পরিত্রান লাভের পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবে। মাওলানা গ্রন্থটিতে হযরত মুসা (আঃ) এর নিকট শয়তানের তিনটি গোপন তত্ত্ব প্রকাশ প্রসঙ্গে লিখেছেন।" আমি (শয়তান) মানুষকে তিন অবস্থায় খারাবীর দিকে নিয়ে যেতে পারি।

---

১ ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-২০৫, আধ্যাত্মিক উজ্জল নক্ষত্র পৃ- ৯২

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অবস্থা হলোঃ মানুষ যখন ভীষণভাবে রাগান্বিত হয়ে যায়। তখন আমি তার খুনের (রক্তের) সাথে মিলিত হয়ে নিজেই তাদের শিরায় শিরায় চলি এবং আমি যা ইচ্ছা তা তাকে দিয়ে করিয়ে থাকি।

দ্বিতীয় অবস্থা হলোঃ যখন কোন ঈমানদার ব্যক্তি জিহাদে শরীক হয় তখন তাকে আমি ঘরবাড়ি ও পরিবার পরিজনের কথা স্মরণ পূর্বক শহীদের মর্যাদা হতে মাহরূম করিয়ে দিই।

তৃতীয় অবস্থা হলোঃ যখন কোন পুরুষ বেগানা স্ত্রীলোকের (গাইরে মুহরিম) সঙ্গে নির্জন স্থানে বা খালিঘরে একত্র হয়, তখন তাদের অন্তরে আমি কুখেয়াল আনয়ন করিয়ে দিই এবং প্রায় সময়ই কুকাজেও লিপ্ত করিয়ে দিই।[১]

শয়তান পনের প্রকার মানুষের প্রতি নারায বা অসন্তুষ্ট থাকেন। তারা হলেনঃ

১) নবী ও ওলী, ২) ন্যায় বিচারক শাসক, ৩) আজেযী ও বিনয়কারী ধনী, ৪) সৎ ব্যবসায়ী, ৫) নম্র ও বিনয়ী আলিম, ৬) মুসলমানের উপকারকারী, ৭) দয়ালু ঈমানদার, ৮) তওবাকারী, ৯) পরহেজগার ব্যক্তি, ১০) যারা সর্বদা ওযু রাখেন, ১১) দানশীল ব্যক্তি, ১২) চরিত্রবান ব্যক্তি, ১৩) পরোপকারী লোক, ১৪) সর্বদা কুরআন তেলাওয়াতকারী, ১৫) তাহাজ্জুদ গোজার লোক।

দশ প্রকার মানুষের প্রতি শয়তান খুব সন্তুষ্ট । তারা হলোঃ

১) জালিম শাসক, ২) অহংকারী ধনী, ৩) অসাধু ব্যবসায়ী, ৪) শরাবী বা মদখোর, ৫) চোগলখোর, ৬) রিয়াকারী বা প্রদর্শনেচ্ছু ব্যক্তি, ৭) সুদখোর-

---

[১] আ.গ্র.পৃ-৪১

Dhaka University Institutional Repository

ঘুষখোর, ৮)য়াতীমের মাল ভক্ষণকারী, ৯) যাকাত অনাদায়কারী, ১০) দীর্ঘ আশাপোষণকারী।[১]

মাওলানা গ্রন্থটির শেষের দিকে ফেরকায়ে জবরিয়া বা জবরিয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এটি একটি বাতিল ফেরকা বা দল।[২]

মাওলানার অনুবাদ গ্রন্থ

এক. আল ইহসান

এটি মাওলানার ইন্তেকালের পর প্রকাশিত ও তাঁর সর্বশেষ অনুবাদ গ্রন্থ। গ্রন্থটি শাহ আবদুল জব্বার আশ শরফ একাডেমী, চট্টগ্রাম হতে মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী কর্তৃক ১৫ জানুয়ারী ১৯৯৯খ্রী. প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠা-২৩২, মূল্য ৭৫ টাকা। তাসাওউফকে হাদীসের ভাষায় ইহসান বলা হয়। উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপিঠ দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসা থেকে "মাহনামা দারুল উলুম"। (মাসিক দারুল উলুম) পত্রিকা আল ইহসান নামে ১৯৯৩খ্রী. বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এতে ভারত বর্ষের বিশিষ্ট এগারজন আলিমে দীন কুরআন ও হাদীসের আলোকে তাসাওউফ সংক্রান্ত তথ্যবহুল আলোচনা পেশ করেছেন। যা আধ্যাত্মিক জগতের একটি মাইলফলক। গ্রন্থটি প্রণয়নে মাওলানা আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক সহযোগিতা প্রদান করেছেন। গ্রন্থটি প্রসঙ্গে মাওলানা বলেন- "তাসাওউফ কুরআন হাদীস সম্মত। এ গ্রন্থটি দ্বারা মুসলিম উম্মাহ বিশেষ করে আলিম সমাজ যথেষ্ট উপকৃত হবেন এবং তাসাওউফ সম্পর্কে

---

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-৪৪

[২] পূ.গ্র.পৃ, ২০৪, আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, পৃ-৯১

Dhaka University Institutional Repository

তাদের স্বচ্ছ ও বাস্তব জ্ঞান সঞ্চয় হবে। তাই আমি মুসলিম উম্মাহর প্রয়োজন ও দিক নির্দেশনার লক্ষ্যে এ গ্রন্থটির নয়টি প্রবন্ধ বাংলায় অনুবাদ করি।" এই নয়টি প্রবন্ধের আলোকে আল ইহসান গ্রন্থটি প্রণীয়। গ্রন্থটির প্রবন্ধগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে প্রদান করা হলো। এ গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন মাওলানা হাবীবুর রহমান কাসেমী।

মাওলানা ইজায আহমদ আজমী মাদরাসা শায়খুল উলুম, শেখপুরা, আজমগড়, তাসাওউফঃ একটি পরিচিতি প্রবন্ধে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলো আলোচনা করেছেন।

১. তাসাওউফ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারনা, ২. তাসাওউফ হচ্ছে একটি পারিভাষিক শব্দ, ৩. তাসাওউফের হাকীকত, ৪. সুন্নাতের অনুসরণ, ৫. সার-সংক্ষেপ, ৬. ইসলামে তাসাওউফের স্থান, ৭. নফসের পরিশুদ্ধির গুরুত্ব, ৮. তাসাওউফের শ্রেণী বিন্যাস, ৯. তাসাওউফের উদ্দেশ্য, ১০. সূফীয়ায়ে কিরামের আখলাকের বিস্তারিত বিবরণ, ১১. একীন বা বিশ্বাসের দৃঢ়তা, ১২. তাসাওউফের ভূমিকা, ১৩. সাহচর্যতার রহস্য, ১৪. বায়আত, ১৫. বায়আতের প্রয়োজনীয়তা, ১৬. শায়খে কামেল, ১৭. শায়খে কামেলের পরিচিতি, ১৮. কিছু প্রয়োজনীয় এবং উপকারী হিদায়ত, ১৯. শায়খকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করা, রিয়াযত ও মুজাহাদা বা চেষ্টা-সাধনা, ২০. মাধ্যম এবং উদ্দেশ্যের পার্থক্য, ২১. নফস এবং শয়তানের ছিদ্রান্বেষন, ২২. মুজাহাদা বা চেষ্টা সাধনার প্রকারভেদ, ২৩. শারীরিক মুজাহাদার রুকন সমূহ, ২৪. নফসের মুজাহাদা, ২৫. মুজাহাদার মধ্যে মধ্যপন্থা অবলম্বন, ২৬. রোগের কঠোরতা এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার ব্যয়বহুলতা, ২৭.

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তা'আলার যিকির আশগাল ও মুরাকাবা, ২৮. আশগাল, ২৯. আশগালের প্রয়োজনীয়তা, ৩০. মুরাকাবাত, ৩১. মুশারিতা ও মুহাসিবা, ৩২. মুরাকাবার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদী ও ফলাফল, ৩৩. উচ্চাঙ্গের হার, ৩৪ কথেক উচ্চাঙ্গ সম্পন্ন হালের বর্ণনা, ৩৫. ইলহাম-কাশফ, ৩৬. কাশফের প্রকারভেদ, ৩৭. কাশফ সংক্রান্ত জ্ঞানের স্তর।

মাওলানা আখতার ইমামে আদেল, দারুল উলুম, হায়দারাবাদ। সূফীবাদঃ একটি পরিচিতি এ প্রবন্ধের পরিসরে স্থান পেয়েছে তাসাওউফের পরিভাষা, উৎস এবং হাকীকত, তসাওউফের হাকীকত, তাসাওউফের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তারা হলেন- ১. হযরত রাবেয়া বসরী (রহঃ), তিনি হচ্ছেন তাসাওউফের একজন খ্যাতনামা মহিলা, যার দৃষ্টান্ত মানবতার ইতিহাসে একান্ত বিরল, ২. হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) (মৃ.১৬১হি.), ৩. হযরত সূফীয়ান সওরী (রহঃ) (৯৭হি.- ১৬১হি.), ৪. হযরত যুননুন মিসরী (রহঃ) (মৃ.-২৪৫হি.), ৫. হযরত আবুল কাসেম জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) (মৃ.-২৯৭হি.), ৬. হযরত বায়েযীদ বিস্তামী (রহঃ) (মৃ.-২৬১হি.), ৭. মনসুর খাল্লাজ (রহঃ) (২৪৪হি.-৩০৯হি.), ৮. হুজ্জতুল ইসলাম আবু হামেদ আল গাযালী (রহঃ) (৪৫০হি.-৫০৫হি.), ৯. আবুল ফতুহ শিহাবুদ্দীন আস সুহারাওয়ার্দী (রহঃ) (৫৪৯হি.-৫৮৭হি.), ১০. শায়খে আকবর মহিউদ্দীন ইবনুল আরবী (রহঃ) (৫৬০হি.-৬৩৮হি.), ১১. আবুল হাসান আশ শাজলী (৫৯৩হি.-৬৫৬হি.), ১২. শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) (৪৭০হি.-৫৬১হি.), ১৩. হযরত আহমদ আর রিফায়ী (রহঃ) (মৃ.৫৮০হি.) ১৪. শায়েখ আহমদ আল

Dhaka University Institutional Repository

বদভী (রহঃ) (৫৯৬হি.-৬৩৪হি.), ১৫. ইবরাহীম আদ দসোকী (রহঃ) (৬৩৩হি.-৬৭৬হি.), ১৬. খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দী (রহঃ) (৬১৮হি.-৭৯১হি.)

তাসাওউফের বিভিন্ন সিলসিলা- ১. সিলসিলায়ে কাদেরিয়া, ২. সিলসিলাযে রেফায়িয়া, ৩. সিলসিলায়ে আহমদিয়া, ৪. সিলসিলায়ে দমুকিয়া, ৫. সিলসিলায়ে শাজলিয়া, ৬. সিলসিলায়ে মওলুবিয়া, ৭. সিলসিলায়ে নকশবন্দিয়া, ৮. সিলসিলায়ে চিশতিয়া, ৯. সিলসিলায়ে মলামতিয়া, ১০. সিলসিলায়ে আকবরিয়া। তাসাওউফের প্রতিষ্ঠিত দিক, তাসাওউফের বাতিলকৃত দিক।

মাওলানা সিবগাতুলত্মাহ বখতিয়ারী, কুরআন সুন্নাহর আলোকে প্রবীণ তাসাওউফ প্রবন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়য়াবলি আলোচনা করেন। ১. বায়আত এবং এর প্রমাণ, ২. বায়আত গ্রহণের অধিকার রাখেন শায়খ অথবা মুর্শিদ, ৩. তরীকত এবং তাসাওউফ হচ্ছে প্রাচীন সুন্নাত, ৪. সুফিয়ায়ে কিরামের কার্যাবলী এবং নফসের পরিশুদ্ধি, ৫. ইহসান অন্তরের পরিচ্ছন্নতা এবং তাসাওউফ, ৬. যিকিরের প্রতি গুরুত্বারোপ, ৭. বায়আতের কায়েদা, ৮. শরীয়ত ও তরীকত, ৯. নামে মাত্র পীর, ১০. মহিলাদের থেকে বায়আত গ্রহণের পদ্ধতি।

মুফতি জহীর উদ্দিন মিফতাহী লিখিত প্রবন্ধ অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা এবং এর প্রভাব। প্রফেসর খলীক নিজামী "তাসাওউফ এবং সুফীয়ায়ে কিরামের উদ্দেশ্য" প্রবন্ধে এই বিষয়গুলো আলোচনা করেছেন। ১. আল্লাহ প্রেম, ২. আল্লাহর পথে জীবন যাপন, ৩. মানবজীবনের উপর আল্লাহ প্রেমের প্রভাব, ৪. আল্লাহর

Dhaka University Institutional Repository

ভালবাসা সৃষ্টির পথ. ৫. সূফী এবং চারিত্রিক প্রশিক্ষণ, ৬. আত্মিক উন্নতি, ৭. বায়আতের উদ্দেশ্য।

কাজী আতহার মুবারকপুরী লিখিত হিন্দুস্থানের প্রবীণ আউলিয়া ও মাশায়েখ প্রবন্ধে বিদেশ থেকে আগত আউলিয়া মাশায়েখ শিরোনামে ১৮জন আউলিয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। অগ্রগামী আউলিয়া ও মাশায়েখ শিরোনামে ২৬ জন আউলিয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হয়েছে।

প্রফেসর নেসার আহমদ ফারুকী, ইতিহাসের দৃষ্টিতে খাজা মঈন উদ্দিন সনজরী আজমিরী (রহঃ) প্রবন্ধে খাজা মঈন উদ্দিন (রহঃ) সম্পর্কে আলোকপাত করেন।[১]

দুই. তোহফাতুল উশশাক বা প্রেমিকদের তহফা

এটি মাওলানার অনুবাদ গ্রন্থ। মূল লেখক হযরত হাজী এমদাদ উল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রাহঃ)। মাওলানা স্বয়ং গ্রন্থটি জুলাই ১৯৮৬খ্রী. প্রকাশ করেন। এর পৃষ্ঠা ১০০, মূল্য ১৫ টাকা। এটি ফার্সী কবিতায় লিখিত একটি কাব্যগ্রন্থ। মাওলানা ফার্সী কবিতার পাশাপাশি বাংলা উচ্চারণ ও অর্থ লিপিবদ্ধ করেছেন। যা সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য সুখ পাঠ্য। এ গ্রন্থ সম্পর্কে মাওলানা বলেন- "হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রহঃ) একজন কামিল ওলী। যিনি তাঁর খোদা-প্রদত্ব ইলমে জাহের ও ইলমে বাতেনর প্রভাবে এই

[১] আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, পৃ-৯৩, ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-২০৬

Dhaka University Institutional Repository

উপমহাদেশের আপমর জনসাধারণকে আল্লাহর দিকে রুজু ও আকৃষ্ট করেছেণ। তাঁর দীনি ও ইলমী সাধনার ফল ও ফসল সমকালের সীমা ছাড়িয়ে আগত দিনের জনমনেও যেন আবেদন রাখতে পারে সেজন্যে ইহাকে তাঁর বিভিন্ন লেখার মধ্যে ধরে রাখতে চেষ্টা করেছেন। আল্লাহর ওলীরা মনোবিজ্ঞানী। তাঁরা মানুষের মনে খোদা প্রেমের আকর্ষণ সৃষ্টির বিভিন্ন প্রয়াস ও চেষ্টায় ব্রতী হয়ে থাকেন। তাঁর বিরচিত তুহফাতুল উশশাক কাব্য গ্রন্থটি যেন তাঁর সেই চিন্তারই ফসল। যা আমার মনকেও নাড়া দেয়। তাই এগুলিকে মাতৃভাষায় অনুবাদ করে মাতৃভাষাভাষীদের "করে" উপহার দিতে আমি প্রয়াস পেয়েছি। তিনি আলোচ্য কাব্যে তহফা নাম্মী এক রূপসী মেয়ের রূপের মোহে পাঠকের মনকে মোহাবিষ্ট করে তাদের মনে প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি বলেছেন- হে পাঠক! জাগতিক সৃষ্টি বস্ত তথা রবি-শশীর কিরণে যদি অন্য বস্তুতে ক্রিয়াশীল হয় তবে আল্লাহর ওলীগণের নেক ছোহবত অবলম্বনে তুমিও আল্লহর মিলন লাভে অবশ্যই ধন্য হবে। আল্লাহর তাআলার পবিত্র ওলীর সাধনার সুফল হতে আমাদের বাংলা ভাষাভাষীগণের মনে যেন খোদা প্রেমের প্রতি আবেগ সৃষ্টি হয় তাই "তহফাতুল ওশশাক" নামক কাব্য গ্রন্থটির বিশেষ বিশেষ অংশের বাংলা অনুবাদ করে প্রকাশ করলাম।" মূল লেখক গ্রন্থটির প্রারম্ভে আল্লাহর দরবারে মোনাজাতমূলক কবিতা মালা দিয়ে শুরু করেছেন। গ্রন্থটিতে ফার্সী কবিতায়

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন শিক্ষামূলক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যা আল্লাহ প্রেমিকদের জন্য অত্যন্ত উপাদেয়।[১]

তিন. আল মুনাব্বেহাত

এটি মাওলানার একটি অনুবাদ গ্রন্থ। এ গ্রন্থের মূল লেখক হযরত আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী (রাহঃ) (২৩ শাবান ৭৭৩হি. ২৮ যিলহজ্জ ৮৫২হি.)। মূল গ্রন্থটি আরবী ভাষায় রচিত। এ গ্রন্থিটির পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪৪, মূল্য ৬০ টাকা। শাহ আবদুল জব্বার আশশরফ একাডেমীর পক্ষে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল হাই কর্তৃক চট্টগ্রাম হতে ১৯৭৭খ্রী. প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৮৯ ও ১৯৯৯খ্রী. গ্রন্থটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এটি একটি উপদেশ মূলক গ্রন্থ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীস সাহাবী ও প্রসিদ্ধ মনীষীদের বাণী অত্র গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটির মধ্যে দুই বাক্যযুক্ত উপদেশাবলী হতে শুরু করে দশ বাক্য যুক্ত উপদেশাবলী শিরোনামে হৃদীস ও অমূল্য বাণী সমূহ সংযোজিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনে দিক নির্দেশনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মানুষের ঈমান আকীদা ও আমল আখলাক সুচারুরূপে গঠন ও পরিচালনায় এবং যাবতীয় পদস্থলন হতে বেছে থাকার উপায় নির্দেশক একটি অনবদ্য গ্রন্থ। গ্রন্থটির মূল লেখক তথ্য সূত্র উল্লেখ করলে গবেষকদের নিকট এটির আবেদন দ্বিগুন হারে বেড়ে যেত। যাই

---

[১] আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, পৃ.৯১, ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-২০৪

Dhaka University Institutional Repository

হোক গ্রন্থটি সুন্দর সমাজ-জীবন বিনির্মাণে ও ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান ও দর্শনে মানুষের জানার দিগন্তকে প্রসারিত করেছে এবং পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়েছে।

"আল মুনাবিব্হাত" শব্দের অর্থ সর্তককারী বা সতর্কবাণী। গ্রন্থটির নামকরণ তাৎপর্যপূর্ণ ও সার্থক হয়েছে। বইটির বাংলা অনুবাদ প্রসংগে বলিষ্ঠ ভাব ব্যঞ্জনায় মাওলানা এর ভূমিকায় বলেছেন- "এই কিতাবটি মুসলমান ভাই বোনের জন্য বিশেষ করে ধর্মভীরু ও ধর্মীয় জ্ঞান পিপাসুদের জন্য অতি উপকারী হবে কেননা উক্ত কিতাবটি নবী করীম (সা:) এর পবিত্র হাদীসসহ খোলাফায়ে রাশেদীনের মূল্যবান বাণী এবং অনেক মনীষী ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পন্ন সুফিয়ায়ে এজামের বিভিন্ন রকমের নসীহত ও উপদেশাবলীতে ভরপুর।[১]

চার. হৃদয়ের টানে মদীনার পানে

ইহা মাওলানার অনূদিত মদীনা শরীফের প্রামাণ্য ইতিহাস। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। শাহ আবদুল জব্বার আশশরফ একাডেমী, চট্টগ্রাম হতে এটি ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৯২ প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা-২৬৪, মূল্য ১৫০ টাকা। ১৯৯৯খ্রী. ডিসেম্বর মাসে ইহার দ্বিতীয় সংকলন প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির মূল নাম "জযবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব"। ইহা ফার্সী ভাষায় লিখিত। বিশ্ব বরেণ্য আলিম শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা আবদুল হক মুহাদ্দিস

---

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-২০৪, আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, পৃ.-৯৩

Dhaka University Institutional Repository

দেহলভী (রাহঃ) ইহা রচনা করেন। মদীনা মুনওয়ারার প্রামাণ্য ইতিহাস, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মাদানী যিন্দেগীর অনেক তথ্য বহুল ঘটনা, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জিহাদ সমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, ফযীলত পূর্ণ পবিত্র স্থান সমূহের আলোচনা, মূল্যবান, ব্যাখ্যা রাসূলের রওযা মুবারকের শান ও মর্যাদা এবং দরুদ শরীফের ফযীলত সহ ইসলামী জ্ঞান ভান্ডারের অনেক অমূল্য তথ্য এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থটি পাঠে ঈমানদারদের অন্তরে আল্লাহ রাসূলের মাহাব্বাতের জোয়ার সৃষ্টি হয়। ফার্সী ভাষায় রচিত এই গ্রন্থে লেখক যে সব বিষয়ের অবতারনা করেছেন তা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল।

পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারার নাম এবং উপাধিমূহের বর্ণনা। এখানে লেখক ৫৬টি মদীনার উপাধি মূলক নামের বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন- বরবা, বারা, মুহীব্বাহ হাবীবাহ, মাহবুবা আছেমাহ, ইত্যাদি।

হাদীস শরীফের আলোকে মদীনা শরীফের বর্ণনা এবং এর ফযীলতসমূহের বর্ণনা। ইমাম হুসায়ন (রাঃ) এর পরে ইয়াযীদের যামানায় সংঘটিত অপকর্ম সমূহের বর্ণনা। পবিত্র ভূমিতে আগুন বের হওয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ভবিষ্যত বাণীর বর্ণনা। মদীনা মুনাওয়ারার আদিম অধিবাসীদের বর্ণনা। ইয়াহূদীদের উপর অনারবদের আক্রমনের বিবরণ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মদীনা শরীফ আগমনের কারণ। আনসারদের শিক্ষক হযরত মুসআব ইবনে উমাযর (রাঃ) এর মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরতের বর্ণনা। জুম'আবারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)

Dhaka University Institutional Repository

এর মদীনায় প্রবেশ। হিজরতের (৬২১খ্রী.-৬৩২খ্রী.) প্রথম বর্ষ হতে একাদশ বর্ষ পর্যন্ত সময়ে রাসূল (সাঃ) এর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর বিবরণ। মসজিদে নববী নির্মাণের বিবরণ এবং অন্যান্য পবিত্র স্থান সমূহের বর্ণনা। মসজিদে নববীর স্তম্ভ সমূহের বর্ণনা। সুফফা এবং আসহাবে ছুফফার বর্ণনা। পবিত্র হুজরাসমূহ নির্মাণের বর্ণনা সাহাবায়ে কেরামের ঘরের দরজা এবং চলাচলের পথ মসজিদের দিকে থাকার বর্ণনা। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ইন্তিকালের পর মসজিদে নববীর পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধনের বর্ণনা। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর হুজরা শরীফের বর্ণনা। মুজিযা সম্পর্কিত ঘটনাসমূহের বর্ণনা। মসজিদে নববী রাওযতুন মিন বিয়াযিল জান্নাত এবং মিম্বার এর ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য ও এতদসম্পর্কিত হাদীসের বর্ণনা। মসজিদে কুবার নির্মাণ এবং অপরাপর মসজিদ সমূহের বর্ণনা। রাসূলুল্লাহর (সঃ) এর পদচারনে ধন্য কূপ সমূহের বর্ণনা। মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী প্রসিদ্ধ স্থান সমূহের বর্ণনা। জান্নাতুল বকীর ফযীলত এবং বিখ্যাত কবর সমূহের বর্ণনা। জান্নাতুল বকীর বিশিষ্ট কয়েকটি কবরের বর্ণনা। উহুদ পাহাড়ের ফযীলত ও শহীদগনের সর্দার হযরত হামযাহ (রা:) এর রওযার বর্ণনা। যিয়ারতের ফযীলত এবং আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) এর জীবিত থাকার বর্ণনা। আল্লাহর রাস্তায় শাহাদতবরণকারীগন জীবিত থাকার প্রমান এবং এতদসম্পর্কিত তথ্যবহুল আলোচনা। রাসূলুল্লাহ (সা:) এর রওযা যিয়ারতের হুকুম। মদীনা শরীফ অবস্থান কালের আদাব। দরুদ শরীফের ফযীলত এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহের বর্ণনা। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর অনুগ্রহ লাভ করার বর্ণনা

Dhaka University Institutional Repository

জুমুআর দরুদ শরীফে পাঠের ফযীলতের বর্ণনা সোমবার রাত্রিতে দরদ শরীফ পাঠের ফযীলত। বিভিন্ন সময়ে দরুদ শরীফ পাঠের ফযীলত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে স্বপ্নে দর্শন লাভের বিবরণ। হাদীস শরীফে বর্ণিত দরুদ শরীফ পাঠ করা সর্বোত্তম। রাসূল প্রেমিক প্রতিটি মানুষের জন্য গ্রন্থটি সুপাঠ্য। মাওলানার সাবলিল ও প্রাঞ্জল ভাষা শৈলীতে অনূদিত গ্রন্থটি পাঠক সমাজের জন্য অতি উপকারী।[১]

পাঁচ. ইলমে তাসাওউফের হাকীকত

এই বইটি ইলমে তাসাওউফের উপর একটি প্রামান্য গ্রন্থ। বইটির পৃষ্ঠা-১২০, মূল্য-৫০ টাকা। ইহার তৃতীয় সংস্করণ শাহ আবদুল জব্বার আশশরফ একাডেমী, চট্টগ্রাম হতে ১৯৯২খ্রী. প্রকাশিত হয়। ১৯৯৯খ্রী. ইহার চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির ভূমিকায় মাওলানা লিখেছেন- "১৯৮৩ সালে যখন কুয়েত সফরে গিয়েছিলাম। তখন কুয়েতের সাবেক আওকাফ মন্ত্রী সৈয়দ ইউসুফ হাসেম রেফায়ী শেখ আবদুল কাদের ইসা প্রণীত "হাকায়িক আনিত তাসাওউফ" নামক মূল্যবান কিতাবটি উপহার হিসেবে আমাকে প্রদান করেন। প্রথমে ইচ্ছা ছিল কিতাবটির হুবহু বাংলা তরজমা করবো। সেই ধারনা নিয়ে পান্ডুলিপি ও তৈরী করেছিলাম। পরে কিতাবটির বিরাট কলেবর দেখে পুরো কিতাবের তরজমা করার পরিবর্তে এর অংশ বিশেষ থেকে অতি জরুরী কয়েকটি

[১] ইসলামী সেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ. ২০৫, আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, পৃ.৯৩

Dhaka University Institutional Repository

বিষয় পাঠক সমাজের সামনে তুলে ধারার ইচ্ছা পোষণ করলাম। এ কারণে কোন কোন অংশে কিছু কথাও সংযোজিত করতে হয়েছে। বর্তমানে যে আকারে ইলমে তাসাওউফের হাকীকত বইটি পাঠকদের খেদমতে পেশ করেছি। ইহাকে আমার রচনা যেমন বলা যাবে না, তেমনি "হাকায়িক আনিত তাসাওফ" এর হুবহু তরজমাও বলা যাবে না। তবে মূল বক্তব্য ও দলিল প্রমানগুলো ঐ কিতাব থেকে নেয়া হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকায় মাওলানা ইলমে তাসাওউফ এর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেন-"আমাদের দেশে বাংলা ভাষায় ইলমে তাসাউফ এর গুরুত্ব সম্পর্কে কোন দলিল ভিত্তিক গ্রন্থ নাই বললেই চলে। এই শূণ্যতার সুযোগে এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোক তাসাওউফ সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর প্রচারনায় লিপ্ত রয়েছেন। তাদের মতে তাসাওউফ বা পীর মুরিদী তরীকাও বিদ্আত ও ইসলাম বহিভূর্ত। প্রাচীন গ্রীক দর্শন ও হিন্দুদের বৈরাগ্যবাদ থেকে ইহা ইসলামী সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে। অথচ কুরআন মাজীদের জাহেরী ও বাতেনী উভয় জ্ঞানের সমন্বিত রূপই হচ্ছে ইসলাম। এগ্রন্থটি ইলমে তাসাওউফ সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী লেখকদের অপপ্রচারের জবাব হবে এবং তাদের সামনে বিশাল আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দিগন্ত উন্মেচিত করবে। মাওলানা বলেন, পীর ফকীরের নামে যে সব ভন্ড বিভিন্ন দরবার ও মাযার সাজিয়ে বাজার বানিয়েছে প্রকৃতপক্ষে তারাই ইসলাম ও তাসাওউফের বদনাম। যেহেতু তারা মানুষের টাকা পয়সা পীর ও মাযারের নামে অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করছে। এ সব অপকর্ম দেখে অনেকে পীর মুরিদী বন্ধ করার ফতওয়া দিয়ে থাকেন। মাওলানা

Dhaka University Institutional Repository

বলেন মানুষের সবেচেয়ে মুল্যবান সম্পদ হল স্বর্ণ। অথচ এই স্বর্ণেই ভেজাল বেশী। তাই ভেজালের কারণে কি কেউ স্বর্ণের দোকান সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়ার পরামর্শ দেবে? ধরুন কম্বলে ছারপোকা হয়েছে এ জন্য কি কম্বলটাই জ্বালিয়ে দেবে? নাকি চারপোকা বাছাই করে কম্বলের হেফাজত করবে? উত্তর হবে কম্বলের হেফাজত অবশ্যই জরুরী। তেমনি সত্যিকার তাছাওউফের সাধনা করা ও শরী'আত ভিত্তিক তরীকতের অনুসরণে করা জরুরী (আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকা)।

বইটি দুইটি অধ্যয়ে বিভক্ত। তাসাওউফ বা সুফীবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে এ গ্রন্থে। প্রতিটি বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে যুক্তি প্রমানের ভিত্তিতে। কুরআন হাদীস ও অন্যান্য কিতাবের মূল আরবী উদ্ধৃতি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

ইলমে তাসাওউফ সম্পর্কে বিখ্যাত মনীষীদের মতামত-

قال القاضي شيخ الإسلام ذكريا الأنصارى (رح) : التصوف علم يعرف به أحوال تزكية النفوس و تصفية الأخلاق و تعمير الظاهر و الباطن لنيل السعادة الأبدية –

কাজী শাইখুল ইসলাম যাকারিয়া আল আনসারী (রাহ:) বলেন- তাসাওউফ হচ্ছে এমন একটি জ্ঞান যদ্ধারা চিরন্তন সৌভাগ্য লাভের জন্য নফসের (প্রবৃত্তি) পরিশুদ্ধি, চরিত্রের সংশোধন এবং জাহেরী ও বাতেনী (বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন) সৌন্দর্য অর্জনের পন্থা অবগত হওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

قال الشيخ أحمد زورق (رح): التصوف علم قصد لاصلاح القلوب و افرادها لله تعالي عما سواه و الفقه لإصلاح العمل و حفظ النظام و ظهور الحكمة بالأحكام و الأصول-

অর্থ হযরত শায়খ আহমদ যওরাক (রাহ:) বলেন- তাসাওউফ এমন একটি জ্ঞান যার উদ্দেশ্যে হচ্ছে ক্বলবের সংশোধন। ক্বলব থেকে আল্লাহ ছাড়া বাকী সব কিছু বের করে দেয়া। ফিক্হ হচ্ছে আমলের সংশোধন, শরীআতের বিধান সংরক্ষণ, শরীআতের নির্দেশাবলী ও মূলনীতি সমূহের সূক্ষ্ম বিষয়াদি প্রকাশ করার জ্ঞান।

قال السيد الطائفة جنيد بغدادي (رح): التصوف إستعمال كل خلق سني وترك كل خلك دني –

অর্থঃ হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রাহ:) বলেন- আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বীয় ব্যবহারিক জীবনে সু-স্বভাব সমূহের বাস্তবায়ন এবং কু-স্বভাব সমূহ বর্জন।

قال إبن عجيبة : التصوف هو علم يعرف به كيفية السلوك إلي حقرة الملك الملوك-

হযরত ইবনে আজীবা (রাহ:) বলেন- তাসাওউফ হচ্ছে মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের পথ চলার নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।

تصفية البواطن من الرذائل و تحليتها بانواع الفضائل و أوله علم و أوسطه عمل وأخره موهبة-

স্বীয় অন্তরকে শরীআত বিরোধী কু স্বভাব থেকে পবিত্র করা এবং শরীআত সম্মত সু স্বভাব দ্বারা অলংকৃত করাই তাসাওউফ। তাসাওউফের প্রাথমিক স্তর হচ্ছে জ্ঞান, মাধ্যমিক স্তর হচ্ছে আমল (কর্ম) আর শেষ স্তর হচ্ছে আল্লাহর প্রদত্ত প্রজ্ঞা ও বাতেনী নেয়ামত।

Dhaka University Institutional Repository

قال صاحب كشف الظنون : هو علم يعرف به كيفية ترقي أهل الكمال من النوع الإنسان في مدارج سعاداتهم –

কাশফুল জুনুনু গ্রন্থকার বলেন- মানুষের মধ্যে বিশেষ বিশেষ উন্নত গুণাবলীর শ্রেণী সমূহ অতিক্রম করে কামালিয়াতের যোগ্যতা হাসিলের নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হওয়ার নাম ইলমে তাসাওফ।[১]

প্রকৃত পক্ষে সূফীবাদ ইসলামের একটি নিজস্ব ধ্যান ধারনার ফল। অর্থাৎ সূফীবাদ ইসলাম থেকে উদ্ভুত এবং ইসলামের রিয়াযত ও মুজাহাদার ফলই হচ্ছে সুফীবাদ।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

هو الأول و الأخر و الظاهر و الباطن o

অর্থঃ তিনি (আল্লাহ) হচ্ছেন প্রথম, শেষ, জাহের ও বাতেন (৫৭ঃ৩)। বলেছেন)-

انزل القران علي سبعة أحرف لكل أية منها ظهر و بطن -(رواه في شرح السنة)-

অর্থাৎ আল কুরআন সাত অক্ষর বা উপভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। প্রত্যেক আয়াতের বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত অর্থ আছে (শরহে সুন্নাহ)।[২] ফিকহ, তাসাওউফ, আকাইদ একটি অন্যটির জন্য অত্যাবশ্যকীয়। যেমন- আত্মা, দেহ

[১] আ.গ্র.পৃ-. ৯-১১
[২] আ. গ্র. পৃ.১৭-১৮

Dhaka University Institutional Repository

ও মন একটি অন্যটি ব্যতীত পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। ইমাম মালিক (রাহ:) বলেছেন-

من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن تفقه و لم يتصوف فقد تفسق و من تفقه وتصوف فقد تحقق-

যে ব্যক্তি তাসাওউফ শিক্ষা করল কিন্তু ফিক্হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করল না, সে যেন বেদ্বীনের মধ্যে পরিগণিত। আর যে ব্যক্তি ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করল, কিন্তু ইলমে তাসাউফ শিক্ষা করে নাই সে ফাসিকের মধ্যে গন্য। আর যে ব্যক্তি ফিক্হ ও তাসাওউফ উভয় জ্ঞান অর্জন করে সে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করল। শরীআতের ভাষায় তাকে হক্কানী আলিম রূপে আখ্যায়িত করা হয়।[১]

কাজেই ইলমে তাসাওউফের গুরুত্ব অপরিসীম। শরীআতের বিধানসমূহ দুপ্রকার। ১) আহকামে জাহেরী, ২) আহকামে বাতেনী আহকামে জাহেরী আবার দুই প্রকার, ক) আদেশাবলী, যেমনঃ নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও ইকামতে দীন ইত্যাদি।

খ) নিষেধাবলী যেমন- হত্যা, ব্যভিচার চুরি ইত্যাদি। আহকামে বাতেনী- যা কলবের সাথে সম্পর্কিত তা আবার দুই প্রকার। ক) আদেশাবলী যেমন- আল্লাহ ফেরেস্তা, কিতাব আখেরাত, তাকদীরের উপর বিশ্বাস, ইখলাস

[১] আ.গ্র. পৃ.-২০

Dhaka University Institutional Repository

(ঐকান্তিকতা) রেজা (সন্তুষ্টি) সিদ্‌ক (সত্যবাদিতা) খুশু (আল্লাহভীতি) ও তাওয়াক্কুল (ভরসা) ইত্যাদি।

খ) নিষেধাবলী যেমন- কুফরী, মুনাফেকী, তাকাবুরী, (গর্ব) আত্মগৌরব, রিয়া (লোক দেখানো আমল বা প্রদর্শনেচ্ছা) প্রতারনা, হিংসা, বিদ্বেষ ইত্যাদি। জাহের এবং বাতেন সব আহকামই গুরুত্বপুর্ণ। বাতেন জাহেরের ভিত্তি প্রস্তর। যদি এর মধ্য ত্রুটি থাকে তাহলে জাহেরী আমল ত্রুটি যুক্ত হয়ে যাবে। রাসুল (সঃ) বলেছেন-

إن في جسد بني ادم مضغة فإذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا و هي القلب-

নিশ্চয় মানব দেহে একটুকরা গোশত রয়েছে। যখন উহা পরিশুদ্ধ হবে তখন সমস্ত দেহ পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে। যদি উহা ত্রুটিযুক্ত হয় তবে সমস্ত দেহ ত্রুটিযুক্ত হয়ে যাবে। যেনে রাখ এই গোশতের টুকরাটি হল ক্বলব।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরো বলেছেন-

ان الله لا ينظر الي صوركم ولا الي اعمالكم و لكن ينظر الي قلوبكم -

আল্লাহতাআলা তোমাদের আকৃতিও তোমাদের কার্যাবলীর দিকে তাকাবে না বরং তোমাদের অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন।[১]

নফসের মুজাহাদা ও পরিশুদ্ধি ইলমে তাসাওউফের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জিহাদ ও মুজাহাদা এর অর্থ দুশমনকে প্রতিরোধ ও দমন করার জন্য সর্ব শক্তি নিয়োগ

Dhaka University Institutional Repository

করা বা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। জিহাদ তিন প্রকার- ১) প্রকাশ্য দুশমনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, ২) শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, ৩) নফসের সাথে জিহাদ করা।[২] মুজাহাদা বা আধ্যাত্মিক সাধনার প্রথম পর্যায়ের কাজ হলো নফসের সাথে জিহাদ করা। আল্লাহ তালায়া বলেছেন-

অর্থঃ নিশ্চয় প্রবৃত্তি বা নফ্স সর্বদা মন্দ কাজের জন্য প্ররোচনা দেয়। (১২ঃ৫৩)

কাজেই মুজহাদা বা আধ্যাত্মিক সাধনার প্রথম করণীয় কাজ হলো দেহের সাতটি অঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট গোনাহ হতে সম্পূর্ণ বিরত থাকা সাতটি অঙ্গ বলতে বুঝায়। ১) মুখ বা জবান, ২) দুই কান, ৩) দুই চোখ, ৪) দুই হাত, ৫) দুই পা, ৬) পেট, ৭) লজ্জাস্থান, এই সাতটি অঙ্গের দ্বারা নির্দিষ্ট কতগুলো গোনাহ বা পাপ সংঘটিত হতে পারে। সাধকের কর্তব্য হলো সে সব পাপ থেকে অঙ্গসমূহকে বিরত রাখা। এগুলো দ্বারা সাওয়াবের কাজ করাও সম্ভব। কাজেই দেহের এসব অঙ্গকে সৎকাজে ব্যাপৃত রাখতে হবে।[৩]

তরীকতের সাধনার পাঁচটি রোকন বা স্তম্ভ রয়েছে- ১) যিকর, ২) মুযাকারা, ৩) মুজাহাদা, ৪) ইলম, ৫) মাহাব্বাত বা (ভালবাসা ও সম্প্রীতি)[৪]

---

[১] পৃ-২২
[২] আ.গ্র.পৃ. ৮-৮১
[৩] আ.গ্র. পৃ.৮৩,৮৪
[৪] আ. গ্র. পৃ.৮৮

Dhaka University Institutional Repository

এ গ্রন্থটি তরীকতের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সাধনায়রত ব্যক্তিগনের অন্যতম পাথেয়। সর্বোপরি এটি তাসাওউফ সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারনা নিরসনের সহায়ক অনন্য গ্রন্থ।[১]

ছয়. আছরারুল আহকাম

ইহা পাক ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিমে দীন বিশিষ্ট মুফাসসির ও মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী কর্তৃক উর্দ্দু ভাষায় রচিত একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। শরীআত ও তরীকতের বিধি বিধানের যুগোপযোগী যুক্তিপূর্ণ প্রশ্নোত্তর এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থটির প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে মাওলানা ইহাকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২০। মূল্য ৫০ টাকা। ইহা শাহ আবদুল জব্বার আশশরফ একাডেমী, চট্টগ্রাম হতে ১৯৯২খ্রী. জুলাই মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৯৮খ্রী. ডিসেম্বর মাসে দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির স্বল্পায়তনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন যুগোপযোগী প্রশ্নের যুক্তিপূর্ন ও বৈজ্ঞানিক সমাধান পেশ করা হয়েছে। যা ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে মানুষের চিন্তা শক্তির প্রসারতা প্রদান করেছে। তা হলোইসলাম এবং কলেমায়ে তায়্যিবা, নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ ও যিয়ারত জিহাদ ও শাহাদত, নিকাহ ও তালাক, ইসলামের শান্তি সমূহ,

[১] অগ্রদূত, পৃ.২০৫, উজ্জল নক্ষত্র, পৃ.৯০

Dhaka University Institutional Repository

তরীকত, আকায়েদে ইসলামী, কবর ও দাফন, কিয়ামত, বেহেশত ও দোযখ, মুনাজাত, তকদীরের মাসআলা, এবং বিবিধ প্রশ্নের উত্তর।[১]

সাত. জিহাদে আকবর

ইহা মাওলানার অনূদিত গ্রন্থ। ইহার পৃষ্ঠা-৭০। মূল্য-২০ টাকা। এটি ১৯৯১খ্রী. ডিসেম্বর মাসে বায়তুশ শরফ প্রকাশনী, চট্টগ্রাম হতে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটির মূল রচয়িতার পরিচয় জানা যায়নি। ধারনা করা হয় আল্লাহ প্রেমিক কোন ওলী নিজের নাম গোপন করে ফার্সী ভাষায় কিতাবটি রচনা করেন। মূলত ইহা ফার্সী ভাষায় রচিত অমূল্য কাব্যগন্থ।

হযরত হাজ্জী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রাহ:) কিতাব খানায় আরো কিছু যোগ করে ১২৬৮ হিজরীতে কবিতাকারে সাবলীল উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদ করেন। মাওলানা গ্রন্থটির উর্দ্দু কবিতার চরনের বাংলা উচ্চারণ ও অর্থ সংযোজন করেন। গ্রন্থটির ভূমিকায় মাওলানা বলেছেন- জিহাদে আকবর মানে সর্বোত্তম বা সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ। আল্লাহর পথে চলতে বাঁধা সৃষ্টিকারী শত্রুর বিরুদ্ধ মুসলমানদের সংগ্রাম, বিরোধিতা ও যুদ্ধকে জিহাদ বলা হয়। এই জিহাদ প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফের অসংখ্য স্থানে আল্লাহ'তাআলা জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করার হুকুম দিয়েছেন। জিহাদের চূড়ান্ত পর্যায়ের নাম কিতাল বা স্বশস্ত্র যুদ্ধ।

---

[১] আলোচ্য গ্রন্থ, ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ.২০৬,
আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, পৃ.-৯১

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর পথে বাঁধা সৃষ্টিকারী শত্রু দুই প্রকার। প্রথম প্রকার হল জাহেরী বা প্রকাশ্য শত্রু। যেমন কাফির, মুশরিক ও ইসলাম বিরোধী শক্তি।

দ্বিতীয় প্রকার বাতেনী বা আভ্যন্তরিন শত্রু। যার নাম নফস এবং তার সহযোগী হল শয়তান। নফস এ শয়তানকে নিয়ে মানুষের রূহও বিবেকের বিরুদ্ধে অহরহ যুদ্ধে লিপ্ত। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও সাধনার নাম যথাক্রমে জিহাদে আছগর ও জিহাদে আকবর। অর্থাৎ ছোট জিহাদ ও বড় জিহাদ। রাসূল (সা:) এর হাদীসের আলোকেই এ নামকরণ করা হয়েছে। তবুক যুদ্ধ হতে মদীনায় ফেরার পর রাসূল (সা:) সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বললেন।

رجعنا من الجهاد الأصغر إلي الجهاد الأكبر

অর্থ "আমরা ছোট জিহাদ হতে বড় জিহাদে ফিরে এসেছি"। এ হাদীসে প্রকাশ্য শত্রু অর্থাৎ কাফির, মুশরিক ও ইসলাম বিরোধী শক্তির সাথে লাড়াই করাকে ছোট জিহাদ বলা হয়েছে। নফস ও তার সহযোগী শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও সাধনাকে জিহাদে আকবর নামে অভিহিত করা হয়েছে

মহান আল্লাহ বলেন- وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده ০

তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর, যে ভাবে জিহাদ করা উচিত। (২২ঃ৭৮)

হাদীস শরীফে নফসের সাথে জিহাদকারীর পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

Dhaka University Institutional Repository

المجاهد من جاهد نفسه –

অর্থ- মুজাহিদ ঐ ব্যক্তি যে নিজের নফসের সাথে জিহাদ করে। নফসের বিরুদ্ধে জিহাদকে জিহাদে আকবর বলার তাৎপর্য হলো এই-স্বভাবত যুদ্ধ বিগ্রহ একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত চলে তা সমাপ্ত হয়। কিন্তু নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ চালাতে হয় সর্বক্ষণ। জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই জিহাদের বিরাম নাই। (আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকা) বইটির প্রারম্ভিক পর্যায়ে হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রাহঃ) আল্লাতাআলা ও রাসূল (সাঃ) এর প্রশংসা করেছেন। তিনি মানব দেহকে একটি রাজ্যের সাথে তুলনা করেছেন, এই রাজ্যের রাজা রুহ (আত্মা) আর মন্ত্রী আকল (বিবেক)। অন্যদিকে দেহরাজ্যে রাজত্ব করার জন্য নফস তার সহযোগী শয়তান কে নিয়ে মাঠে নামে। নফসের গোয়েন্দা ওয়াসওয়াসার গোপন তথ্যের ভিত্তিতে যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু হয়। দেহরাজ্যের মন্ত্রী আকল তা কঠোর হস্তে প্রতিরোধ করে। এতে নফসের মন্ত্রী শয়তান নতুন সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধে নামে। শেষ পর্যন্ত নফসের উপর রুহের বিজয় হয় এবং শরীআতের কারাগারে নফসকে বন্দি করা হয়। এমনিভাবে সুন্দর উপমা ও যুক্তি তর্কের মাধ্যমে মানব জীবনে রুহ ও নফসের দ্বন্দ্বকে দার্শনিক চিন্তাধারার আলোকে চিত্রিত করা হয়েছে। গ্রন্থটি সর্ব সাধারণের জন্য শিক্ষনীয় ও অনুসরনীয়।[১]

আট. গেযায়ে রূহ বা রূহের খোরাক

এটি মাওলানার অনুবাদ গ্রন্থ। এর মূল লেখক ভারতীয় উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ বুযুর্গ, অসাধারণ আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পন্ন আল্লাহর ওলী হযরত হাজী এমদাদ

[১] আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জল নক্ষত্র. পৃ.-৯২
ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-২০৫.

Dhaka University Institutional Repository

উল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রাহঃ)। এটি উর্দ্দু ভাষায় কবিতায় রচিত তরীকত সম্বন্ধীয় অমূল্য গ্রন্থ। মাওলানা বাংলা ভাষায় গ্রন্থটির নামকরণ করেছেন "রূহের খোরাক"। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৮৪ মূল্য ১০ টাকা । ১৯৮৮খ্রী. জানুয়ারী মাসে বইটি প্রকাশিত হয়। তিনি নিজেই বইটি প্রকাশ করেন। এই কিতাবে সর্বস্তরের মানুষের জন্য মহান আল্লাহ তাআলার ভালবাসা লাভ এবং আখিরাতের শান্তি ও কামিয়াবী হাসিলের পন্থা অতিসহজভাবে উপমা সহকারে উর্দ্দু ছন্দে মর্মস্পর্শী ভাষায় পেশ করা হয়েছে। বর্তমান যুগে মানুষ ভোগ বিলাসিতা, অর্থ ও ক্ষমতার পূঁজা, ধোকা প্রতারণা প্রভৃতি নৈতিকতাবিবর্জিত কর্মে নিমজ্জিত হয়ে নিজেদের জীবনকে ধংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষ ঈমান ও দীনকে কলুষিত করে আল্লাহর নিকট হতে দূরে সরে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় ধর্মপ্রান মুসলমান বিশেষ করে তরীকত পন্থীদের জন্য হেদায়তের নিমিত্তে মাওলানা এ গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। সর্বসাধারণের বোধগম্যের জন্য মাওলানা যথাসম্ভব সহজ ভাষা ব্যবহার করেছেন এবং উর্দ্দু কবিতার বাংলা উচ্চারণ পাশাপাশি প্রদান করেছেন। হাজী এমদাদউল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রাহঃ) সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও নবী করিম (সঃ) এর প্রতি সালাত ও সালাম নিবেদন পূর্বক চার খলিফাসহ সাহাবায়ে কিরামের গুনগান করেছেন। অতপরঃ মূল লেখক তাঁর মুর্শিদ হযরত মাওলানা নূর মুহাম্মদ (রাহঃ) এর প্রশংসামূলক পরিচিতি বর্ণনার মাধ্যমে গ্রন্থটির সূচনাপূর্বে প্রবেশ করেন। এই গ্রন্থে যে সব বিষয় অবতারণা করা হয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

১) আল্লাহর মাহাব্বত লাভের আকূল প্রার্থনা, ২) মুর্শিদের প্রদত্ত নিয়ামতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, ৩) মাহাব্বতে ইলাহীর যওক ও শওক, ৪) অনুতপ্ত হৃদয়ের আহাজারী, ৫) নির্জনে বসে ইবাদত করার উপদেশ, ৬) এক বে ইলম আবেদ ও দুনিয়াদার যুবকের ঘটনা, ৭) অর্থশালীদের সাথে ঘনিষ্ঠতা স্থাপনকারী আলিমদের অপকারীতা আলোচনা, ৮) আল্লাহর সহিত সম্পর্ক গড়ার পন্থা, ৯) মাহাব্বতের পরীক্ষা, ১০) একজন দরবেশের পরীক্ষা, ১১) রিয়াকার ও ধোকাবাজ দুইটি শয়তানের লশকরের খারাবী বর্ণনা, ১২) একজন মহিলার ঘটনা, ১৩) অহংকারী আলিমদের অপকীর্তি বর্ণনা, ১৪) দুনিয়ার মোকাবিলায় আখিরাতের প্রাধান্য, একটি ঘটনা, ১৫) একজন আমীরের প্রতি দরবেশের উপদেশ, ১৬) যারা দুনিয়া ত্যাগ করে দুনিয়া তাদের পেছনে ছুঁটে, ১৭) তিনটি পাখির রহস্য, ১৮) বাদশাহ হারুনুর রশীদ ও এক বাঁদী, ১৯) শাসকবর্গ ও দরবেশদের সাথে সমান সম্পর্ক রাখা পরস্পর বিরোধী, ২০) এক দরবেশের আস্তানায় রাখাল ছেলে, ২১) এক দরবেশ ও বাদশাহর সম্পর্কঃ সর্বশেষ পরিণতি, ২২) এক বৃদ্ধ ও তার ছেলের ঘটনা।[১]

প্রবন্ধ সংকলন

এক. মলফুযাতে পীর ছাহেব বায়তুশ শরফ

১৯৭৬ থেকে ১৯৯১খ্রী. পর্যন্ত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত মাওলানার বিভিন্ন লেখা নিয়ে এ গ্রন্থটি প্রণীত। এটি প্রণয়ন করেছেন মাওলানার জ্যৈষ্ঠ পুত্র বিশিষ্ট

---

১ ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-২০৫, আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জল নক্ষত্র, পৃ- ৯২

Dhaka University Institutional Repository

আলিম মাওলানা আবদুল হাই নদভী। গ্রন্থটি বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, চট্টগ্রাম থেকে মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভীর প্রথম সাহিত্য কর্ম হিসেবে ৯ অক্টোবর ১৯৯২খ্রী. প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৬, মূল্য ৩০ টাকা। এ গ্রন্থে মাওলানার রসূলে পাক (সঃ)-এর জাত ও সিফাত সম্বন্ধে ৬টি বিষয় আলোচনায় স্থান পেয়েছে। তা হলো- ১. শানে রিসালাত (সঃ), ২. হযরত মুহাম্মদ (সঃ) খুলুকে আযীম, ৩. নূরুম্মিনাল্লাহে ওয়া নুরুম্মুবীন, ৪. বিশ্ব মানবতার উসওয়ায়ে হাসনা, ৫. হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ইহসানে আযীম, ৬. যিয়ারতে মদীনা মনওয়ারার ফযীলত।

তাসাওউফ সংক্রান্ত ১১টি বিষয় আলোচিত হয়েছে- ১. মহাসঙ্কটে আলোর দিশারী, ২. রাষ্ট্রীয় পরামর্শকরূপে বুযুর্গানে দীন, ৩. আত্মার প্রকৃত শান্তি-সন্ধানে, ৪. আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের তাৎপর্য, ৫. মুরীদ হওয়ার আসল উদ্দেশ্য, ৬. মুরীদানের করণীয়, ৭. পীর ভাইদের পারস্পরিক সম্পর্ক, ৮. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কর্তব্য, ৯. যিকরুল্লাহর ফযীলত, ১০. যাকেরীনদের প্রতি নসিহত, ১১. মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায়।

গ্রন্থটির শেষ পর্যায়ে রমযান ও ঈদ সংক্রান্ত ৩টি বিষয় স্থান পেয়েছে- ১. মাহে রমযানের কয়েকটি দিক, ২. মাহে রমযানের স্মরণীয় করণীয়।, ৩. ঈদুল ফিতরের তাৎপর্য।[১]

[১] আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, পৃ.-৯১

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানার বক্তৃতা মালা

এক. বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব (রহঃ) এর নির্বাচিত ভাষণ

এই গ্রন্থটি মাওলানার বিভিন্ন স্থানে প্রদত্ত ভাষণের আলোকে প্রণীত। এটি প্রণয়ন করেছেন তাঁরই জ্যৈষ্ঠ পুত্র মাওলানা আবদুল হাই নদভী। ১৯৯৩খ্রী. এ গন্থটি মাওলানার মূল্যবান তকরীর ও নসীহত নিয়ে "খুতবাত এ পীর ছাহেব বায়তুশ শরফ" নামে প্রথম প্রকাশিত হয়। ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯খ্রী. আরো বর্ধিত আকারে "বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব (রহঃ) এর নির্বাচিত ভাষণ" নামে গ্রন্থটি শাহ আবদুল জব্বার আশ শরফ একাডেমী, চট্টগ্রাম থেকে দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৩৫, মূল্য-৬০ টাকা। চট্টগ্রাম, হাটহাজারী, সাতকানিয়া, কক্সবাজার নোয়াখালী, খুলনা, চট্টগ্রামের বিভিন্ন সেমিনার ও থাইল্যান্ডে প্রদত্ত ভাষণ গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে। সম্পাদক বিভিন্ন শিরোনামে মাওলানার ভাষণ গ্রন্থবদ্ধ করেছেন। ভাষণগুলোর শিরোনাম নিম্নে প্রদত্ত হলো- ১. বায়তুশ শরফ প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা, ২. সদ্ব্যবাহর দিয়ে মন্দ ব্যবহারের জবাব দিন, ৩. বর্তমান মাদরাসা শিক্ষার সমস্যা ও সমাধান, ৪. ইলমের প্রকারভেদ- (শরীয়ত ও মা'রেফাতের দৃষ্টিতে একটি পর্যালোচনা), ৫. আল্লাহর সন্ধানে ওলীরাই পথের দিশারী, ৬. আল্লহর বন্দেগী ও দাসত্বে নিজকে বিলিয়ে দিন, ৭. ইসলামী

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংক ব্যবস্থা শীর্ষক সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ, ৮. বর্তমান মাদরাসা শিক্ষার সমস্যা ও সমাধান শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রদত্ত ভাষণ, ৯. আরব আমিরাতের আল-আইনে প্রদত্ত ভাষণ, ১০. জ্ঞানই সর্বোত্তম সম্পদ, ১১. সম্মিলিত যে কোন মহৎ প্রয়াসে আল্লাহর রহমত অবশ্যম্ভাবী, ১২. ওলীদের মাযার হতে শিরক বিদ'আত উচ্ছেদ করে তৌহীদের পতাকাকে সমুন্নত রাখুন, ১৩. হজ্বপূর্ব হুজুর কেবলার নছীহত, ১৪. হুজুর কেবলার ঐতিহাসিক ঘোষণা, ১৫. হুজুর কেবলার নজরে আখতারাবাদ ঈসালে সওয়াব মাহফিলের বৈশিষ্ট্য, ১৬. মুনিবের কাছে মানবের স্বীয় অস্তিত্ব মিটিয়ে দেয়ার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গতা হাসিল করা সম্ভব, ১৭. খাগড়াছড়িতে প্রদত্ত হুজুর কেবলার ভাষণ, ১৮. মহানবী (সঃ)-এর আদর্শকে যথাযথ বাস্তবায়ন করুন, ১৯. শিক্ষার আলোকে ইসলামী জীবনধারা ও সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়নে বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ-এর অবদান, ২০. পবিত্র হজ্ব যাত্রার প্রাক্কালে বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব হুজুরের গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ।[১]

[১] আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, পৃ.-, ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা

বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ এর প্রকল্পসমূহের মধ্যে বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। মাওলানা ১৯৮০খ্রী. "ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান" টি প্রতিষ্ঠা করেন।[১] তিনি বলেন "ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও মুসলিম জ্ঞানী বিজ্ঞানীদের অবদানের উপর গবেষণা করার উদ্দেশ্যে এবং ইসলামের মহান শিক্ষা আমর বিল মা'রুফ ও নাহী আনিল মুনকার- সকলের সামনে তুলে ধরার জন্যই বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"[২] বাংলাদেশে ইসলামের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনার কর্মসূচী রয়েছে।

ক) বাংলাদেশে ইসলামী ঐতিহ্যের নিদর্শনসমূহ পুনরুদ্ধার এবং সংরক্ষণ। আরবী, ফার্সী, উর্দ্দু ও বাংলা পান্ডুলিপি সমূহ, শিলা লিপি, মুদ্রা এবং ইসলামী শিল্পকর্ম সমূহ সংরক্ষণ ।

খ) ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে যেমন ঃ কুরআন হাদীস, ফিকহ, উসূলে ফিকহ, তাফসীর, তসাওউফ, ইতিহাস, দর্শন, শিল্প, প্রত্নতত্ব এবং স্থাপত্য শিল্প বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা।

গ) বাংলাদেশের ভিতরে এবং বাইরে অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন।

---

[১] আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, পৃ-১০৪.

[২] পূ.গ্র.পৃ-৬৯-৬০

Dhaka University Institutional Repository

ঘ) বক্তৃতা, সেমিনার এবং সিম্পোজিয়াম পরিচালনা।

ঙ) বই, পুস্তক এবং পুস্তিকা প্রকাশ করা ।

চ) একটি উন্নতমানের গবেষণা গ্রন্থাগার স্থাপন করা।

ছ) ইমলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারের উদ্দেশ্যে গবেষণা বৃত্তি, ফেলোশীপ, পুরস্কার এবং মেডেল প্রবর্তন কবা।

জ) বায়তুশ শরফ আদর্শ আলিয়া মাদরাসা এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ রাখা এবং প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের গবেষণামুখী করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে সুষ্ঠু সমাজ গঠনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা।[১]

বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালকদের নাম ও সময় কাল-

	মহাপরিচালকদের নাম	**সময় কাল**
১।	ড. মঈনুদ্দীন আহমদ খান, অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।	১৯৮০-১৯৮৫
২।	ড. আবদুল করিম, প্রাক্তন উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।	১৯৮৫-১৯৯০
৩।	ড. মঈনুদ্দীন আহমদ খান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।	১৯৯১-১৯৯৮
৪.	ড. শাব্বির আহমদ, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।	১৯৯৮- বর্তমান

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-১১৫-১১৬

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে সীনা, আল বিরুনী, আত্তাবারী, আল-ফারাবী, ইমাম গাযালী, ইব্ন হিশাম, ড. আল্লামা ইকবাল প্রমুখ মুসলিম মনীষীগণ জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রচুর অবদান রেখে গেছেন। যা আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্যের ধারক । কিন্তু আজ আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য বৈরী ভাবাপন্ন অমুসলিম পন্ডিতদের লেখনীর মাধ্যমে বিকৃত। আমাদের তরুণ শিক্ষিত সমাজ ইতিহাস ঐতিহ্য ভুলতে বসেছে। মুসলমানদের হারানো ঐতিহ্য পুনারুদ্ধারে মাওলানা আজীবন চেষ্টা করেছেন । বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভা, মত বিনিময়, বিভিন্ন অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে এর পূনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র এযাবত তিনটি জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করেছে। ১৯৮১খ্রী. ২৬ এপ্রিল "সুদ বিহীন ইসলামী ব্যাংকিং"। ১৯৮১খ্রী. ৬ সেপ্টেম্বর "বর্তমান মাদরাসা শিক্ষার সমস্যা ও সমাধান"। ১৯৮৫খ্রী. ১৫, ১৬, ১৭ই অক্টোবর বাংলাদেশে ইসলাম।[১] বাংলাদেশে ইসলাম শীর্ষক ৩ দিন ব্যাপী জাতীয় সেমিনারের একটি প্রতিবেদন।

"বাংলাদেশ ইসলাম" শীর্ষক সেমিনার মাওলানা আবদুল জব্বার এর সভাপতিত্বে বায়তুশ শরফ মসজিদ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। তিনদিন ব্যাপী জাতীয় সেমিনারের উদ্বোধনী দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ গ্রহন করেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এমেরিটাস ড. সিরাজুল হক। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর ও বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষনা কেন্দ্রের তৎকালীন মহাপরিচালক

[১] আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, পৃ- ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক ড. আবদুল করিম। সেমিনারে মোট ১৮টি প্রবন্ধ পঠিত হয়। সকল প্রবন্ধ ছিল তথ্য বহুল ও সুনির্বাচিত। প্রবন্ধগুলো নিম্নরূপঃ

১. বাংলাদেশে ধর্মীয় শিক্ষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ । প্রবন্ধকার ড. সিরাজুল হক, আলোচক ড. এ এম. এম শরফুদ্দীন ও অধ্যাপক আবদুল হক।

২. Advent of the Muslims in Bengal and the spread of Civilization. প্রবন্ধকার ড. রফীউদ্দীন আহমদ। আলোচক ঃ অধ্যাপক শাব্বির আহমদ।

৩. An Hitherto unaoticed ancient mosque at Narayanganj. প্রবন্ধকার ঃ ড. হাফীজুল্লাহ খান, আলোচকঃ ড. এম আবদুল গফুর।

৪. Sufi Approach to Islam and its effects on the medieval Muslim Bengal society. প্রবন্ধকার ঃ ড. এম গোলাম রাসুল, আলোচক ঃ ড. মোহাম্মদ ইনামুল হক, অধ্যাপক বদিউর রহমান

৫. বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষার গোড়ার কথা, প্রবন্ধকার ড. আবদুল করিম, আলোচক, ড. এয়াকুব আলী, অধ্যাপক শাব্বির আহমদ

৬. Arab Contact with Chittagong, প্রবন্ধকার ড. এম বি কানুনগো, আলোচক ঃ ড. এয়াকুব আলী, মোহাম্মদ শেহাবুল হুদা।

৭. মধ্যযুগে বাংলার ভূগোল ঃ বাংগালা নামের বিবর্তন প্রবন্ধকার ড. মফীজুল্লাহ কবীর। আলোচক ড. মঈনুদ্দীন আহমদ খান, ড. এস বি কানুনগো।

৮. Impact of British Rule on the society and culture of the Muslims of Bengal: Some preliminary suggestions.

Dhaka University Institutional Repository

প্রবন্ধকার ড. এম এ রহিম, আলোচক ড. আলমগীর সিরাজুদ্দীন, ড. আবু ইউসুফ, অধ্যাপক শামসুল আলম।

৯. চীনা দস্তাবেজ বাঙ্গালা ও মুসলমান। প্রবন্ধকার ড. মঈনুদ্দীন আহমদ খান আলোচক ড. এনামুল হক, ড. এম. বি কানুন গো।

১০. Welfare state and Islam প্রবন্ধকার ড. মনযুর-ই-খুদা, আলোচক, ড. এম আনিসুজ্জামান, ড. আতাউল হক প্রমাণিক।

১১. Muslim Contribution to early Bengali Literature প্রবন্ধকার, অধ্যাপক সোলতান আহমদ ভূঞা, আলোচক, অধ্যাপক শামসুল আলম, অধ্যাপক শাহজাহান।

১২. Revenue condition of Begnal in the early 18th century. প্রবন্ধকার ড. মোহাম্মদ ইনামুল হক, আলোচক ড. রফীউদ্দীন আহমদ, অধ্যাপক তৌফিক হোসেন চৌধুরী।

১৩. Muslim Family law and society in Bangladesh in the light of development in the Muslim world. প্রবন্ধকার, ড. আলমগীর সিরাজুদ্দীন, আলোচক ড. সিরাজুল হক।

১৪. চট্টগ্রামে শিল্প ও বাণিজ্য (লবণ শিল্প) প্রবন্ধকার, সৈয়দ আহমদুল হক, আলোচক, ড. আবদুল করিম।

১৫. The concept of Bidah in Islam. A Problematic study of it in the context of Bangladesh. প্রবন্ধকার, অধ্যাপক শাব্বির আহমদ, আলোচক, অধ্যাপক এবি রফিক আহমদ , অধ্যাপক মফিজুদ্দীন।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব, প্রবন্ধকার ড. এ.এন এম রইছ উদ্দীন। আলোচক অধ্যাপক মোহাম্মদ শাহজাহান।

১৭. A.K. Fazlul Hoque and Muslim education in Begnal. প্রবন্ধকার ড. মোহাম্মদ সানাউল্লাহ, আলোচক, ড. রফীকুল ইসলাম চৌধুরী, বদিউল আলম।

১৮. আবরী হরফের বাংলা প্রতিবর্ণায়ন সংক্রান্ত সুপারিশসমুহ পর্যালোচনা ও একটি সহজলভ্য বিকল্প প্রস্তাব, প্রবন্ধকার, অধ্যাপক এ বি রফীক আহমদ, আলোচক ড. আবদুল করিম।[১]

প্রবন্ধগুলো গ্রন্থকারে প্রকাশিত হলে পাঠক সমাজ উপকৃত হবে এবং সেমিনারের স্বার্থকতা নিরূপিত হবে।

[১] আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জল নক্ষত্র, পৃ-৬১,৬২

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা

মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহঃ) মাদরাসা স্কুল, হেফজখানা, ফোরকানিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারে বিশেষ অবদান রেখেছেন। এসব প্রতিষ্ঠান তার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও সহযোগিতায় এবং উৎসাহ ও অনুপ্রেরনায় বাংলাদেশের ভিবিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তৎমধ্যে বায়তুশ শরফ আদর্শ কালিম মাদরাসা, চট্টগ্রাম উল্লেখযোগ্য।

বায়তুশ শরফ আদর্শ মাদরাসা, চট্টগ্রাম প্রতিষ্ঠা

৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮১খ্রী. বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে আয়োজিত "বর্তমান মাদরাসা শিক্ষার সমস্যা ও সমাধান শীর্ষক" আলোচনা সভার সামাপ্তি লগ্নে "বায়তুশ শরফ আদর্শ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মাওলানা বলেন- "আমাদের দেশে দুধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান। একটি মিষ্টার রানানোর স্কুল শিক্ষা, অপরটি মোল্লা তৈরীর মাদরাসা শিক্ষা।"[১]

৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৮১খ্রী. বায়তুশ শরফ আদর্শ মাদরাসা চট্টগ্রাম এর উপদেষ্টা পরিষদের প্রথম সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী ভাষনে মাওলানা বলেন- "বর্তমান মাদরাসা শিক্ষা মুসলিম সমাজের সীমাবদ্ধ ধর্মীয় প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম হলেও তা দেশ, জাতি ও রাষ্ট্রীয় জীবনের চাহিদা মেটাতে

[১] আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, পৃ-৭০-৭২

Dhaka University Institutional Repository

অক্ষম। অন্যদিকে বৃটিশের গোলামী যুগে ইংরেজ প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান করা হলেও সেখানে ইসলামকে জানার, শেখার ব্যবস্থা না থাকায় সব কিছু অন্তসারশুণ্য হয়ে পড়েছে। ফলে একদিকে মাদরাসা শিক্ষার্থীরা যেমন সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন তেমনি আধুনিক শিক্ষার্থীরাও নিজের জীবনের অতীত ভবিষ্যত সম্পর্কে এবং ইসলামের নীতিমালা অনুযায়ী আপন জীবনকে সাজিয়ে গঠিন করার পদ্ধতি ও প্রযোজনীয়তা সম্পর্কে প্রায় অজ্ঞ বা অনবিজ্ঞ। সুতরাং ঐতিহাসিক প্রয়েজনেই আজ এ দুই শিক্ষার মাঝে সেতুবন্ধন রচনা করে দীন ও দুনিয়ার সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা আমাদের জাতীয কর্তব্য। আর এ উদ্দেশ্যেই আমরা বায়তুশ শরফে এই আদর্শ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।[১]

পরিশেষে তিনি বলেন, "আমরা এই মাদরাসাকে এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে চাই, যেখান থেকে এমন লোক বের হবে যারা দীনী ও দুনিয়াবী উভয় জ্ঞানে হবেন সমৃদ্ধ, নামাযে যেমন ইমামতি করবেন তেমনি সমাজের সফল নেতৃত্বও দেবেন। তারা একদিকে হবেন ইসলামী বিশষজ্ঞ, অন্যদিকে হবেন জাতীয় জীবনের পথ প্রদর্শক। তাঁরা ডাক্তার হবে, সাথে সাথে আলিমও হবেন। ইঞ্জিনিয়ার হবেন আবার আলিমও হবেন। বস্তুতঃ এই প্রতিষ্ঠান হবে সমগ্র দেশ ও জাতির সামনে পরিপূর্ণ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার একটি

---

[১] আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, পৃ-২৩

Dhaka University Institutional Repository

মডেল।[১] ১৯৮৬খ্রী. সর্ব প্রথম আদর্শ মাদরাসার ছাত্ররা দাখিল (এস.এস.সি) পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। এই বছর মাওরানা মেঝে ছেলে হাফেজ আবদুর রহীম (শহীদ ১৯৮৭খ্রী.) হিফজুল কুরআন বিভাগ থেকে মেধা তালিকায় ৭ম স্থান অধিকার করলে মাদরাসার সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।[২] ১৯৯৪খ্রী. কামিল (হাদীস) মাদরাসা হিসেবে সরকারী অনুমোদন লাভ করে। যুগোপযোগী মাদরাসা শিক্ষায় আধুনিকায়ন ও ইসলামিক শিক্ষার প্রসারে অত্র মাদ্রাসা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এটি চট্টগ্রাম বিভাগের একটি ঐতিহ্যবাহী আদর্শ মাদরাসা।

বায়তুশ শরফ আদর্শ আলিয়া মাদরাসা ১৯৯১খ্রী. ও ২০০০খ্রী. বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ২০০০খ্রী. উক্ত মাদরাসার অধ্যক্ষ ও বায়তুশ শরফের বর্তমান পীর মাওলানা মোহাম্মদ কুতুব উদ্দীন চট্টগ্রাম জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাধান নির্বাচিত ও পুরস্কৃত হন।[৩] বর্তমানে শিশু শ্রেণী হতে কামিল (এম.এ) শ্রেনী পর্যন্ত পর্নিং ও ডে শিফট চালু রয়েছে। ছাত্র সংখ্যা ১৩৬৬ জন।[৪]

---

[১] পূ. গ্র. পৃ-২৫

[২] এযাবত আরো যারা বোর্ড স্ট্যান্ড করেছে তাদের নাম- মোঃ ইলিয়াছ, বিজ্ঞান বিভাগ, ৩য় স্থান (সম্মিলিত), দাখিল ১৯৯৬খ্রী., মুজিবুল হক, বিজ্ঞান বিভাগ, ১৯তম স্থান, দাখিল ১৯৯৬খ্রী. মাহমুদ, বিজ্ঞান বিভাগ, ১৮তম, দাখিল ১৯৯৮খ্রী. জাহাঙ্গীর আলম, হিফজুল কুরআন বিভাগ, ৩য় স্থান, দাখিল ১৯৯৮খ্রী. আবু নোমান মোঃ তারেক, বিজ্ঞান বিভাগ, ১৫তম (সম্মিলিত), আলিম ১৯৯৬খ্রী.

[৩] আলো ৬ষ্ঠ সংখ্যা, বায়তুশ শরফ আদর্শ আলিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম, নভেম্বর ১৯৯৮খ্রী. পৃ-২১

[৪] মাদরাসা সেক্রেটারীর প্রতিবেদন, ১৯৯৮খ্রী. পূ.গ্র.পৃ-১৬

Dhaka University Institutional Repository

এখানে দূর দূরান্তের ছাত্রদের জন্য সুন্দর ছাত্রাবাস রয়েছে। মাওলানার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা হেফজখানা, স্কুলের তালিকা নিম্নরূপঃ

মাদরাসা

১। বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদরাসা, (আবাসিক-অনাসিক), বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, ডিটি রোড, ধনিয়ালা পাড়া, চট্টগ্রাম।

২। আখতারুল উলুম মাদরাসা (কওমী) (আবাসিক-অনাবাসিক), আখতারাবাদ, বড়হাতিয়া , লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

৩। আধুনগর আখতারিয়া দাখিল মাদরাসা, আধুনগর, লোহাগড়া, চট্টগ্রাম।

৪। উম্মুল খায়ের হালিমা খাতুন মহিলা মাদরাসা, চিব বাড়ী, পদুয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

৫। আখতারিয়া আদর্শ সিনিয়র মাদরাসা (আ/অনা), পশ্চিম ডেমশা, চিটুয়াপাড়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

৬। বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া মাদরাসা, ঈদগাঁও কক্সবাজার।

৭। চানগাজী জব্বারিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদরাসা, চানগাজী বাজার, ছাগল নাইয়া, ফেণী

৮। বায়তুশ শরফ রওশন-উল-উলম ইসলামিয়া মাদরাসা, সিন্দুরপুর, দাঁগনভূঁইয়া, ফেণী।

Dhaka University Institutional Repository

৯। বায়তুশ শরফ লহরী জব্বারিয়া মাদরাসা, লহরী উত্তর পদুয়া, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।

১০। বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া দাখিল মহিলা মাদরাসা, রাজবল্লভপুর। গুনবর্তী, চৌদ্দগ্রাম কুমিল্লা।

১১। বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া এবতেদায়ী মাদরাসা, হাচলা, কালিয়া নড়াইল, যশোর।

১২। সাপলেজা লায়লা মালেকিয়া দাখিল মাদরাসা সাপলেজা, শিলারগঞ্জ, মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর।

১৩। ষাট-গম্বুজ খান জাহানিয়া জব্বারিয়া দাখিল মাদরাসা, সুন্দর ঘোনা বাগেরহাট।

১৪। বায়তুশ শরফ আখতারিয়া মাদরাসা, টি এন্ড টি, উখিয়া কক্সবাজার।

১৫। বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া মহিলা মাদরাসা, জালিয়া পালং, উখিয়া, কক্সবাজার।

১৬। বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া মাদরাসা (ইসলামী কিন্ডার গার্টেন), উত্তর রামপুর, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

১৭। বায়তুশ শরফ মাদরাসা, রতনা পালং, উখিয়া, কক্সবাজার।

১৮। বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া আদর্শ মাদরাসা, রঙ্গামাটি।

Dhaka University Institutional Repository

১৯। উত্তর গাথের ছড়া, বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া দাখিল মাদরাসা, লংগদু, রাঙ্গামাটি।[১]

হেফ্জখানা

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা
১.	বায়তুশ শরফ আখতরিয়া হেফজখানা	বায়তুশ শরফ কমপ্লেকস্, টি.টি. রোড, দনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম।
২.	বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া হেফজখানা	বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, আখতারাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
৩.	বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া হেফজখানা	বড়গোপ, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার।
৪.	ফাসিয়াখালী হেফজখানা	ঈদগা কক্সবাজার।
৫.	বায়তুশ শরফ আখতারিয়া হেফজখানা	ওয়াজেদিয়া, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।
৬.	বায়তুশ শরফ আখতারিয়া হেফজখানা	খন্দকিয়া, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
৭.	খাগড়াছড়ি জব্বারিয়া হেফজখানা	খাগড়াছড়ি, পার্বত্য জেলা।
৮.	মক্রবপুর বায়তুশ শরফ জব্বারিযা হেফজখানা	মক্রবপুর, লাসকাম, কুমিল্লা।
৯.	দক্ষিণ খানপুর জব্বারিয়া হেফজখানা	দক্ষিণ খানপুর, বাগেরহাট।

[১] কার্যক্রম তালিকা, বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, বায়তুশ্ শরফ কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম, পৃ-৩

Dhaka University Institutional Repository

১০.	বায়তুশ শরফ লায়লা মালেকিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা	সাপজেলা, শীলারগঞ্জ, মঠবাড়য়া, পিরোপজপুর।
১১.	রতনাপালং বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া হেফজখানা	রতনাপালং, উখিয়া, কক্সবাজার।
১২.	রামপুর বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া হেফজখানা	রামপুর,সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
১৩.	হাজী বুজরোজ মেহের হেফজখানা	চিববাড়ী, পদুয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
১৪.	বায়তুশ শরফ আখতরিয়া হেফজখানা	পুরানা বাসষ্ট্যান্ড, রাঙ্গামাটি।
১৫.	উততর গাঁথেরছড়া জব্বারিয়া হেফজখানা	গাঁথেরছড়া, মাইনীমুখ, লংগদু, রাঙ্গামাটি, পার্বত্য জেলা।
১৬.	বায়তুশ শরফ হাফেজিয়া সাদরাসা	ধামির ঘোনা পশ্চিম চুনতি, চট্টগ্রাম।

স্কুল

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা
১.	বড়হাতিয়া শাহ জব্বারিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়	মিয়াজীপাড়া, বড়হাতিয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
২.	বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া একাডেমী	বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, কক্সবাজার, সদর, কক্সবাজার।
৩.	বায়তুশ শরফ প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	ডি.টি রোড, দনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম।
৪.	বায়তুশ শরফ আল-আমিন একাডেমী	চৌধুরীহাট, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের খ্যাতনামা সাহিত্যিক মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী চট্টগ্রামে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কর্ণফুলী নদীর তীরে সাগর সঙ্গমে এটির জন্য স্থান ও মনোনীত করা হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার কারণে তাঁর লালিত স্বপ্ন বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করেনি। এর পর বিগত কয়েক দশক যাবত এ জাতীয় উদ্যোগ জোরালোভাবে আর পরিলক্ষিত হয়নি।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম প্রতিষ্ঠায় ইসলামী সমাজকল্যাণ পরিষদ, চট্টগ্রাম ও বায়তুশ শরফের অবদানঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, প্রতিষ্ঠায় ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ চট্টগ্রাম এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ শামসুদ্দীন, সেক্রেটারী মুহাম্মদ বদিউল আলম এবং বায়তুশ শরফের পীর মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ:) এর অবদান অনস্বীকার্য।[১]

ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ চট্টগ্রাম ১৯৮৯খ্রী. চট্টগ্রামে মসজিদ কেন্দ্রিক একটি বড় প্রতিষ্ঠান করার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করে। পরিষদের সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ শামসুদ্দীন এর অনুমতি নিয়ে, সেক্রেটারী মুহাম্মদ বদিউল

---

[1] Souvenir, Permanent Campus, Inauguration, 28 March 2002, Internatinal Islamic University Chittagong.

Dhaka University Institutional Repository

আলম, মাওলানা শামছুল ইসলাম, মাওলানা কাজী দীন মোহাম্মদ এ ব্যাপারে তৎপর ছিলেন। কিন্তু স্থানের অভাবে এ প্রচেষ্টা বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেনি। অতপর ১৯৯২খ্রী. প্রথম দিকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার "The Private University Act-1992" জাতীয় সংসদে পাশ করে। পরিষদ সেক্রেটারী মুহাম্মদ বদিউল আলম মসজিদ কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান করার পরিবর্তে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা ভাবেন এবং পরিষদ সভাপতি মাওলানা শামসুদ্দীনকে অবহিত করেন। অতঃপর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পরিষদের সকল সদস্য ও শুভাকাঙ্খী ঐকমত্য পোষণ করেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম প্রতিষ্ঠা করার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত মাওলানা মুহাম্মদ শামসুদ্দীন এর সভাপতিত্বে- ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ চট্টগ্রাম-এর কার্যনির্বাহী কমিটিতে ১লা জুন ১৯৯২খ্রী. আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহিত হয়। ২২-০৮-১৯৯২খ্রী. কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় মুহাম্মদ বদিউল আলমকে আহবায়ক করে বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়।[১]

আহবায়ক কমিটি গঠনঃ ইসলামী সমাজকল্যাণ পরিষদ চট্টগ্রাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমকে সার্বজনীন ও গতিশীল করার লক্ষ্যে চট্টগ্রামের আলিম উলামা ও বুদ্ধিজীবিদেরকে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ফলে বায়তুশ শরফের পীর মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ:), শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ এ.এ.

[1] Souvenir, Permanent Campus, Inauguration, 28 March 2002.

Dhaka University Institutional Repository

রেজাউল করিম চোধুরী ও পরিষদ সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ শামসুদ্দীন এর আহবানে ১৫-০৯-১৯৯২খ্রী. চট্টগ্রামের ধনিয়ালা পাড়াস্থ বায়তুশ শরফ মিলনায়তনে এক সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এ সমাবেশে পীর মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহঃ) কে আহবায়ক অধ্যক্ষ এ.এ. রেজাউল করিম চৌধুরী এবং মাওলানা মুহাম্মদ শামসুদ্দীনকে যুগ্ম আহবায়ক করে একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে আহবায়ক কমিট ২০-০৪-১৯৯৩খ্রী. এক সভায় মুহাম্মদ বদিউল আলমকে সেক্রেটারী করে একটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করে।[১]

বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণঃ ১৯৯২খ্রী. বায়তুশ শরফ মিলনায়তনে আয়োজিত সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম করণ নিয়ে আলোচনা হয়। কেউ কেউ ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় নামকরণ করার জন্য জোরালো মতামত পেশ করেন। যেহেতু মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামীবাদী এ নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, সেহেতু উপস্থিত অধিকাংশ সদস্যের মতের ভিত্তিতে "ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয চট্টগ্রাম" নামকরণের ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

Internatinal Islamic University Chittagong.

[1] Souvenir, Permanent Campus, Inauguration, 28 March 2002. Internatinal Islamic University Chittagong.

Dhaka University Institutional Repository

ট্রাস্ট গঠনঃ ১৫-০৯-১৯৯২খ্রী. বায়তুশ শরফে বিশ্ববিদ্যালয়ের আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়। ০৬-১০-১৯৯২খ্রী. ৫১ জন সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। The Private University Act-1992 এর ৬/২ নং ধারা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্ট গঠন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তদানুযায়ী ১৫-০৫-১৯৯৫খ্রী. কার্যনির্বাহী কমিটির ৫১ জন সদস্যকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্ট গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। উক্ত তারিখে অপর প্রস্তাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যারা প্রথম হতে সাধনা করে আসছিলেন এবং বিভিন্নভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে অবদান রেখেছিলেন এরূপ ১৭ জন সদস্যকে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে গণ্যকরা হয়। ঐ ১৭ জন সদস্য ট্রাস্ট রেজিস্ট্রেশন করার জন্য আবেদন করেন। ২৩-১০-১৯৯৭খ্রী. ট্রাস্ট রেজিষ্ট্রিকৃত হয়। মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহঃ) বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টের চেয়ারম্যান হিসেবে আমৃত্যু দায়িত্ব পালন করেন। (১৫-০৫-১৯৯৫-২৫-০৩-১৯৯৮খ্রী.) বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণ হলেনঃ-

ক্রম. নং	নাম	পদবী	ঠিকানা
১.	মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার	চেয়ারম্যান	বায়তুশ শরফ, ধনিয়ালা পাড়া, কদমতলী, চট্টগ্রাম।
২.	মাওলানা মুহাম্মদ শামসুদ্দীন	ভাইস-চেয়ারম্যান	দি মাওলানা কমপ্লেক্স, ১১৩৪ পোর্ট কানেকটিং রোড, বড়পোল, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

Dhaka University Institutional Repository

৩.	আলহাজ্ব মুহাম্মদ বদিউল আলম	সেক্রেটারী	আবাসিকো হাউজিং সোসাইটি, পাঠানপাড়া, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।
৪.	মাওলানা মুহাম্মদ শাসসুল ইসলাম	কোষাধ্যক্ষ	২, কে.বি মকবুল হোসেন লেইন, চট্টগ্রাম।
৫.	মাওলানা কাজী দীন মোহাম্মদ	অফিস সেক্রেটারী	বাড়ি নং-৪, লেইন নং-১, রোড নং-২, কে ব্লক, হালিশহর হাউজিং এষ্টেট, চট্টগ্রাম।
৬.	প্রফেসর ড. মোহাম্মদ লোকমান	সদস্য	ফাইন্যান্স বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।
৭.	প্রফেসর ড. মঈনুদ্দীন আহমদ খান	সদস্য	ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।
৮.	প্রফেসর ড. শাব্বির আহমদ	সদস্য	ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।
৯.	মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী	সদস্য	৪৩, বি.আই.এ দিওয়ানজী পুকুর লেইন, চট্টগ্রাম।
১০.	অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের	সদস্য	এম.আর. ম্যানশন, দোতলা, ৬০ দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম।
১১.	এডভোকেট শামছুদ্দীন আহমদ মির্জা	সদস্য	৪, বংশাল রোড, ফিরিঙ্গি বাজার, চট্টগ্রাম।
১২.	এডভোকেট ফিরোজ আহমদ চৌধুরী	সদস্য	৪৪৭, হিল ভিউ সোসাইটি, আরেফিন লেইন, পূর্ব নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।
১৩.	অধ্যাপক আহসান উল্লাহ	সদস্য	এম.ই.এস কলেজ, চট্টগ্রাম।

Dhaka University Institutional Repository

১৪.	জনাব মুহাম্মদ নুরুল্লাহ	সদস্য	নিশান প্রেস, ৫০ সদরঘাট রোড, চট্টগ্রাম।
১৫.	জনাব এ.এফ.এম. হাসান	সদস্য	৯১, নবাব সিরাজুদ্দৌলা রোড, চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম।
১৬.	জনাব আজিজুর রহমান	সদস্য	২৯ শতীশ বাবু লেইন, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম।
১৭.	জনাব ড. শায়খ আবদুল্লাহ আব্দুর রশিদ	সদস্য	মক্কা, সৌদি আরব।

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর পদযাত্রা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম তিনটি ফ্যাকাল্টির অধীন তিনটি বিভাগ নিয়ে পদযাত্রা শুরু করে, তা হলো

১. শরীআ ফ্যাকাল্টির অধীন কুরআনিক সায়েন্স এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

২. মর্ডান সায়েন্স এর অধীন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজী বিভাগ।

৩. এডমিনিষ্ট্রেটিভ সায়েন্স এর অধীন বিজনেস এডমিনিষ্ট্রেশন বিভাগ।

১০ সেপ্টেম্বর ২০০১খ্রী. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম হিসেবে সরকারী অনুমোদন লাভ করে।[১]

[1] Souvenir, Permanent Campus, Inauguration, 28 March 2002, Internatinal Islamic University Chittagong.

Dhaka University Institutional Repository

ক্লাস উদ্বোধন

ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ চট্টগ্রাম এর একাংশের মধ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর অস্থায়ী ক্যাম্পাস গড়ে উঠে। ১৯৯৫খ্রী. ১লা আগষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহঃ) এর দু'আর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদান শুরু করা হয়। কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজিতে ২০ জন, বি.বি.এ তে ১৮ জন এবং কুরআনিক সায়েন্স এর ৪ জন ছাত্র নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসের শুভ উদ্বোধন হয়। ১৯৯৫খ্রী. ৩০শে আগষ্ট মাত্র ১২ জন ছাত্র নিয়ে বহদ্দারহাট সি.ডি.এ.তে একটি ভাড়া করা ভবনে ছাত্রাবাস চালু করা হয়।[১]

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস উদ্বোধন

বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাষ্ট ২১ এপ্রিল ১৯৯৪খ্রী. বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অবশেষে সীতাকুন্ড থানার জোড়া মতল গ্রামে চট্টগ্রাম শহর হতে প্রায় ২২ কিলোমিটার দূরে কুমিরায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসের জন্য স্থান নির্বাচন করা হয়। ইহা ঢাকা চট্টগ্রাম রেল লাইনের পূর্ব পার্শ্বে কুমিরার রেল ষ্টেশনের নিকটবর্তী এবং ঢাকা চট্টগ্রাম হাইওয়ে হতে অর্ধ কিঃমিঃ পূর্ব দিকে অবস্থিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মন্ডিত এই ক্যাম্পাসের এক দিকে চন্দ্রনাথ

Dhaka University Institutional Repository

পর্বত আর অনতিদূরে বঙ্গোপসাগরের অবস্থান। ক্যাম্পাসের স্বাস্থ্যকর মনোমুগ্ধকর দৃশ্যাবলী সত্যিই সুন্দর। আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ২০০২খ্রী. ২৮ মার্চ এর স্থানীয় ক্যাম্পাসের শুভ উদ্বোধন হয়েছে, একই দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন ও অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রফেরস একিউ.এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী এর শুভ উদ্বোধন করেন। স্থায়ী ক্যাম্পাসে ক্লাস শুরু হয় ৮ই অক্টোবর ২০০২খ্রী.।[১]

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর ঢাকা ক্যাম্পাস

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ট্রাস্ট ০৪-০৭-১৯৯৯খ্রী. ঢাকায় একটি শাখা ক্যাম্পাস খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আই আর ডি নামে ঢাকার একটি প্রতিষ্ঠান তাদের সকল ছাত্রছাত্রী কর্মকর্তা এবং Asset Liability এমনকি আই.আর.ডি এর ভাড়াকৃত ঘরটিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে হস্তান্তর করে। ফলে এ প্রতিষ্ঠানটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। ২০০০খ্রী. হতে ঢাকা ক্যাম্পাসে শিক্ষকার্যক্রম শুরু হয়। এ ক্যাম্পাস পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন বাংলাদেশ সরকারের

---

[1] Souvenir, Permanent Campus, Inauguration, 28 March 2002, Internatinal Islamic University Chittagong.
[2] Souvenir, Permanent Campus, Inauguration, 28 March 2002, Internatinal Islamic University Chittagong.

Dhaka University Institutional Repository

সাবেক সচিব এবং ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর চেয়ারম্যান শাহ আবদুল হান্নান।[১]

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ব্যবস্থা

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্ট্রের ৩টি ভিন্ন পর্ষদ রয়েছে। তা হলো- ১) সাধারণ পরিষদ বা সিনেট, ২) সবোচ্চ উপদেষ্ঠা পরিষদ, ৩) কার্যনির্বাহী পরিষদ বা সিন্ডিকেট। আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের প্রশাসনিক কাঠামোকে ৫টি ডিভিশনে ভিভক্ত করে সুচারুভাবে প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম আঞ্জাম দেয়া হচ্ছে। যে সব ডিভিশনের মাধ্যমে এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে তার বিবরণ প্রদত্ত হলঃ

১। একাডেমিক এ্যাফেয়ার্স ডিভিশন (ACAD) : এ বিভাগ ছাত্র/ছাত্রীদের ভর্তি সংক্রান্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ, ফলাফল প্রকাশ ও সংরক্ষণ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করে থাকে। বর্তমানে এ বিভাগের দায়িত্ব পালন করছেন জনাব মোহাম্মদ সোলাইমান মিয়া।

২। পার্সোন্যাল এন্ড হিউম্যান রিসোর্স ডিভিশন (PHRD): এ বিভাগ একাডেমিক স্টাফ, সকল প্রকার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যক্তিগত

[1] Souvenir, Permanent Campus, Inauguration, 28 March 2002, Internatinal Islamic University Chittagong.

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়সমূহ, একোমোডেশন এবং ক্যাম্পাসের যাবতীয় জিনিষ পত্রের সংরক্ষণ প্রভৃতি কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকে।

৩। একাউন্টস্ এন্ড ফাইন্যান্স ডিভিশন: বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় আয়-ব্যয়, লেন-দেনের হিসাব, অডিট ও বাজেট প্রণয়ন এ বিভাগের অর্ন্তগত। বর্তমানে এ বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন জনাব কাজী খাইরুল হক।

৪। স্টুডেন্ট এ্যাফেয়ার্স ডিভিশন (STAD): ছাত্র-ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম, খেলাধূলা, ইসলামিক ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচী ও ক্যারিয়ার উন্নয়ন ইত্যাদি এ বিভাগের নিয়মিত কাজ। বর্তমানে এ বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন জনাব আ.জ.ম.ওবায়েদুল্লাহ।

৫। লাইব্রেরী এন্ড ইনফরশেন বিভাগ: লাইব্রেরী পরিচালনা, সম্প্রসারণ, যাবতীয় বই-পুস্তক সংরক্ষণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন তথ্যাবলী সংরক্ষণ এবং পরিবেশন প্রভৃতি এ বিভাগের কাজের অন্তর্ভূক্ত। এ বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন জনাব মুহাম্মদ আবদুল আজিজ।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া সরকারী বেসরকারী অফিসের সাথে যোগাযোগ ও দেশী বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে একাডেমিক যোগাযোগ ইত্যাদি কাজ রেজিষ্ট্রারের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে।[১]

ভাইস চ্যান্সেলরবৃন্দঃ

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর ভাইস চান্সেলর হিসেবে যারা দায়িত্ব পালন করেন।

ক্রমিক নং	নাম	কার্যকাল
১.	প্রফেসর ড. মোহাম্মদ লোকমান[২]	১২-০৯-১৯৯৩-১৯৯৮খ্রী.
২.	প্রফেসর মোহাম্মদ আলী	১-৮-১৯৯৮-২ ২০০২খ্রী.
৩.	প্রফেসর ড. এ.কে.এম. আজহারুল ইসলাম	২০০২খ্রী.

প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক ১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬খ্রী. হতে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (একাডেমিক) এর দায়িত্ব পালন করে আসছেন।[১]

বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের সূচনার তারিখ এবং প্রথম যোগদানকারী কর্মকর্তা, শিক্ষকগণ

---

[1] Souvenir, Permanent Campus, Inauguration, 28 March 2002, Internatinal Islamic University Chittagong.

[২] প্রফেসর ড. মোহাম্মদ লোকমান (১২-০৯-১৯৯৩-১৯৯৮) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১. বিশ্ববিদ্যালয় মুঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক সুপারিশপত্র লাভঃ ১৮ ডিসেম্বর'৯৪

২. শিক্ষা মন্ত্রনালয় কর্তৃক অনুমতি পত্র লাভঃ ১১ ফেব্রুয়ারী'৯৫

৩. প্রথম ভর্তি পরীক্ষাঃ ২৪ জুন'৯৫

৪. ক্লাস শুরুঃ ১লা আগষ্ট'৯৫

৫. ঢাকা ক্যাম্পাসে ক্লাস শুরুঃ ১লা জানুয়ারী ২০০০

৬. স্থায়ী ক্যাম্পাসে ভিত্তি প্রস্থর স্থাপনঃ ১৭ মার্চ ১৯৯৯

৭. **বিভিন্ন বিভাগের ক্লাস শুরুর তারিখঃ**

কুরআনিক সায়েন্স এন্ড ইসলামিক ষ্টাডিজ (QSIS)ঃ ১লা আগষ্ট'৯৫

কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (CSE) ১লা আগষ্ট'৯৫

ব্যবসায় প্রশাসন (DBA)ঃ ১লা আগষ্ট'৯৫

দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক ষ্টাডিজ (DIS): অটাম (Autum) সেমিষ্টার ১৯৯৮

এক্সিকিউটিভ এম.বি.এ (EMBA) : Sumer (সামার) সেমিষ্টার ১৯৯৮

কম্পিউটার এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (CCE): স্প্রিং সেমিষ্টার ১৯৯৯

ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ এন্ড লিটারেচার (ELL)ঃ অটাম (Autum) সেমিষ্টার ২০০০

এম.বি.এ (MBA) ঃ স্প্রিং সেমিষ্টার ২০০১

এম.এ (QSIS) ঃ স্প্রিং সেমিষ্টার ২০০১

৮. প্রজেক্ট ডাইরেক্টর (অবৈতনিক) প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ লোকমান

৯. প্রথম ভাইস চ্যান্সেলরঃ প্রফেসর মোহাম্মদ আলী

---

[1] Souvenir, Permanent Campus, Inauguration, 28 March 2002, Internatinal Islamic University Chittagong.

Dhaka University Institutional Repository

১০. প্রথম প্রো-ভাইস চ্যান্সলর- প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক

১১. **কো-অর্ডিনেটরসঃ**

কি.এস.আই.এস. (QSIS) প্রফেসর ড. এ.কিউ.এম শামসুল আলম

সি.এস.ই (CSE) প্রফেসর ড. নুরল ইসলাম

ডি.বিএ. (DBA)-প্রফেসর কে.এম. গোলাম মহিউদ্দিন

১২. **ডীনবৃন্দঃ**

শরীআ ফ্যাকাল্টিঃ প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক

মর্ডান সায়েন্সেস ফ্যাকাল্টিঃ প্রফেসর ড. নুরুল ইসলাম

এডমিনিস্ট্রেটিভ সায়েন্সেস প্রফেসর ড. হারুনুর রশীদ

১৩. **শুরুতে বিভাগীয় প্রধানগণঃ**

কিউ.এস.আই.এস.এন্ড.ডি.আই.এস (OSIS & DIS)- মোঃ গিয়াস উদ্দিন হাফিজ

সি.এস.ই (CSE)- মোঃ মিজানুর রহমান (আরবী ভাষা ইনষ্টিটিউটঃ গিয়াস উদ্দীন তালুকদার

ডি.বি.এ (DBA)- মোঃ তৈমুর রেজা শরীফ

ই.এল.এল (ELL)- মোঃ ইয়াসিন শরীফ

সি.এস.ই. (CSE)- মোঃ আনিসুল করিম

১৪. **শুরুতে প্রশাসনিক বিভাগ সমূহের প্রধানগণঃ**

রেজিষ্ট্রার (ভারপ্রাপ্তঃ) রফিক আহমদ চৌধুরী

পি.এইচ.আর.ডি (PHRD) রফিক আহমদ চৌধুরী

ছাত্র বিষয়ক (STAD)ঃ মোঃ এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী

একাডেমিক (ACAD)ঃ মোঃ আমিনুল ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

ফাইন্যান্স (ACFD)ঃ মোঃ শহীদুল্লাহ সেলিম

লাইব্রেরী (LID) মোঃ নুরুল কবির খান

১৫. প্রথম যোগনাদকারী পূর্নকালীণ শিক্ষকঃ মোঃ মিজানুর রহমান

১৬. প্রথম যোগদানকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তাঃ মোঃ এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী

১৭. প্রথম কম্পিউটার অপারেটরঃ মোঃ মুসলেহ উদ্দিন

১৮. প্রথম যোগদানকারী পিয়নঃ মোঃ রহমত উল্যা।[১]

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম কর্তৃক মাওলানাকে ক্রেষ্ট প্রদান (মরনোত্তর)ঃ

২৮ মার্চ ২০০২খ্রী. রোজ বৃহস্পতিবার ছিল আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের স্থায়ী ক্যাম্পাসের শুভ উদ্বোধন ও প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের দিন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রফসর এ.কিউ.এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী এর শুভ উদ্বোধন করেন। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে Convocation Speaker ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের (১৫-০৭-২০০১-১০-১০-২০০১খ্রী.) সাবেক প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমান।[২]

---

[1] Souvenir, Permanent Campus, Inauguration, 28 March 2002, Internatinal Islamic University Chittagong.

[2] Souvenir, Permanent Campus, Inauguration, 28 March 2002, Internatinal Islamic University Chittagong.

Dhaka University Institutional Repository

স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন সমাবর্তন অনুষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক। বক্তব্য পেশ করেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর ভিসি প্রফেসর মোহাম্মদ আলী, বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টের বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফের ড. আবদুল্লাহ উমর নাসিফ (সৌদি আরব), ড. ইউছুফ আল কার্যাবী। আল্লামা আবদুল্লাহ বিন আবদুল আজিজ আল মুসলেহ, বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাষ্টের ভাইস চেয়ারম্রান মাওলানা মুহাম্মদ শামসুদ্দীন, ট্রাষ্ট্রের সেক্রেটারী আলহাজ বদিউল আলম, ডাঃ নুরুল ইসলাম, ড. মোহাম্মদ হারুনর রশীদ, অধ্যাপক গিয়াস উদ্দীন তালুকদার ও পানি সম্পদ মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার এলকে সিদ্দিকী । আরো উপস্থিত ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমান, বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক গোলাম আজম, মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী এম.পি, শাহজাহান চৌধুরী এম.পিসহ বিপুল সংখ্যক শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। সমাবর্তন অনুষ্ঠানের শুরুতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ডাঃ এ.কিউ.এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাষ্টের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ:) কে মরনোত্তর ক্রেস্ট প্রদান করেন। মাওলানার জ্যেষ্ঠপুত্র মোহাম্মদ আবদুল হাই নদভী রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করেন। অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদেরকেও ক্রেস্ট প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করা হয়।[১]

---

[১] মাসিক দ্বীন দুনিয়া, মে, ২০০২, তেইশ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, সফর-১৪২৩হিঃ বৈশাখ ১৪০৮বাংলা,

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা

"ইসলামী ব্যাংকিং" পরিভাষাটি বিংশ শতাব্দীর উদ্ভাবন। ১৯৬০ এর দশক থেকে বিশ্বের অর্থনৈতিক মানচিত্রে সুদমুক্ত ইসলামী শরী'আত সম্মত ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিকাশ ঘটতে শুরু করে। এটি এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা এর মূলনীতি ও কর্ম পদ্ধতির সকল পর্যায়ে ইসলামী শরীআহর নীতি মালা মেনে চলতে বদ্ধ পরিকর এবং কর্মকান্ডের সকল স্তরে সুদ বর্জন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। মহান আল্লাহ বলেছেন-

الذين ياكلون الربوا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربوا واحل الله البيع و حرم الربوا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهي فله ما سلف و امره الي الله و من عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ٥

অর্থ- যারা সুদ খায় তারা কিয়ামতে দন্ডায়মান হবে, যেভাবে দন্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসর করে মোহবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে তারা বলেছেঃ ক্রয় বিক্রয় তো সুদের মত। অথচ আল্লাহ ক্রয় বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতপর যার কাছে তার পালন কর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং যে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে তা তার। তার ব্যাপার আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই দোযখে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। (২ঃ২৭৬)

মে- ২০০২খ্রী.) চট্টগ্রাম, পৃ-২৫-২৬

Dhaka University Institutional Repository

يايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربوا ان كنتم مؤمنين ــ فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله وان تبتم فلكم رءوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون ٥

অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে তা পরিত্যাগ কর। যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। অতপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর তবে তোমরা নিজের মুলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারো প্রতি অত্যাচার করে না এবং কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না। (২ঃ২৭৮, ২৭৯)

এ মূলনীতির আলোকে একটি ন্যায় ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার তাগিদ থেকে ইসলামী ব্যাংকিং চেতনার উন্মেষ ঘটেছে। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের সূচনা লগ্নে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহঃ) চট্টগ্রামে "সুদবিহীন ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা" শীর্ষক একটি জাতীয় সেমিনার এর আয়োজন করেন। ২৬ এপ্রিল ১৯৮১খ্রী. রোজ রবিবার "বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান" এর উদ্যোগে গবেষণা প্রতিষ্ঠান মিলনায়তনে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক এর তৎকালীন ডিপুটি গভর্নর এম খালেদ খান। সভাপতিত্ব করেন মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার। এই সেমিনারে বিশিষ্ট ব্যাংকার, অর্থনীতিবিদ,

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ, উলামায়ে কিরাম, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।[১]

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার সভাপতির ভাষণে বলেছেন "আজকের এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে। এর আলোচ্য বিষয় হচ্ছে "সুদ বিহীন ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা"। আপনারা জানেন ইসলাম অপরাপর ধর্মের ন্যায় কোন পূজা পার্বন বা নিছক অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম নয়। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ) কুরআনের শিক্ষা ও আদর্শ নিজের জীবনে বাস্ত বায়নের মাধ্যমে আমাদের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা জীবনের প্রতিটি দিক বিভাগ ও ক্ষেত্রের জন্য সুন্দর ও সর্বোত্তম আদর্শ স্থাপন করে গেছেন।[২]

আপনারা চোখ খোলে বর্তমান দুনিয়ার পরিবেশ ও পরিস্থিতি দেখুন, অতপর পবিত্র কুরআন ও হাদীস গভীরভাবে তেলাওয়াত ও অধ্যয়ন করুন। তখনই আপনার মনের এবং বর্তমান যুগের সব সমস্যা ও চাহিদার জবাব পেয়ে যাবেন। অতীতের ন্যায় আজকের দুনিয়ায় বিভিন্ন ধরনের জটিল জটিল সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষত অর্থ ব্যবস্থাকে নিয়ে গোটা দুনিয়া দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এই অর্থ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র একদিকে মানব জাতিকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গোলামীতে বন্দী করে শোষণ করে চলেছে,

---

[১] মাসিক দ্বীন দুনিয়া, ১ম বর্ষ, মে ১৯৮১খ্রী., বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম, পৃ-১৯

[২] মাসিক দ্বীন দুনিয়া, ১ম বর্ষ, ১৯৮১খ্রী. বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম পৃ-১৯

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে বস্তুবাদী জীবন দর্শন ও নীতিহীন প্রযুক্তির প্রভাবে বিশ্বব্যাপী অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও মানব সভ্যতা ধ্বংসের আয়োজন চলছে। এর মোকাবিলায় ইসলামকে একমাত্র সত্যধর্ম ও মানবজীবনের সুন্দরতম আদর্শ ও নীতিমালা হিসেবে বলিষ্ট যুক্তির মাধ্যমে তুলে ধরা, বস্তুবাদের মোকাবিলায় রূহানিয়ত বা আধ্যাত্মিক ভাবধারার বিকাশ ঘটানো, কুরআন হাদীসের আলোকে মানব জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান পেশ, সুদ ভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও ব্যক্তি মালিকানাহীন সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার মোকাবিলায় যাকাত ভিত্তিক ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা প্রবর্তন, ক্লাব ভিত্তিক বর্তমান সমাজ কাঠামোকে ভেঙ্গে দিয়ে মসজিদ কেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং সর্বোপরি ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করাই সর্বোত্তম ও প্রধান জিহাদ বলে বিবেচিত"।[১]

সেমিনারের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংক এর ডিপুটি গভর্নর মোহাম্মদ খালিদ খান বলেছেন- "ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার উপর এই সেমিনার উদ্বোধন করতে পেরে আজ আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। এ সেমিনারের উদ্যোক্তা বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। তাই তাদের জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। সুদ বিহীন ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা এক বাস্তবরূপ গ্রহণ করতে চলেছে। ইসলামী ধ্যান ধারণা ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের অন্যতম প্রধান ধাপ হচ্ছে- ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা, যা

---

[১] মাসিক দ্বীন-দুনিয়া, প্রথম বর্ষ, মে ১৯৮১খ্রী. পৃ-১৯, ২০, বায়তুশ শরফ ধনিয়ালা পাড়া, চট্টগ্রাম।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের আইন মোতাবেক সুদ বিহীন। পৃথিবীর অনেক মুসলিম দেশ এ ব্যাপারে সাফল্যজনকভাবে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। বাংলাদেশেও এ ব্যাপারে যথেষ্ঠ কার্যক্রম শরু হয়েছে। তাই আমি মনে করি, বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত এই সেমিনার অত্যন্ত সময়োপযোগী। আমি বিশ্বাস করি এ সেমিনারের আলোচনা ও সুপারিশ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা প্রচলনে বিশেষ সহায়ক হবে। আমি নিশ্চিত যে, ইসলামী ব্যাংক বান্ত বায়নের এই সূচনা কালে এ ধরনের মূল্যবান সেমিনারে অংশগ্রহণকারীগণ এ বিষয়ে সুগভীর বিশ্লেষন করবেন। যাতে করে আমাদের দেশে ইসলামী ব্যাংকের সম্ভাব্য পথকে খুঁজে বের করা যায়। তাই আমি কামনা করি এই সেমিনারের আলোচনার সফল সার্থকতা"।[১]

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকের[২] সূচনাঃ

---

[১] মাসিক দ্বীন দুনিয়া, প্রথম বর্ষ, মে ১৯৮১খ্রী. বায়তুশ শরফ ধনিয়ালা পাড়া, চট্টগ্রাম, পৃ- ২৩-২৫.

[২] ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞাঃ ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী আর্থ-সামাজিক সুবিচার কায়েমের লক্ষ্যে ইসলামী শরীআতের নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যাংকই হচ্ছে ইসলামী ব্যাংক। ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) ইসলামী ব্যাংকের একটি সুনির্দিষ্ট ও সহজবোধ্য সংজ্ঞা নিরূপন করেছে। সংজ্ঞাটি হলো- "Islami Bank is a financial Institution whose statutes, rules and procedures expressly state its commitment to the principles of Islamic shariah and to the banning of the receipt and payment of interest on any of its operations". "ইসলামী ব্যাংক হচ্ছে এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা তার উদ্দেশ্য আইন কানুন ও কর্ম পদ্ধতির সকল স্তরে ইসলামী শরীআতের নীতিমালা মনে চলে এবং তার সকল কার্যক্রমে সুদের লেনদেন সম্পূর্ণ বর্জন করে"। (অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নত তর ব্যাংক ব্যবস্থা, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ-অক্টোবর ১৯৯৬ ঢাকা, পৃষ্ঠা-২৬)

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ১৯৮৩খ্রী. ১৩ মার্চ কোম্পানী আইনের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের লাইসেন্স লাভ করে। একই বছর ৩০ মার্চ এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করার পর ১২ই আগষ্ট এর প্রধান শাখা আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। এটি বাংলাদেশের সুদ মুক্ত এবং ইসলামী শরী'আত মোতাবেক পরিচালিত প্রথম ব্যাংক।[১]

- ইসলামী শরীআহ মোতাবেক সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- আর্থিক লেনদেন সম্পূর্ণভাবে সুদমুক্ত করা।
- কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।
- গ্রাহক ও ব্যাংকের সম্পর্ক অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা।
- সকল বিনিয়োগ কার্যক্রমে ইসলামী নীতি পদ্ধতির অনুসরণ করা।
- ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে ন্যায়নীতি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা।
- স্বল্প আয়ের লোকদের জীবন যাত্রার মানউন্নত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- মানব সম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
- আন্তরিকতার সাথে উন্নতমানের ব্যাংকিং সেবা দান করা।
- অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।
- জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করা। পূ.গ্র. পৃ-১৩৭ (ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর কার্যক্রম)

বিনিয়োগ কার্যক্রমঃ

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ইসলামী শরীআহ্‌র ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ পদ্ধতি রয়েছে। এগুলোকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. **বেচা কেনা পদ্ধতি**

১. বায়-ই-মুরাবাহ, ২. বায়-ই-মুয়াজ্জল, ৩. বায়-ই-সালাম, ৪. ইসতিশনা

খ. **মালিকানায় অংশীদারিত্ব পদ্ধতি-**

১. মুদারাবা, ২. মুশারাকা

গ. মালিকানায় অংশদারিত্ব বা শিরকাতুল মিলক এর ভিত্তিতে হায়ার পারচেজ বা ভাড়ায় ক্রয়।

হায়ার পারভেচ আন্ডার শিরকাতুল মিলক (এইচ পি এস এম)

[১] (অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন ইসলামী ব্যাংকি একটি উন্নতর ব্যাংক ব্যবস্থা, কল্যাণ মুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, শরীয়া মোতাবেক পরিচালিত, প্রথম প্রকাশ-অক্টোবর ১৯৯৬খ্রী, পৃ.-১৩৬)

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শরী'আহ মোতাবেক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে এদেশের কিছু সংখ্যক ধর্মপ্রাণ ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং কয়েকটি ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে। পাশাপাশি মুসলিম দেশসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান তথা ইসলামী ব্যাংক, সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পূর্ণ মুসলিম মনীষীবৃন্দ ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেন এবং এ ব্যাংকের মূলধনে অংশীদারিত্ব গ্রহণ করে। ফলে এটি একটি অনন্য সাধারণ আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।[১]

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার এর বিশেষ অবদান রয়েছে। তিনি ছিলেন এ ব্যাংকের অন্যতম উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের বার্ষিক রিপোর্ট (১৯৮৩-২০০০) এর মতে ব্যাংকের বাংলাদেশী উদ্যোক্তাগণের তালিকা নিম্নরূপঃ

ব্যাংকের উদ্যোক্তাগণ,

বাংলাদেশী

মুহাম্মদ আব্দুর রজ্জাক লস্কর (মরহুম)

মফিজুর রহমান (মরহুম)

তমিজুল হক

মোহাম্মদ ইউনুছ

মুহাম্মদ সফিউদ্দিন দেওয়ান

---

[১] ইসলামী ব্যাংকিংক, শরীফ হুসাইন, পৃ-১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ রশিদ উদ্দিন

মুহাম্মদ হোসেন (মরহুম)

নাসিরুদ্দীন আহমদ

মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন

মুহাম্মদ মালেক মিনার

জাকি উদ্দিন আহমদ

এম. এ. রশিদ চৌধুরী

ইঞ্জিনিয়ার মোস্তফা মনোয়ার

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ

সিরাজুদ্দৌলা

শাহ আবদুল হান্নান, (প্রতিনিধি ইবনে সিনা ট্রাষ্ট)

এ. কে. এম. নাজির আহমদ, প্রতিনিধি বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, প্রতিনিধি ইসলামিক ইকনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো

মুহাম্মদ নুরুযযামন

আবুল কাশেম

এ. কে. ফজলুল হক

ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ দাউদ খান

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (২৫-০৩-১৯৯৮খ্রী. তারিখে ইন্তেকাল করে)

(প্রনিতিধি বায়তুশ শরফ ফাউন্ডেশন লিঃ)।[১]

---

[1] Annual Report 1983-2000, Islami Bank Bangladesh Limited, বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯৭, পৃ-৬.
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি-২০০১,পৃ-১০

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকের জন্যই ইসলামী শরীআহ বোর্ড রয়েছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর রয়েছে দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি শরীআত কাউন্সিল। ইসলামী ব্যাংকের সাফল্যে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী ও পূর্ণ আস্থাবান ইসলামী আইনবিদ, প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও ইসলামী শরী'আতে পারদর্শী ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে এই শরীআহ কাউন্সিল গঠিত হয়। সদস্যদের মধ্যে ৬ জন হচ্ছেন শরী'আত সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী খ্যাতনামা আলিম, একজন আইনজীবী, একজন ব্যাংকার ও দু'জন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ।

ইসলামী ব্যাংক কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা, তা নিশ্চিত করছে এই শরীআহ কাউন্সিল। ইসলামী ব্যাংক তার দৈনন্দিন কার্য-নির্বাহের ক্ষেত্রে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়, যে সব সন্দেহ জনক বিষয়ের মুকাবিলা করে, সেগুলো শরীআহ কাউন্সিলে পেশ করা হয়। কাউন্সিল কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয় এবং রায় দেয়। ইসলামী ব্যাংক শরীআত সম্মতভাবে তাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালিত করছে কিনা সে ব্যাপারে চেয়ারম্যান ও বোর্ড অব ডিরেক্টরস এর নিকট প্রতি বছর ইসলামী শরীআহ কাউন্সিল রিপোর্ট প্রদান করে থাকে।[১]

---

[১] ক. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, ইসলামী ব্যাংকি একটি উন্নতর ব্যাংক ব্যবস্থা, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ-অক্টোবর ১৯৯৬, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১০১
খ. অগ্রগতির দুই বছর, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রকাশ কাল-১৯৮৫, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর শরীআহ কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত (২৫-০৩-১৯৯৮খ্রী. তারিখে ইন্তেকাল) শরীআহ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান পদে সমাসীন ছিলেন।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর বার্ষিক রির্পোট (১৯৮৩-২০০০) অনুযায়ী শরীআহ কাউন্সিলের সদস্যদের তালিকা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
১.	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার	চেয়ারম্যান
২.	মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী	সদস্য সচিব
৩.	মাওলানা মুফতি আবদুর রহমান	সদস্য
৪.	মাওলানা সাইয়েদ কামাল উদ্দিন জাফরী	সদস্য
৫.	মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী	সদস্য
৬.	মাওলানা কামাল উদ্দীন খান	সদস্য
৭.	জনাব এম এ খালেদ	সদস্য
৮.	শাহ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান	সদস্য
৯.	এডভোকেট মোজাম্মেল হক[১]	সদস্য

মাওলানা ১৯৮৮ খ্রী. থেকে ১৯৯২খ্রী. পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক পরিচালনা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[২]

---

[1] Annual Report, 1983-2000, Islami Bank Bangladesh Limited, বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৮৬, পৃ-

[2] Annual Report, 1983-2000, Islami Bank Bangladesh Limited, বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৮৮, পৃ-৫.

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে পৃষ্টপোষকতা

বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ জাতীয় পর্যায়ে অনুমোদিত মসজিদ ভিত্তিক ধর্মীয় ও সমাজ কল্যাণ মূলক একটি সংগঠন। মাওলানার মুর্শিদ মীর মোহাম্মদ আখতর (রঃ) ইহা প্রতিষ্ঠা করেন। মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার (রহঃ) ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের জন্য ১৯৯৪খ্রী. গুণীজন সংবর্ধনার প্রবর্তন করেন। বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ ধর্ম, শিক্ষা, সমাজসেবা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবদানের জন্য প্রতি বছর, রবীউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখ চারজন ব্যক্তিত্বকে সংবর্ধনা প্রদান করেন। এতদপ্রসংগে মাওলানা বলেন "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ছাড়া মানুষের জীবন অচল। যে জাতির মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যত উন্নত, সে জাতি ততঅগ্রগামী। এক কালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মুসলমানদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল: তখন মুসলিম সমাজও ছিল প্রগতিশীল। উলামায়ে কিরাম ইসলামী জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উৎস। তাঁরা মুসলিম উম্মাহর দিশারী, পথ প্রদর্শক। আমরা তাঁদেরকে সার্বক্ষনিক জ্ঞান সাধনায় অনুপ্রাণিত করতে চাই।

কবিতা, কাব্য মনের উৎকর্ষ সাধন করে। তাই মানব সমাজে কবিরা স্বপ্ন দ্রষ্টার ভূমিকা পালন করেন। সৎসন্ধিৎষু কবি মানুষের বন্ধু। সমাজ সেবা ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ইবাদত। সৃষ্টির সেবা ছাড়া স্রষ্টার ইবাদত হয় না। সৃষ্টি যাদের কাছে প্রিয় তারা স্রষ্টার কাছে প্রিয়। সমাজ সেবা ঈমানের অংগ। সমাজ সেবা

Dhaka University Institutional Repository

ছাড়া কোন সমাজ টিকতে পারে না। বর্তমানে মুসলমানরা বিজ্ঞান চর্চায় পিছিয়ে পড়েছে বিধায় মুসলিম উম্মাহ হয়ে পড়েছে পশ্চাদপদ। মুসলিম উম্মাহর উন্নতিতে বৈজ্ঞানিকদের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমরা আলিম-উলামা, কবি-সাহিত্যিক, সমাজ সেবক ও বিজ্ঞানীদের সংবর্ধনা প্রদান করে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের গুরুত্বের দিকে সর্বস্তরের মুসলমানের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে চাই। ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে পৃষ্টপোষকতা প্রদান করতে চাই।"[১] মাওলানার সভাপতিত্বে এই গুণীজন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হত। মাওলানা প্রবর্তিত গুণীজন সংবর্ধনায় সংবধির্ত ব্যক্তি বর্গের তালিকা বছর ভিত্তিক প্রদত্ত হলো।

১৯৯৪খ্রী.

১. **প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান**, জাতীয় অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন সাহিত্যিক এবং বিদগ্ধ ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে জাতীয় জীবনে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

২. **কবি অল মাহমুদ**, দেশের অন্যতম প্রধান কবি, বাংলা সাহিত্যে ইসলামী নব জাগরণের উজ্জ্বল জ্যোতিস্ক হিসেবে তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়।

৩. **মাওলানা মীর গোলাম মোস্তফা**, চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার অধিবাসী প্রখ্যাত আধ্যাত্মিক সাধক ও প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস। আজীবন

---

[১] সভাপতির বাণী থেকে, গুণীজন সংবর্ধনা ৯৫ বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ মসজিদ বায়তুশ শরফ চট্টগ্রাম।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষকতার মাধ্যমে ইলমে দীনের খেদমত করার জন্য তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়।

৪. **আলহাজ্ব আবুল খায়ের মেম্বার**, চট্টগ্রাম জেলার কদমতলী মহল্লার বিশিষ্ট সমাজ সেবক, নগর বাইশ মহল্লার সর্দার। আজীবন সমাজ সেবার মাধ্যমে সমাজ গঠনে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়।[১]

১৯৯৫ খৃষ্টাব্দ

১. **ড. এম শমশের আলী**, বিশিষ্ট পদার্থ বিজ্ঞানী, বাংলাদেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন দ্রষ্টা গবেষণার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের বৈজ্ঞানিক সত্য সর্ব সাধারনের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচার প্রসারের মহান দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়।

২. **মাওলানা মুহিউদ্দিন খান**, সম্পাদক, মাসিক মদীনা ঢাকা । আজীবন সাহিত্য সম্পাদিকতা ও বাগ্মীতার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের খেদমতে অনবদ্য অবদানের জন্য তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়।

৩. **কবি আবদুল হালীম খাঁ**, টাঙ্গাইল জেলার ভূয়াপুর থানাধীন সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা এক নির্ভৃতচারী রাসূল প্রেমিক কবি। আজীবন সাহিত্য,

---

[১] গুণীজন সংবর্ধনা স্মারক'৯৪খ্রী. চট্টগ্রাম, বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

সাধনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে ইসলামী আদর্শের প্রচার প্রসারে অনন্য অবদানের জন্য তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়।

৪. **এডভোকেট আমীরুল কবরী চৌধুরী**, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবি ও হাইকোর্টের বিচারপতি। নিবেদিত প্রাণ সমাজ কর্মী। আজীবন সমাজ সেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে দুঃস্থ পীড়িত মানবতার কল্যাণে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।[১]

১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দ

১. **মাওলানা মুজহের আহমদ**, রেক্টর, কক্সবাজার হাসেমিয়া আলিয়া মাদরাসা, আজীবন ইসলামী শিক্ষার সাধনা এবং ইসলামের মহান আদর্শের যুগোপযোগী মূল্যায়ন ও সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে মৌলিক গবেষণা কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়।

২. **মালিক আকবর আলী**, বিশিষ্ট মুসলিম গবেষক। আজীবন গবেষণার মাধ্যমে মুসলিম বিজ্ঞানীদের অতীত অবদানের পুনরুজ্জীবন এবং পবিত্র কুরআনের বৈজ্ঞানিক সত্য সমূহকে সর্ব সাধারণের মাঝে ব্যাপক ভাবে প্রচার প্রসারে অনন্য অবদানের জন্য তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়।

---

[১] গুণীজন সংবর্ধনা ৯ আগষ্ট ১৯৯৫খ্রী. চট্টগ্রাম, বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

৩. **মোজাম্মেল হক (কবি)**, রাজশাহী বিভাগের নাওগাঁ জেলার মহাদেবপুরে জন্মগ্রহনকারী নীরব সাহিত্য সাধক। আজীবন উত্তর বঙ্গের মফস্বল শহর নওগাঁর নির্ভৃত কোণ হতে নিরবিচ্ছিন্ন কাব্য সাধনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়।

৪. **মৌলভী নূর আহমদ (মরনোত্তর)**, চট্টগ্রাম পৌর সভার প্রথম চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও সমাজ কর্মী, চট্টগ্রাম পৌরসভায় প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসেবে এতদঅঞ্চলের শিক্ষার প্রচারে ও প্রসারে অনন্য অবদান রাখার জন্য তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরন করা হয় এবং তাঁর বিদোহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়।[১]

১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ ঃ

১. **মাওলানা মুবারক আহমদ**, চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার অধিবাসী বিশিষ্ট আলিমে দীন। প্রখ্যাত ওয়ায়েজ এবং প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস। আজীবন দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা এবং ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের খেদমতে অনন্য অবদানের জন্য তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়।

[১] গুণীজন সংবর্ধনা স্মারক ২৮ জুলাই ১৯৯৬খ্রী. চট্টগ্রাম, বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

২. **ড. কাজী দীন মুহাম্মদ**, প্রো-ভিসি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, ঢাকা, প্রাক্তন চেয়ারম্যান বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষকতা সাহিত্য সাধনা ও গবেষণার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে ইসলামের অনুপম সৌন্দর্য উপস্থাপন এবং বাগ্মীতা ও লেখনীর মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের খেতমতে অনবদ্য অবদানের জন্য তাকে সংবর্ধিত করা হয়।

৩. **ড. জামাল নজুরুল ইসলাম**, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। আজীবন বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও শিক্ষকতার মাধ্যমে দেশ ও জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন এবং পবিত্র কুরআনের অন্তনিহিত সত্য সমূহ উদঘাটনের সুমহান দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁকে সংবর্ধিত করা হয।

৪. **আলহাজ্ব এডভোকেট বাদশাহ মিঞা চৌধুরী**, চট্টগ্রামের হাট হাজারী থানায় জন্মগ্রহণকারী বিশিষ্ট সমাজ কর্মী। আজীবন শিক্ষার প্রচার ও প্রসার এবং সমাজ সেবায় অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয় এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়।[১]

১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দ

১. মাওলানা হাবীব আহমদ ঃ পীর ছাহেব, চুনতি, চট্টগ্রাম, আজীবন দ্বীনি শিক্ষার প্রচার প্রসার ও সাধারন মানুষকে হিদায়তের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য শেখ -ই তরীকত হিসেবে তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়।

---

[১] গুণীজন সংবর্ধনা স্মারক'৯৭ চট্টগ্রাম, বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

২. **ড. সৈয়দ আলী আশরাফ**, প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চ্যান্সেলর, দারুল ইহ্সান ইউনিভার্সিটি ঢাকা । সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত দেশে বিদেশে উচ্চ শিক্ষায় সাধনা, ইসলামের সৌন্দর্য বিকাশে এবং ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতির পুনঃ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়।

৩. **মাওলানা নেসারুল হক**, শায়খুল হাদীস, দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসা চট্টগ্রাম। আজীবন ইলমে দীনের খেদমত এবং সবল লেখনী প্রসূত সম্মৃদ্ধ রচনাবলীর জন্য তাঁকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

৪. **অধ্যাপক আবদুল গফুর**, ভাষা সৈনিক, ফিচার সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, আজীবন ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচার প্রসার এবং প্রকৃষ্ট জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে একনিষ্ঠ অবদানের জন্য তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়।[১]

১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দ

১. খান বাহাদুর আবদুল আজীজ বিত্র (মরনোত্তর), ফেনী জেলার অধিবাসী হয়েও চট্টগ্রাম মহানগরীতে জনহিতকর কাজ এবং অবহেলিত মুসলিম জনগোষ্ঠির শিক্ষার বিকাশে অনন্য অবদানের জন্য যথাযোগ্য মর্যাদার

[১] গুণীজন সংবর্ধনা স্মারক ৬ জুলাই ১৯৯৮খ্রী. চট্টগ্রাম, বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

সাথে তাঁকে স্মরন করা হয়। এম.ই.এস হাইস্কুল আন্দরকিল্লা ও এম.ই.এস কলেজ নাসিরাবাদ, চট্টগ্রামের তিনি প্রতিষ্ঠাতা।

২. **অধ্যক্ষ এ এ রেজাউল করিম চৌধুরী.** সিটি কলেজ এম.ই.এস. কলেজ ও কাট্টলী মোস্তফা হাকীম কলেজ, চট্টগ্রাম। ইংরেজী সাহিত্যের দিকপাল, শিক্ষাবিদ, কবি, সাহিত্যিক ও মনবী শরীফের ভাষ্যকার। আজীবন শিক্ষকতা ও বাগ্মীতার মাধ্যমে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে জাগ্রত করার জন্য এই মহান মনীষীকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

৩. **নুরুল ইসলাম কাব্য বিনোদ**, উত্তর বঙ্গের প্রধান কবি। কাব্য সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য তাঁকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

৪. **মাওলানা আবদুর রশিদ**, অধ্যাপক, চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসা লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম। দীনী শিক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য তাঁকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।[১]

---

[১] গুনীজন স্মরন ও সংবর্ধনা স্মারক ২৭ জুন ১৯৯৯খ্রী. চট্টগ্রাম, বায়তুশ শরফ আনজুমানে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

২০০০ খ্রীষ্টাব্দ

১. **প্রফেসর ড. আবদুল করিম**, সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, উপমহাদেশের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, বিদগ্ধ পন্ডিত ও ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য তাঁকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

২. **বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ**, বাংলাদেশের সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও সুপ্রীম কোর্টের সাবেক বিচারপতি। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, সততা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার প্রতিভূ হিসেবে তাঁকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

৩. **কবি রুহুল আমীন খান**, নির্বাহী সম্পাদক দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা। কাব্য সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও বাগ্মীতার ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য তাঁকে সংবর্ধনা দেয়া হয়।

৪. **মাওলানা মোহাম্মদ ছফী উল্লাহ**, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ধামতী ইসলামিয়া আলিয়া মাদরাসা, কুমিল্লা দীনী শিক্ষার প্রসার ও ওয়াজের মাধ্যমে মানুষকে সত্য পথের পথিক রূপে গড়ে তোলার অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।[১]

---

[১] গুণীজন সংবর্ধনা ২০০০, ১৪ জুন ২০০০খ্রী. চট্টগ্রাম, বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

২০০১ খ্রীষ্টাব্দ

১. **বিচারপতি মোস্তফা কামাল**, বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচার প্রতি। সঙ্গীত সম্রাট আব্বাস উদ্দীনের জৈষ্ঠ পুত্র। সুষ্ঠু ন্যায় বিচার বিশ্বজনীন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং গণমানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে অনন্য অবদানের জন্য তাঁকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

২. **প্রিন্সিপ্যাল নুরুল আবছার খান**, চট্টগ্রামের আগ্রাবাদস্থ সরকারী কর্মাস কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, বিশিষ্ট লেখক ও হিসাব বিজ্ঞানবিদ আজীবন ব্যবহারিক শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়।

৩. **আলহাজ্জ মাওলানা মোহাম্মদ কাসেম**, ঐতিহ্য সমুজ্জ্বল চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া থানাধীন চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসায় প্রবীন উস্তাদ ও খ্যাতিমান আলিমে দীন । আজীবন ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে আদর্শ নাগরিক সৃষ্টিতে অনন্য অবদান রাখার ফলশ্রুতি স্বরূপ তাকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।[১]

২০০২ খ্রীষ্টাব্দ

১. **প্রফেসর মোহাম্মদ আলী**, ভাইস চ্যান্সেলর, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ও প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ,

---

[১] গুণীজন সংবর্ধনা স্মারক ২০০১, ৪ঠা জুন ২০০১খ্রী. চট্টগ্রাম, বায়তুশ শরফ অনজুমনে ইত্তহাদ বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রাম। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ গবেষক ও ভাষা, সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতিভূ হিসেবে এবং আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের ভাইস চ্যান্সেলর স্বরূপ ইসলামী ও আধুনিক জ্ঞানের সমন্বয় সাধন পূর্বক শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য তাঁকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

২. **মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ মোস্তফা হামীদী**, প্রাক্তন মুহাদ্দিস ও ভাইস প্রিন্সিপাল, ছরছীনা আলিয়া মাদরাসা, পিরোজপুর। তা'লীম ও তাবলীগে দীনের ক্ষেত্রে তার অসাধারণ মেধা ও কৃতিত্ব এবং ইলমে তাসাওউফ তথা তরীকত ও মারিফতের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে হেদায়তের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য শায়খ ই তরীকত হিসেবে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

৩. **মতিউর রহমান মল্লিক (কবি)**, প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক। বাংলা ভাষা ভাষীদের মাঝে ইসলামী সংগীতের প্রচার ও প্রসারে অনন্য অবদানের জন্য তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়।

৪. **আলহাজ্জ মোহাম্মদ মিঞা**, নগর মহল্লা কমিটি, বাংলা বাজার , চট্টগ্রাম। সমাজ সেবায় অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।[১]

---

[১] গুণীজন সংবর্ধনা স্মারক, ২৫ মে ২০০২খ্রী, চট্টগ্রাম, বায়তুশ শরফ আনজুমানে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী কলম সৈনিক সৃষ্টি

মাওলানা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে সাহিত্য সংস্কৃতি বিকাশের নামে সমাজ বিধ্বংসী অশ্লীল পর্ণো পত্রিকা ও রুচিহীন বইপত্র দর্শনে মর্মাহত হন। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন, মুসলমান, ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী আদর্শের উপর ইসলাম বিরোধী শক্তির ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারের কথা। তিনি ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানকে সমাজের সর্বস্তরে পৌছে দেয়ার নিমিত্তে ইসলামী চেতনায় অনুপ্রাণিত একদল সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও কলম সৈনিক সৃষ্টির প্রয়াস চালান।মাওলানার মাসিক পত্রিকা প্রকাশের সুবাদে তরুণ লেখক সম্প্রদায়ের জন্য প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ ও সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়। মাওলানা তরুণ লেখক সম্প্রদায়কে উৎসাহ প্রদান করতেন। তিনি নবীণ, প্রবীণ ও তরুণ লেখকদের সম্মানে বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান মিলনায়তনে প্রীতি সমাবেশের আয়োজন করেন। মাওলানা সমাবেশে লেখকদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করতেন।[১]

মাওলানা লেখক, সাংবাদিক, গবেষকগণকে ইসলামী সাহিত্য সরবরাহ করতেন এবং তাদের মাঝে দাওয়াতী কাজ চালাতেন। কোন পত্রিকায় ইসলামী কোন লেখা বা সংবাদ প্রকাশিত হলে তিনি আনন্দিত হতেন। মাওলানার অনুপ্রেরণায় চট্রগ্রাম ভিত্তিক দৈনিক নয়া বাংলা পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক আবদুল্লাহ আল

---

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-১১০,১১১, আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, পৃ-১০৯, ১১০

Dhaka University Institutional Repository

ছগির বায়তুশরফের এক অনুষ্ঠানে তার পত্রিকায় দৈনিক এক পৃষ্ঠা ইসলামী সংবাদ লেখা ছাপার কথা ঘোষনা করেন। এতে মাওলানা খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন।[১] তার মাসিক পত্রিকার পাশাপাশি পরবর্তী পর্যায়ে চট্টগ্রাম থেকে আরো কতিপয় মাসিক ইসলামী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এতে মাওলানা আশান্বিত হয়ে বলেছিলেন "আশা করি এভাবে বিরাট ইসলামী লেখক গোষ্ঠী গড়ে উঠবে এবং ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মাঝে ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারিত হবে"।[২]

মাওলানার সৃষ্ট কলম সৈনিকদের মধ্যে অনেকেই ইতোমধ্যে একাধিক গ্রন্থ রচনাসহ লেখক হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং দেশের শীর্ষস্থানীয় পত্র পত্রিকায় কাজ করার সুযোগ লাভ করেছেন। সুমলিম বিশ্বের উপর বিস্তৃত হলুদ সাংবাদিকতার ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় এই কলম সৈনিকরা মাওলানার স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করতে সচেষ্ট আছেন।[২]

---

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-১০২

[২] আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জল নক্ষত্র, পৃ. ১১০

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকা প্রকাশ

মাওলানা ইসলামী সাহিত্য সম্ভারে বাংলা ভাষার দৈন্য সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় ওয়াকিফহাল ছিলেন। আমাদের দেশের সাহিত্য সংস্কৃতি, সংবাদপত্র, প্রচার মাধ্যমগুলোর অধিকাংশ দীনকে যারা ভালভাবে বুঝে না তাদের হাতে ন্যাস্ত। মাওলানা নিজেও ছিলেন একজন সুলেখক এবং অনুবাদক। তাই তিনি ইসলামী লেখক ও গবেষক তৈরী এবং ইসলামের অনুপম সৌন্দর্য্য তুলে ধরার জন্য ১৯৮০খ্রী. "দ্বীন দুনিয়া" নামে একটি সৃজনশীল মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।[১]

১৯৯৭খ্রী. ২০ নভেম্বর চট্টগ্রাম বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান মিলনায়তনে নবীন ও প্রবীন লেখকদের প্রীতি সমাবেশে মাওলানা "দ্বীন দুনিয়া" পত্রিকা প্রকাশের প্রেক্ষাপট আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন-"৭০এর দশকের শেষের দিকে একজন মুরীদ আমাকে একটি পত্রিকা এনে দেন। তাতে লেখা ছিল, আল্লাহ থাকেন আরশে আর মানুষ থাকে জমিনে। সুতরাং জমীনের মানুষের জন্য আল্লাহর কোন প্রয়োজন নাই। ১৪০০ বছর পূর্বেকার সেকেলে জীবন ব্যবস্থা ইসলামের প্রয়োজনীয়তা, বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার এ আধুনিক যুগে সম্পুর্ণ অচল। পত্রিকায় এ লেখা পড়ে আমার মুখ থেকে তাৎক্ষনিক উচ্চারিত হলো- "মানুষ সুখাদ্য না পেলে কুখাদ্য তো খাবেই"। সে চেতনা থেকেই মানুষকে সত্য ও ঈমানের আহার দেয়ার উদ্দেশ্যেও শত প্রতিকূলতা ছিন্ন করে

---

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত-, পৃ.-২৯-১০২

Dhaka University Institutional Repository

"দ্বীন দুনিয়া" প্রকাশ করি। আল্লাহ সম্ভবত এই পত্রিকাকে কবুল করেছেন আমাদের নিয়তের বিশুদ্ধতায়।"[১]

মাওলানা পত্রিকাটির নাম করণ করলেন "দ্বীন দুনিয়া" পত্রিকাটির এরূপ নামকরণ প্রসংগে তিনি বলেন- "বর্তমান যুগের মুসলমানদের জীবনধারাএমন হয়েছে যে যারা দীনদার তারা মনে করে দুনিয়াবী কাজকর্মে জড়িত হলে দীনদারী নষ্ট হযে যাবে। আবার সাধারণ মানুষের ধারনা দীনের পথে চলতে গেলে দুনিয়াদারী ত্যাগ করতে হবে। কেবল মসজিদ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে। কিন্তু ইসলাম তো সেরূপ ধর্ম নয়। আমাদের রাসূল (সাঃ) আল্লাহর সর্বোত্তম বান্দা। দীনদারীতে সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা তিনিই। অথর্চ তিনি সংসার জীবন অতিবাহিত করেছেন। ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। জিহাদ করেছেন। শত্রুর সাথে সন্ধি চুক্তি করেছেন। কাজেই দীনদারী করলে দুনিয়াদারী করা যাবে না, দুনিয়াদারী করলে দীনদারী হবে না। এ ধারনা গর্হিত ও ইসলামের বরখেলাপ। সমাজকে জাগাতে হলে, মানুষকে ইসলামের সুমহান আদর্শের দিকে আনতে হলে এ ধারনার মূলে কুঠারাঘাত হানতে হবে। এই মহৎ বিপ্লবী চিন্তা নিয়েই চিন্তার জগতে বিবর্তন সাধনের জন্য পত্রিকাটির নামকরণ করি "দ্বীন দুনিয়া"। অর্থাৎ দীন ও দুনিয়া এক সাথে চলবে। জীবনকে দীনদারীর উপর অবিচল রেখে দুনিয়ার যাবতীয় কাজকর্ম ব্যবসা বাণিজ্য, সমাজ, নামাজ ও

---

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত-পৃ-১১০

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতি করবে। আর যারা দুনিয়াদার তারা জীবনকে দীনের রঙে রাঙিয়ে ইহকাল ও পরকালকে সুন্দর করবে।[১]

মাওলানার মাসিক পত্রিকা "দ্বীন-দুনিয়া" প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে "আত্ তাওহীদ" নামে একটি ইসলামী মাসিক পত্রিকা চালু ছিল। পটিয়া জমিরিয়া মাদরাসার মাওলানা হাজী ইউনুস ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। তাছাড়া পুরো চট্টগ্রামে ধর্মীয় মহল হতে কোন পত্রিকা বের হত না। যা কিছু বের হত তা উর্দূতে লিখিত ছিল। মাওলানার মাসিক পত্রিকা দীনদুনিয়া প্রকাশের পর চট্টগ্রামের অনেক ধর্মীয় কেন্দ্র হতে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। মাওলানার পত্রিকা "মাসিক দ্বীন দুনিয়া" ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারে বাংলা ভাষাভাষীদের মাঝে প্রভূত অবদান রাখছে।

১৯৯৩খ্রী. থেকে কিশোরদের মাঝে ইসলামের তাহযীব তমদ্দুন, কৃষ্টি কালচার জাগ্রত করার মানসে শিশু কিশোর দ্বীন দুনিয়া নামক স্বতন্ত্র মাসিক পত্রিকা চালু হয়েছে। মাওলানা পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। ইসলামের নামে ঈমান আকীদা ধ্বংসকারী সামাজিকভাবে বহুদিন থেকে প্রতিষ্ঠিত দেশে বেশ কিছু আচার অনুষ্ঠানের মুল্যোৎপাটন করে সেগুলোর স্থলে ঈমান আকীদার পূর্নতার সহায়ক ইসলামী অনুষ্ঠান প্রবর্তন করে মানুষের চিন্তার জগতে তিনি আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন।

---

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত পৃ.-১৯৬

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইন্তেকাল

মুর্শিদের নিকট থেকে খিলাফত লাভের পর হতে মাওলানা সুদীর্ঘ ২৭ বৎসর "তরীকত বজুয্ খিদমতে খালেকি নিস্ত" তরীকত মানে সৃষ্টির সেবা" এই অমোঘ সত্যের বাস্তব রূপায়ণে সমাজ সংস্কার ও মানুষের আত্মিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য সময় ব্যয় করেছেন। জীবনে বিশ্রামের অবকাশ তিনি পাননি। দীর্ঘদিন যাবত ডায়াবেটিক রোগ, চক্ষু রোগ, উচ্চ রক্ত চাপ এবং হৃদ রোগের অসহনীয় দুর্ভোগকে স্বীয় অঙ্গে ধারন করে বিদেশ এবং স্বদেশের এক অঞ্চল হতে অন্য অঞ্চলে মানব সেবা ও দীনের প্রচারের জন্য সফর করেছেন এবং মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যান।[১]

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮খ্রী. আখতারাবাদ ঈসালে সওয়াবের মাহফিলে প্রায় ৩ ঘন্টা মুসলমানদের আত্মিক উন্নতির লক্ষ্যে গুরুত্বপুর্ণ বক্তব্য পেশ করেছেন। যিক্‌র ও তাহাজ্জুদ নামাযে অংশ নিয়েছেন। ফজর নামাজের পূর্বে লাঠি ভর দিয়ে উপস্থিত হাজার হাজার মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে তাহাজ্জুদ নামাযের গুরুত্ব

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, প-২৬৮.

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনা করেছেন ও তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন এবং লক্ষ জনতাকে সাথে নিয়ে মোনাজাত পরিচালনা করেছেন।[১]

এই মাহফিলের পর পরই তাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধি পায়। তা সত্ত্বেও তিনি দৈনন্দিন কাজে কোন রূপ শিথিলতা দেখাননি। ২৪ মার্চ ১৯৯৮খ্রী. রোজ মঙ্গলবার দুপুর সোয়া বারোটায় স্বীয় হুজরায় কামিল শ্রেণীর ছাত্রদেরকে সহীহ বুখারী শরীফ দ্বিতীয় পারার কিতাবুত দাওয়াত এর পুরো বাবটি তাকরীর করেন।[২] প্রতিদিনের মত সেদিন ও তাহাজ্জুদ, যিকর, ফজর নামায, এশরাকের নামায এবং তরীকতের অজীফা পাঠ সম্পন্ন করেছেন।[৩] আকস্মাৎ তাঁর অসুস্থতা বেড়ে যায়। ২৫ মার্চ ১৯৯৮খ্রী. রোজ বুধবার সকাল ৭টা ১৫ মিঃ এ বন্দর নগরী চট্টগ্রামের ধনিয়ালা পাড়াস্থ বায়তুশ শরফের স্বীয় হুজরায় তিনি (রহ:) ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বৎসর। মৃত্যু কালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র ও পাঁচ মেয়ে রেখে যান।[৪]

জানাযা নামায

২৬ মার্চ ১৯৯৮খ্রী. বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় চট্টগ্রাম রেলওয়ে পলোগ্রাউন্ড ময়দানে লক্ষ লক্ষ ধর্ম প্রাণ মুসলমানের অংশ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে

---

[১] পূ.গ্র. প-২৬৯.
[২] আধ্যাত্মিক জগতের উজ্বল নক্ষত্র, পৃ-১১৮, ১১৯
[৩] পূ.গ্র.পৃ-৩৫, ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-২৬৫
[৪] পূ.গ্র. পৃ-২৬৯

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানার নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা নামাযের ইমামতি করেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী।[১] তার জানায়ায় শরীক হয়েছেন আলিম ওলামা, পীর মশাইখ মন্ত্রী, এম.পি, সরকারী, বেসরকারী বিভিন্ন পেশার কর্মকর্তা, কর্মচারী সহ সর্বস্তরের মানুষ। আওয়ামীলীগ, বিএনপি, জাতীয়পার্টি, জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ তাঁর জানাযায় উপস্থিত হন। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদশের নায়েবে আমীর আব্বাস আলী খান, মাওলানা কামাল উদ্দীন জাফরী, মাওলানা মহিউদ্দীন খান, চট্টগ্রাম ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদের সভাপতি মাওলানা মোহাম্মদ শামসুদ্দীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তৎকালীন শ্রমমন্ত্রী এম এ মান্নান, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, কেন্দ্রীয় নেতা আখতারুজ্জামান বাবু, বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা কর্ণেল অলি আহমদ, সাবেক মেয়র মীর মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, নূরুল ইসলাম বিএসসি, স্থানীয় সংসদ সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ সহ বিভিন্ন দলের আরো অনেক নেতা জানাযায় উপস্থিত ছিলেন।[১]

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম এর শায়খুল হাদীস এবং হাটহাজারী মাদরাসার প্রাক্তন মুহতামিম (প্রিন্সিপাল) হযরত আল্লামা আবদুল ওয়াহাব (রাহঃ) এর বিশিষ্ট খলীফা পীরে কামেল মুফতী মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক গাজী উলামাদের একটি বিরাট

---

[১] পূ.গ্র. পৃ-২৬৯

Dhaka University Institutional Repository

জমায়াত নিয়ে মাওলানার জনাযায় শরীক হন। বাংলাদেশের প্রাচীন ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র চট্টগ্রাম হাটহাজারী দারুর উলুম মঈনুল ইসলাম মাদরাসার সাবেক মুহতামিম (প্রিন্সিপাল) এবং হাকীমূল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রাহ:) এর বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা আবদুল ওয়াইহাব (রাহ:) এর সাহেবজাদা মাওলানা বেদারুল আলম হাটহাজারি মাদরাসা থেকে একটি জামায়াত নিয়ে মাওলানার জানাযায় অংশ গ্রহণ করেন।[২] জানাযা পূর্ব সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বক্তাগণ মাওলানা আবদুল জব্বার (রহ:) কে ঐক্য ও সংহতির প্রতীক, সাধারণ মানুষের আশ্রয়স্থল, ইসলামী আন্দোলনের অকুতোভয় বীর মুজাহিদ, এবং আধ্যাত্মিক নেতা ও মহান সমাজ সংস্কারক অভিধায় অভিহিত করেন।[৩] ক্ষণজন্মা এই মহাপুরুষের স্মরণাতীত কালের বৃহত্তম নামাযে জানাযার মাধ্যমে তাঁর প্রতি নিবেদিত হয় এদেশের আপামর জনতার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। স্বাধীনতা দিবসের সেই মহান দিবসে মাওলানার প্রতি শ্রদ্ধা ও শোক জানিয়ে সমগ্র চট্টগ্রাম মহানগরীতে একটি মাইক ও বাজেনি।[৪]

দুপুর ১২টায় যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে চট্টগ্রাম মসজিদ বায়তুশ শরফ ও বায়তুশ শরফ আদর্শ আলিয়া মাদরাসার মধ্যবর্তী মাওলানার হাতে গড়া ফুল বাগানে মসজিদের দক্ষিণ পাশে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ:) কে দাফন করা হয়।[৫]

---

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূতী, পৃ-২৬২
[২] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-১০২
[৩] পৃ.গ্র পৃ-২০৮
[৪] পৃ.গ্র পৃ-৩১-৬৬
[৫] পৃ.গ্র. পৃ-২৬৯

Dhaka University Institutional Repository

শোক সভা ও দু'আর মাহফিল

বায়তুল্লাহ শরীফ ও মসজিদে নব্বীতে দুআর মাহফিল

মাওলানার ইন্তেকালের খবর শুধু দেশে নয় সুদূর মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার যে সব অঞ্চলে তিনি সফর করেছেন সে সব দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বায়তুল্লাহ শরীফ ও মসজিদে নববীতে তৎক্ষণাৎ খতমে কুরআন ও দু'আর মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।[১]

চট্টগ্রামে স্মরণ সভা

মাওলানার ইন্তেকালের পর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাষ্ট, চট্টগ্রাম ১৯ এপ্রিল ১৯৯৮খ্রী. রোজ রবিবার বিকাল ৩টায় ঐতিহ্যবাহী বন্দর নগরী চট্টগ্রামের "শহীদ রজব আলী ময়দানে" (প্যারেড ময়দান, চকবাজার) এক নাগরিক স্মরণ সভার আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ এ. এ. রেজাউল করিম চৌধুরী। স্মরণ সভার প্রধান অতিথি ছিলেন, বিশিষ্ট পার্লামেন্টারিয়ান আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাসসিরে কুরআন মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী এম.পি. স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখেন বায়তুশ শরফের বর্তমান পীর বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলিমে দীন মাওলানা মুহাম্মদ কুতব উদ্দীন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্ট চট্টগ্রাম এর ভাইস চেয়ারম্যান, ও সমাজ কল্যাণ

---

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-৮৫

Dhaka University Institutional Repository

পরিষদ চট্টগ্রাম এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ শামসুদ্দীন, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর ভাইস চেয়ারম্যান মুহাম্মদ ইউনুছ, চট্টগ্রামের সাবেক মেয়র ও রাষ্ট্রদূত মীর মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন, সাবেক মেয়র মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কর্মাসের সভাপতি কামাল উদ্দীন আহমদ, সাবেক এমপি আজিজুর রহমান, মাওলানার জৈষ্ঠ পুত্র মাওলানা আবদুল হাই নদভী, দৈনিক কর্ণফুলীর প্রকাশক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আফসার উদ্দীন চৌধুরী, দৈনিক ঈশান সম্পাদক এ কে এম শাহজাহান, আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এ এফ এম হাসান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাষ্ট চট্টগ্রামের সেক্রেটারী বদিউল আলম ও বিশিষ্ট আলিমে দীন মাওলানা মামুনুর রশীদ নূরী প্রমুখ। স্মরণ সভা পরিচালনা করেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের রেজিষ্ট্রার বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক আ.জ.ম ওবায়দুল্লাহ।[১]

নাগরিক স্মরণ সভায় দেশের শীর্ষস্থানীয় আলিম উলামা, সাংবাদিক, সাহিত্যিক রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবিগণ সর্ব সম্মতভাবে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী বায়তুশ শরফের পীর মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ:), ছিলেন মুসলিম উম্মাহর অবিসংবাদিত ঐক্যের প্রতীক। ইসলামী আন্দোলনের অকুতোভয় সৈনিক। দেশ ও জাতির সংকটময় মহুর্তে তিনি আলিম

---

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-২৩২

Dhaka University Institutional Repository

উলামা পীর মশাইখ ও ইসলামী চিন্তাবিদদের একই প্লাটফরমে ঐক্যবদ্ধ করে মহা দূর্যোগে রাহবারের ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর মতো নির্ভরযোগ্য অভিভাবককে হারিয়ে গোটা জাতি আজ শোকাহত।

নাগরিক স্মরণ সভায় প্রধান অতিথি মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী বলেন ১৯৮২খ্রী. থেকে ১৯৯০খ্রী. পর্যন্ত দীর্ঘ ৯ বছর ইত্তেহাদুল উম্মাহর দায়িত্ব পালন কালে পীর মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার এর সাহচর্যে থেকে তাঁকে একান্ত কাছ থেকে জানার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমরা দুজনে সে বছরগুলোতে ইত্তেহাদুল উম্মাহর দাওয়াত নিয়ে আলিম উলামাদের এক প্লাটফরমে এক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে সারাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সফর করেছি। এ দীর্ঘ দিনের সাহচর্যে আমি উপলব্ধি করেছি মাওলানা ছিলেন সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে, উদার প্রাণ ও মহৎ হৃদয়ের অধিকারী কামেল ওলী। তিনি জীবনে কারো বিরুদ্ধে ফতওয়া দেননি। বরং সব সময় দলমত নিবিশেষে সকলকে একই মঞ্চে একত্রিত করার প্রয়াসী ছিলেন। তিনি ছিলেন উচ্চ প্রতিভার অধিকারী যা আমাদের সমাজে খুবই দুর্লভ। শায়খুল হাদীস ওস্তাযুল আসাতেযা, কবি, সাহিত্যিক, গবেষক, দার্শনিক, সমাজ বিজ্ঞানী, সমাজ সংস্কারক, আলিমে দীন, দুর্দিনে জাতির অভিভাবক সহ আরো অসংখ্য বৈশিষ্টের অধিকারী ছিলেন তিনি।[১]

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-২৩২-৩৩

Dhaka University Institutional Repository

পীর মুরীদির গতানুগতিক ধারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক তাসাওউফ ও তরীকতের প্রকৃত ধারা তিনি মানুষের সামনে যোগ্যতার সাথে পেশ করেছিলেন। তিনি শুধু পীর ছিলেন না বরং তিনি সকল পীর, উলামায়ে কেরাম ও সমাজ সংস্কারকের জন্য ছিলেন অনুসরণযোগ্য আদর্শ।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাষ্ট চট্টগ্রামের ভাইস চেয়ারম্যান মাওলানা শামসুদ্দীন বলেন- ১৯৮৩খ্রী. মাওলানা ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং এর উপর সর্বপ্রথম বায়তুশ শরফে সেমিনারের আয়োজন করেন। বাংলাদেশের প্রথম চালুকৃত সুদবিহীন, ইসলামী শরীআহ মোতাবেক পরিচালিত বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক "ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড" এর তিনি স্বপ্নদ্রষ্টা, প্রতিষ্ঠাতা স্পন্সর, ডাইরেকটর ও ভাইস চেয়ারম্যান এবং আমৃত্যু শরীআহ কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন।[১]

ঢাকায় স্মরণ সভা

মাওলানার ইন্তিকালে বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, ঢাকা শাখা এয়ার পোর্ট রোডস্থ মসজিদে বায়তুশ শরফে ২৮ মার্চ '৯৮ রোজ শনিবার বিকাল চারটায় এক স্মরণ সভা ও ঈসালে সওয়াব মাহফিলের আয়োজন করে। এতে মাওলানার বর্ণাঢ্য জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর গুরত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. শমশের আলী,

[১] অগ্রদূত, পৃ-২৩৪-৩৬

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক, ফুরফুরার পীর মাওলানা আবদুল কাহ্হার সিদ্দীকী আল কুরাইশী, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের ভাইস প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ ইউনুস, এ আর এম আবদুল মতিনসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ড. শমশের আলী বলেন- মাওলানা শিক্ষা এবং কর্মের সমন্বয়ে দীন ও দুনিয়ার প্রকৃত কল্যাণ সাধনের যে রূপরেখা আমাদের দিয়ে গেছেন তা সত্যি বিরল। তিনি মানব সেবার উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান বলেন- মাওলানা যে জনহিতকর কাজ করে গেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর ঈসালে সওয়াবের জন্য যথেষ্ট।[১]

৩০ এপ্রিল '৯৮ বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টায় বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ ও আনজুমনে নওজোয়ান ঢাকা শাখা, ঢাকা এয়ার পোর্ট রোডস্থ মসজিদে বায়তুশ শরফে মাওলানার স্মরণে একটি স্মরণ সভার আয়োজন করে। এতে বক্তব্য রাখেন বায়তুশ শরফ এর বর্তমান পীর মাওলানা মুহাম্মদ কুতুব উদ্দীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, ড. হাবিবুর রহমান চৌধুরী, তৎকালীন বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ার্ম্যান অধ্যাপক ইউনুস শিকদার, মাওলানা এ কিউ এম সিফাতুল্লাহ, ইসলামী ব্যাংক শরীআহ কাউন্সিলের সেক্রেটারী মাওলানা কামাল উদ্দীন জাফরী, ব্যাংকার

---

[১] অদ্রদূত, পৃ-২৪২

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ ইউনুছ, অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম, মাওলানা মহিউদ্দীন খান ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।[১]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্মরণ সভা

মাওলানার স্মরণে বায়তুশ শরফ আনজুমানে নওজোয়ান এর উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১লা মে'৯৮ বিকাল ৪টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনিষ্টিটিউট মিলনায়তনে এক স্মরণ সভার আয়োজন করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. আ.ন.ম. রঈস উদ্দীন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুল জলিল মিয়া, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. এ বি এম হাবিবুর রহমান চৌধুরী মার্কেটিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সিরাজুল হক শাহজাহান ও আনজুমানে নওজোয়ানের উপদেষ্টা শিল্পপতি তাহের সোবহান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে আলোচকবৃন্দ মাওলানার জীবন ও কর্মের উপর এম.ফিল ও পি.এইচ.ডি পর্যায়ে উচ্চতর গবেষণা হওয়া উচিত বলে মত প্রকাশ করেন।[২]

---

[১] অদ্রদূত, পৃ-২৩৭

[২] ইসলামী রেনেসাঁর অদ্রদূত, পৃ-৪৯-৭০

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় মহাল্লাবাসীর শোক সভা

চট্টগ্রাম ধনিয়ালা পাড়াস্থ বায়তুশ শরফ মসজিদ প্রাঙ্গনে স্থানীয় মহল্লাবাসীরা ১৭ই এপ্রিল '৯৮ শুক্রবার বিকেলে মাওলানার স্মরণে শোক সভার আয়োজন করে। এতে দৈনিক আজাদী সম্পাদক অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন।[১]

মাওলানা আবদুল জব্বার এর ইন্তিকালে বিভিন্ন পত্রিকার অভিমতঃ

মাওলানার ইন্তিকালে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত "দৈনিক কর্ণফুলী ১লা এপ্রিল ১৯৯৮খ্রী." এক মহৎ প্রাণের স্মরণে শিরোনামে এবং দৈনিক ঈশান ২৮ মার্চ ১৯৯৮খ্রী. আমরা শোকাহত শিরোনামে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে।[২]

দৈনিক সংগ্রাম ৪ঠা এপ্রিল ১৯৯৮খ্রী. বায়তুশ শরফের পীর মরহুম হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহঃ) সাহেবের স্মরণে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে।

---

[১] পূ.গ্র. পৃ-৪৫

[২] অগ্রদূত, পৃ-২২৮, ২২৯

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর সম্পর্কে সুধীজনদের মন্তব্য

ড. সিরাজুল হক, প্রফেসর এমেরিটাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জীবনে অনেক পীর বুযুর্গের দরবারে যাবার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু এমন একজন বুযুর্গ পীর আমার শত বছরের জীবনে বিরল। ১৯৮৫ সালে চট্টগ্রাম বায়তুশ শরফে তিন দিনব্যাপী একটি জাতীয় সেমিনার উদ্বোধন করার সুযোগ আমার হয়েছিল। তখন আমি তাঁকে খুব কাছে থেকে দেখে যে উপলব্ধি আমার হয়েছে তা হলো-তিনি মানুষ দেখেই বুঝতে পারতেন ভাল না মন্দ। ভালো গুণীজন হলে আন্তরিক সমাদর করতেন। খারাপ হলে বুঝতে দিতেন না। আমি তাঁর মধ্যে গোড়ামীর লেশমাত্র দেখিনি। তিনি বড়ই উদারপ্রাণ ছিলেন। তাঁর জন্য জনৈক ভক্ত খুব সুন্দর একটা চেয়ার বানিয়েছিলেন। গতানুগতিক ধারার আলোকে আমার ধারনা ছিল তিনি নির্ধারিত সজ্জিত চেয়ারটিতে বসবেন। আমি অবাক হলাম তখন। যখন আমাকে সেই চেয়ারটিতে বসতে তিনি জোর অনুরোধ করলেন। আমি সেই বৃটিশ আমলে দেখে আসছি অনেক বুযুর্গ ইংরেজী পড়াকে কুফর মনে করতেন। যিনি ইংরেজী শিক্ষিত ছিলেন তাঁকে খুব নাজুক অবস্থায় পড়তে হত। তাঁদের ধারণা ছিল," ইংরেজরা যেহেতু এ অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্য করতে এসেই রাজ্য ক্ষমতা কেড়ে নেয়, সুতরাং তাদের ভাষা সংস্কৃতি কেন আমরা গ্রহণ করবো"। এক্ষেত্রে বায়তুশ শরফের পীর সাহেব (রহঃ) ছিলেন আমার মত উদার চিত্তের অধিকারী। তিনি ইংরেজী ভাষা জানাকে তদানীন্তন পীর

Dhaka University Institutional Repository

সাহেবদের মত কুফর মনে করতেন না। বরং তিনি কাফেরকে মুসলমান করার আন্তরিক প্রয়াসী ছিলেন। তাঁর এই সুন্দর সাবলীল আচরণটি আমাকে মুগ্ধ করেছে। পীর সাহেব হিসেবে তিনি নিজেকে কখনো প্রকাশ করতেন না। আমি দেখেছি তিনি ছিলেন একজন মডার্ণ ম্যান। যার মধ্যে ধর্ম আধ্যাত্মিকতা ও আধুনিকতার এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি একজন বড় মাপের বুযুর্গ হওয়া সত্ত্বেও কারামত প্রকাশ করতেন না।[১]

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত পৃ-৫০-৫১

Dhaka University Institutional Repository

প্রফেসর ড. আবদুল করিম, সাবেক উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

"তিনি মসজিদ কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে দীনের প্রকৃত খাদেম তৈরির দুর্গস্থাপন করে আধুনিক জাহিলিয়াতের চ্যালেঞ্জ মোবাবেলার ব্যবস্থা করে গেছেন।"[১]

আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, সহযোগী অধ্যাপক (অবসর প্রাপ্ত) আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহঃ) শুধু একজন পীর ছিলেন না, তিনি ছিলেন সত্যিকার অর্থে একজন সংস্কারক ও সমাজসেবক। তিনি বিভিন্ন ধরনের বহু প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। ইখলাস ও ইহসানের অনন্য প্রতীক তিনি। সর্বোপরি ইসলামকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে সারা জীবন তিনি নিরলস কাজ করে গেছেন। যারা দেশ ও সমাজের খেদমত করতে চান তাদের জন্য তিনি আদর্শ।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুসরণ করতে আমাদেরকে তওফীক দান করুন, এবং এই মহৎ মানুষটিকে তাঁর নেক কাজের যোগ্য পারিতোষিক দিয়ে সম্মানিত করুন, আমীন।

ডঃ এ.এম.এম. শরফুদ্দীন, প্রফেসর, আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

পীর মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (১৯৩৩ ১৯৯৮খ্রী.) আমার অতি পরিচিত। আদর্শবান ও কামিল আলিম। আমি বিভিন্ন সেমিনার ও মাহফিলে

---

[১] আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, পৃ-১০৫

Dhaka University Institutional Repository

অতি নিকট থেকে তাকে দেখেছি, তার মধ্যে গোড়ামীর লেশ মাত্র ছিল না। তিনি মাদরাসা শিক্ষায় পারদর্শী হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক পন্ডিতদের মত বিভিন্ন আলোচনা সভায় গভীর মনোনিবেশ সহকারে তাত্ত্বিক আলোচনায় যোগদান করতে দেখেছি। তিনি বায়তুশ শরফ মসজিদ ও মাদারাসা কেন্দ্রিক ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তার মত সমাজ সেবায় উদ্ভুদ্ধ কোন পীর মাশাইখ আমার নজরে পড়ে নাই। আমি যতদূর দেখেছি, তিনি নিষ্ঠা ও সততার সাথে তাঁর ভক্ত ও মুরীদান প্রদত্ত টাকা পয়সা মসজিদ য়াতীমখানা, হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে চির অমর হয়ে থাকবেন। তিনি বাংলাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য আদর্শ স্থানীয় কৃতী পুরুষ হিসেবে চির অম্লান থাকবেন। তিনি নিজেও কোন উত্তরাধীকার সূত্রে পীর হননি আবার তার কোন নিকট আত্মীয়কে পীর হিসেবে মনোনীতও করেননি। তার এই অনন্য আদর্শ আমাদের দেশের পীর মাশাইখগণ অনুসরণ করলে আমার মনে হয় মুসলমানদের আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে খুবই উন্নতি হবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে তাঁর মহান কার্যাবলীর পুরস্কার প্রদান করুন। এটাই আমি কায়মনো বাক্যে প্রার্থনা করি।

ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, উপাচার্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

সত্যিকার অর্থে হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার (রহঃ) ছিলেন একজন নিখাদ মানুষ এবং মানুষ গড়ার সফল কারিগর। মাওলানা শুধুমাত্র আনুষঙ্গিক ইসলাম যেমন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত এবং মসজিদ,

Dhaka University Institutional Repository

খানকাহর মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, তিনি ইসলামকে এর বাইরে নিয়ে এসেছেন। জীবনে তিনি ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষের স্বনির্ভর, মুহতাজ বিহীন ও দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা মিটানোর জন্য যা দরকার সেগুলোই তিনি করেছেন, তাঁর অসংখ্য প্রতিষ্ঠান সেই সাক্ষ্য প্রদান করে। এগুলো সুন্নতে মুহাম্মদীর প্রতিবিম্ব। তাই আমি হযরত মাওলানা আবদুল জব্বার (রহঃ)-কে সুন্নাতে মুহাম্মদীর একজন নির্ভেজাল নমূনা হিসেবে মনে করি।[১]

প্রফেসর মোহাম্মদ আলী, সাবেক ভিসি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

দারিদ্র ও অজ্ঞতা যেমন সকল জাগতিক অগ্রগতির প্রধান অন্তরায়, তা তেমনি মূর্খতা ও অভাবের জ্বালায় জর্জরিত মানুষের কাছে ধর্মের আবেদনও বিপজ্জনক সীমিত। মাওলানা আবদুল জব্বার উপলব্ধি করেছিলেন এ দেশের মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী মর্মবাণী ও তার অন্তর্নিহিত শক্তিরজাগরণ ঘটাতে হলে তাদেরকে সকল জাগতিক শক্তিতে বলীয়ান হতে হবে ক্ষুধা আর অজ্ঞ০তার অভিশাপ থেকে তাদের মুক্ত করতে হবে।

বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংক ও চট্টগ্রাম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হবে। মাওলানা আবদুল জব্বার ইসলামের সত্যিকারের গণতান্ত্রিকতায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। "পীর কামেল" নামে আখ্যায়িত ও সম্মানিত এই সাধক পুরুষটি কিন্তু কোন

---

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-৫৪-৫৫

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরাধিকারী নির্বাচন করে যাননি। তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর ও সহকর্মীদের ওপরই তাঁর দায়িত্ব অর্পণ করে গিয়েছেন। অতি সাম্প্রতিকালের এটি একটি বিরল ব্যতিক্রমী ঘটনা যা বাংলাদেশ তথা সমগ্র উপমহাদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য একটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত।[১]

ড. হাবিবুর রহমান চৌধুরী, প্রফেসর, ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

হযরত মাওলানা আবদুল জব্বার (রহঃ) এর মধ্যে পীর হবার বা স্পিরিচুয়াল গাইড হবার পূর্ণাঙ্গ উপযুক্ততা ছিল। এই গুণটা বেশী উপলব্ধি করা যায় হাদীসের সেই ইঙ্গিতের আলেকে "যাদের দরবারে বসলে, যাদের কথা শুনলে যাঁদের কাছে থাকলে আল্লাহ ও রাসূলের কথা স্মরণ হয়, কঠিন হৃদয় নরম হয়, আল্লাহ প্রেমের ভাবের উদয় হয়, বুঝতে হবে তারা আল্লাহর প্রকৃত বান্দা"। আমি তাঁর মধ্যে এ গুণাবলী লক্ষ্য করেছি এবং সবচেয়ে যে জিনিসটা আমারএ ধারণাকে বদ্ধমূল করেছে তা হলো প্রতিটা কাজে, প্রতিটা পদক্ষেপে আল্লাহর প্রতি তাঁর ছিল অবিচল আস্থা ও স্বতঃস্ফূর্ত নির্ভরতা। যাকে অবিচল 'তাওয়াক্কুল আলাহ' বলা হয়।[১]

মাওলানা শামসুদ্দীন, সভাপতি, ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ, চট্টগ্রাম

মাওলানা আবদুল জব্বার ছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং

---

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-২৫

Dhaka University Institutional Repository

শরীআ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশের সভাপতি, ঢাকা ও কক্সবাজার শিশু হাসপাতালসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শতাধিক মসজিদ, মাদরাসা, মক্তব, এয়াতীমখানা, হেফজখানা, স্কুল-কলেজ, দাতব্য চিকিৎসায় ইত্যাদি জনহিতকর ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক, অনুবাদক ও প্রতিথযশা আলিমে দীন মোজাহেদে মিল্লাত, সমাজ সংস্কারক।

তিনি আমাদের অত্যন্ত আপন ছিলেন। যে কোন সমস্যায় তাঁর কাছে পরামর্শ করতাম। ইসলামী সমাজ গঠনে এবং মুসলিম মিল্লাতের ঐক্য ও সংহতির প্রতীক ছিলেন তিনি। ইসলামী রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র শাহাদাত বরণ করেন। তিনি শহীদের একজন গর্বিত পিতা।[১]

মাওলানা মোহাম্মদ কুতুব উদ্দীন, পীর সাহেব, বায়তুশ শরফ

শেখুত্ তরীকত হযরতুল আল্লাম্ আলহাজ্ব সূফী শাহ আবদুল জব্বার (রহঃ) এর জীবন ও কর্ম আলোচনা পর্যালোচনা ক্রমে একটি এম.ফিল গবেষণা কর্ম (আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) এর সম্পন্ন হতে দেখে আমি এর স্বার্থকতা সম্পর্কে আন্তরিকভাবে আশাবাদী। আমি যতদূর জানি বায়তুশ শরফ সম্পর্কে দেশে বিদেশে আরও অনেক গবেষণাকর্ম শুরু হয়ে গেছে এবং কয়েকটা প্রকাশনাধীন। আমার জীবনে অনেক জলীলুল খদর উলামা মাশাইখবৃন্দের সাথে পরিচিতি ও সানিধ্য লাভ হয়েছে। তৎমধ্যে মরহুম মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রহঃ) এবং বর্তমান আলোচনার পাত্র শেখ

---

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-৬৪

Dhaka University Institutional Repository

আল মাশাইখ মরহুম শাহ মাওলানা আবদুল জব্বার (রহঃ)। প্রথমিক এই মহৎ কাজটি আল্লাহ কবুল করুন এবং তার মুজাহেদাহ-মুশাহীদাহ পরবর্তীদের জন্য "উসওয়া-ই-হাসানার" অনুবর্তী এবং উজ্জ্বল নির্দশন হয়ে উত্তরোত্তর সবার জন্য ইহজগতের কল্যাণ এবং পরজগেতর মুক্তি সাধনা সার্থক হবে তাই আমি আন্তরিকভাবে বিণীত আশাপোষন করে থাকি।

সিরাজুল হক (শাহজাহান) সহযোগী অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পি.এইচ.ডি গবেষক (জার্মানী)

বিজনেসের একজন ছাত্র হিসেবে আমর নিজস্ব একাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে যখন মাওলানা আবদুল জব্বার (রহঃ)-কে পর্যবেক্ষণ করি তখন দেখতে পাই বাংলাদেশে সূদ বিহীন ব্যাংকি ব্যবস্থা প্রবর্তনে তিনিই প্রথম প্রবক্তা। আমি যতটুকু জানি, ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার উপর তিনিই প্রথম সেমিনার করেছিলেন চট্টগ্রাম বায়তুশ শরফে। আজকের মুসলমানদের এই যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আমি মাঝে মাঝে আমাদের মানসসিকতা নিয়ে ভাবি। আমরা মুসলমানরা মনে করি, দৈনিক পাঁচওয়াক্ত নামায পড়া, কুরআন শরীফ পড়া, বৃদ্ধ বয়সে হজ্জে যাওয়া একটা ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। এগুলোকে আমার নিজের কাছে কন্ট্রাডিক্টরি (Contradictory) মনে হয়। আমি মনে করি ইসলামকে জানতে হলে, বুঝতে হলে, চর্চা করতে হলে সামগ্রিক ইসলমকে উপজীব্য বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করতে হবে। অন্যথায় কুফরী

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত পৃ-৩১

Dhaka University Institutional Repository

মতদবাদগুলো আমাদের মধ্যে প্রাধান্য পেয়ে বসবে। আমার মনে হচ্ছে মাওলানা আবদুল জব্বার (রহঃ) ইসলামকে জীবনের সর্বাবস্থায় বাস্তবায়নকে তাঁর জীবনের লক্ষ্য স্থির করেছিলেন। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব করতে চাই, মাওলানা আবদুল জব্বার (রহঃ)-এর জীবন ও কর্মের উপর উচ্চতর গবেষণার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে পি.এইচ.ডি. সহ অন্যান্য ডিগ্রী যাতে প্রদান করেন।[১]

সুলতান যওক নদ্‌ভী, প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, দারুল মা'আরিফ আল ইসলামিয়া, চট্টগ্রাম।

বায়তুশ শরফের পীর হযরত মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহঃ) শুধুমাত্র পীর ছিলেন না। কবর পূজা ও দরগাহ পূজাসহ তথাকথিত "ওরশ" এর নামে পুঁজিহীন ব্যবসার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার প্রতিবাদী কণ্ঠ ও নিবেদিত প্রাণ। দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্মনীতিতে পীর ছাহেবের ভূমিকা ছিল অনবদ্য। তিনি বায়তুশ শরফে বিভিন্ন সময়ে সভা সম্মেলন ও সেমিনারের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের ওলামা, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, অধ্যাপক, এডভোকেট, লেখক, কবি ও দার্শনিকদের সমাবেশ ঘটাতেন, মত বিনিময় করতেন এবং মুলমানদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির পথ প্রশস্ত করতে প্রক্রিয়া চালাতেন। তিনি কোন অবস্থাতেই কোন হক্কানী পীর,

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-৬৫-৬৬

Dhaka University Institutional Repository

মাশায়েখ ও আলিম ওলামাদের সামালোচনা কিংবা কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করতেন না। দরিদ্র, অসহায় ও নির্যাতিতদের পাশে দাঁড়াতেন তিনি। ইসলামী জ্ঞান প্রচার ও জনকল্যাণমূলক কাজে তাঁর অবদান সর্বজন বিদিত।[১]

মাওলানা মুজহের আহমদ, রেকটর, হাসেমিয়া আলিযা, মাদ্রাসা, কক্সবাজার,

মরহুম পীর ছাহেব মূলতঃ পীর হিসেবে নয় একজন আধুনিক সমাজ সেবক হিসেবে আজীবন তিনি মানুষের খেদমত করে গেছেন। তাঁর সময়ে সারা বাংলাদেশে যতগুলো মসজিদে বায়তুশ শরফ, হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, য়াতীমখানা, হেফজখানা, কারিগরী, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে দেশের অগণিত য়াতীম ছেলেদের আশ্রয় দিয়ে শিক্ষিত করে কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে পুনর্বাসন করেছেন, এর জন্য বাংলাদেশ সরকারের উচিত তাঁকে মরনোত্তর বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করা। তিনি ইসলামের প্রচার এবং প্রসারের পাশাপাশি আজীবন জাতির যে খেদমত করে গেলেন তার জন্য জাতি চির দিন শ্রদ্ধার সাথে তাঁকে স্মরণ করবে।[২]

মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদী

মাওলানা সাঈদী হুজুরের সাথে তাঁর দীর্ঘ সাহচর্যের কথা স্মরণ করে বলেন, ১৯৮২ খ্রাঃ থেকে ১৯৯০ খ্রাঃ পর্যন্ত দীর্ঘ ন'বছর ইত্তেহাদুল উম্মাহর দায়িত্ব

---

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-৩২

[২] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-২৬

Dhaka University Institutional Repository

পালনকালে তাঁর সাহচর্যে থেকে তাঁকে একান্ত কাছ থেকে জানার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমরা দু'জনে সে বছরগুলোতে ইত্তেহাদুল উম্মাহর দাওয়াত নিয়ে আলিম-ওলামাদের এক প্লাটফরমে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে সারাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সফর করেছি। এ দীর্ঘদিনের সাহচর্যে আমি উপলব্ধি করেছি তিনি ছিলেন সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে, উদার প্রাণ ও মহৎ হৃদয়ের অধিকারী কামেল ওলী। তিনি জীবনে কখনো কারো বিরুদ্ধে ফতোয়া দেননি। বরং সব সময় দল-মত নির্বিশেষে সকলকে একই মঞ্চে, একই শামিয়ানার নীচে একত্রিত করার প্রয়াসী ছিলেন।

তিনি ছিলেন বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী। যা আমাদের সমাজে খুব দুর্লভ। শেখুল হাদীস, ওস্তাজুল আসাতেজা, কবি, সাহিত্যিক, গবেষক, দার্শনিক, সমাজ বিজ্ঞানী, সমাজ সংস্কারক, আলিম দীন, দুর্দিনে জাতির অভিভাবকসহ আরো অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন তিনি। পীর মুরীদির গতানুগতিক ধারা থেকে সম্পুর্ণ পৃথক হয়ে তাসাওউফ ও তরীকতের প্রকৃত ধারা তিনি মানুষের সামনে যোগ্যতার সাথে পেশ করেছিলেন।[১]

আল মাহমুদ, কবি, সম্পাদক, দৈনিক কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম।

তিনি দেশের প্রাত্যহিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর চমৎকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যেমন করতে জানতেন তেমনি দেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি, বৃদ্ধিবৃত্তিক

---

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-২৩২

Dhaka University Institutional Repository

পরিমন্ডলে অনৈসলামিক তৎপরতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। সবকিছু ছাপিয়ে উঠছিল সমসাময়িক ইসলামী চিন্তাবিদ, বিশ্লেষক, অধ্যাপক ও ঐতিহাসিকদের প্রতি তাঁর সমর্থন ও সহায়তা দানের ইচ্ছা। কোন ইসলামী আদর্শের লেখক বা বুদ্ধিজীবী পরিস্থিতির শিকার হয়ে বেকার হয়ে পড়লে তাঁর ব্যাকুলতার সীমা থাকতনা। সাধারণত এসব সদগুণ তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যেই সম্পৃক্ত থাকায় তাঁকে সবসময় মনে হত তিনি কেবল একজন ত্বরীকতপন্থী পীরের দাযিত্ব পালন করছেন না বরং তিনি একজন আধুনিক আধ্যাত্মিক হৃদয়ের মহান মানুষ বলেই বুদ্ধিজীবীদের কাছে প্রতিভাত হতেন।[১] "কবিদের সাতে তিনি ছিলেন এক

দরবেশের পোশাকধারী শায়ের যখন আল্লাহর কালাম পেশ করতেন

তখন পরিবেশটাই নিশ্বাস রুদ্ধ করে বসে থাকত।

আমরা কবিরা ভাবতাম, কবিতা দিয়ে আর কি হবে? মনে হত

ঐ আয়াতের গুঞ্জনে মৌমাছির মত উড়তে থাকি।"[২]

---

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-৩৪

[২] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-১১০

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

কারামত

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে "ওলীদের কারামত সত্য।" কারামত এর সহজ সরল অর্থ হল কোন অলৌকিক কাজ সম্পাদন করা বা প্রকাশিত হওয়া। যে কাজ মানুষের স্বভাব সুলভ নয়, মানুষ যা করতে অভ্যস্থ নয়, এরূপ কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নবী রাসূদের (আ.) ক্ষেত্রে মু'জিজা এবং আউলিয়ার ক্ষেত্রে তা কারামত। আবার নাফরমান, ফাসেকের মাধ্যমেও অলৌকিক কাজ প্রকাশ পায়। তাকে বলা হয় ইস্তিদরাজ।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল জব্বার (রাহঃ) ছিলেন বিংশ শতাব্দীর একজন সংস্কারক ও ওলী। মানুষের আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতার উৎকর্ষ সাধন এবং সমাজ সেবাই তাঁর মহান ব্রত ছিল। তিনি সব সময় বলতেন- "তরীকত বজুযে খিদমতে খাল্‌ক নিস্ত" অর্থাৎ তরীকতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব সেবা। পীর সাহেবের কারামত প্রদর্শন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি প্রায়ই বলতেন- "আমি কুরআন হাদীসের যে মহামূল্যবান বাণীসমূহ সমুদ্রের তলদেশ হতে মনি

Dhaka University Institutional Repository

মানিক্যের মত কুড়িয়ে এনে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি এগুলোই হলো আমার কারামত। তোমরা এর অনুসরণ করলেই জীবনে সফলতা লাভ করবে"।[১]

চট্টগ্রাম জেলার গারাঙ্গীয়ার ছোট হুজুর পীর মাওলানা আবদুর রশীদ ছিদ্দিকী আল হামেদী (রাহ:) বলেছেন মাওলানা আবদুল জব্বার (রাহ:) একজন জন্মগত ওলী।[২]

তিনি আরো বলেন- কোন ওলীর সব চাইতে বড় কারামত হলো রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নাত যথাযথভাবে পালন করা।[৩]

মাওলানা আবদুল জব্বার (রাহ:) কারামত দেখিয়ে লোক বশীভূত করার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর সামনে কেউ তাঁর কারামত বর্ণনা করলে তিনি নাখুশ হতেন। যদিও কাছের ও দূরের অনেক ভুক্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে তাঁর অনেক কারামত দেখেছেন। বিপদে মুসিবতে অনেকে ফল পেয়েছেন। স্বপ্নযোগে ভবিষ্যত দিক নির্দেশনা লাভ করেছেন।[১]

তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু কারামত নিম্নে সন্নিবেশিত করা হলো।

১. ডা. মোহাম্মদ এমদাদুল হক কে সাক্ষাৎ দানকারী মাওলানার মাতা মোছাম্মৎ ফিরোজা খাতুন বলেন মহাম্মদ আবদুল জব্বার আমার পেটে।

---

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃ-২৬৫
[২] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃষ্ঠা-২২৫
[৩] পূ.গ্র. পৃ-২৫৩

Dhaka University Institutional Repository

আমি যখন ছয় মাসের গর্ভবতী তখন এক বুধবার দিবাগত রাত অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাতের শেষাংশে তাহাজ্জুদের নামাযের সময় স্বপ্ন দেখি দিগন্ত ব্যাপী এক ময়দানের মাঝে একটি নীলোজ্জ্বল বাতি জ্বলছে। আগ্রহের আতিশয্যে আমি বাতিটি ধরতে অগ্রসর হই। বাতিটি সরে নাগালের বাইরে চলে যায়। ধরতে ছুইতে পারছিনা। মরিয়া হয়ে বার বার চেষ্টা করেছি। এমন সময় কে যেন আমাকে নিষেধ করলেন বাতিটি ছুইওনা। নিষেধাজ্ঞা মান্য করে উহা ধরার চেষ্টা হতে বিরত হই। তখন বড় ছেলে আবদুল কুদ্দুসের কান্নায় আমার ঘুম ভাংগে।[২]

২. মাওলানার আম্মা বলেন আবদুল জব্বার এর বয়স যখন ২ মাস ৩ সপ্তাহ তখনও বুধবার দিবাগত রাতের শেষাংশে তাহাজ্জুদ নামাযের সময় স্বপ্ন দেখি? "আবদুল জব্বারকে আমি বুকের দুধ খাওয়াচ্ছি- এমন সময় সে দুধ ছেড়ে দিয়ে চোখ বড় বড় করে উপরের দিকে তাকিয়ে আল্লাহ আল্লাহ শব্দটি খুবই স্পষ্টভাবে বলছে।[১]

৩. মাওলানার আম্মা বলেন- আবদুল জব্বার এর বয়স যখন ঠিক ৩ মাস পূর্ণ হয়, তখন এক জুমুআর নামাযের পর আমিরাবাদ নিবাসী নুরুদ্দীন ফকীর আমাদের ঘরের বারান্দায় বসা ছিলেন। ঐ সময় উঠানের এক পাশে গাছের নীচে নিবিড় ছায়ায় আবদুল জব্বার দোলনায় শোয়ানো ছিল। তাঁর

---

[২] আধ্যাত্মিক জগতের উজ্বল নক্ষত্র, পৃ-১৫৫

Dhaka University Institutional Repository

আব্বা জুমুআর নামায পড়ে ঘোড়ায় চড়ে উঠানে এসে উপস্থিত হন এবং বলেন, এখন বাইরের লোকজন বাড়িতে আসবে। ছেলেকে কেন উঠানে দোলনায় রেখেছে; একথা বলা শেষ না হতেই ছেলে কাত হয়ে আল্লাহ আল্লাহ যিকির করতে শুরু করে। আল্লাহ আল্লাহ যিকির তার বাবা, নুরুদ্দীন ফকীর এবং আমি নিজে স্পষ্টভাবে শুনতে পাই। তখন নূরউদ্দীন ফকীর দৌড়ে গিয়ে দোলনা হতে আবদুল জব্বরকে কোলে তুলে নিলেন এবং চুমু দিয়ে আদর করতে করতে তার আববার কাছে গিয়ে বললেন আমি ছেলের মায়ের সাথে একটু কথা বলতে আপনার এজাযত চাই। ফকীর বললেন- মা এছেলের সাথে কোন দিন কোন অবস্থাতে দুর্ব্যবহার করবেন না। এ ছেলেটি একদিন আল্লাহ ওয়ালা হবে। কথাগুলি বলে ফকীর ছেলের সারা শরীরে মাথায় হাত বুলিযে কানে ও মুখে ফু দিয়ে আমার কোলে দিয়ে তিনি বাড়ী হতে বের হয়ে যান। এরপর আর কোন দিন ফকীরের সাক্ষাৎ পাইনি। আবদুল জব্বার ৬ মাস বয়স পর্যন্ত পূর্ণ ৩ মাস জাগ্রত অবস্থায় শব্দ করে আল্লাহ আল্লাহ যিকির করত। বাড়ীর ঝি, চাকর ও মেহমান সকলে আগ্রহ সহকারে যিকির শুনতেন। ৬ মাস বয়স পর্যন্ত তাকে দুধ দিলে না দিলেও কোন উৎপাত করতো না। কান্নাকাটি করতো না। ৬ মাস বয়সের পর এ যিকির শুনা যায়নি।[২]

---

[১] আধ্যাত্মিক জগতের উজ্বল নক্ষত্র, পৃ-১৫৬

[২] পূ.গ্র. পৃ-১৫৬

Dhaka University Institutional Repository

৪. কক্সবাজার বায়তুশ শরফ জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা তাহেরুল ইসলাম লিখেছেন- ১৯৬৫ সালের ঘটনা। খন্দকিয়ায় অবস্থানকালীন সময়ে সেহেরী খাওয়ার পর আমি যখন মাওলানা আবদুল জব্বার এর হুজরায় ঢুকার মনস্থ করি তখন আমি হুজরার মধ্যে এমন কিছু অপরিচিত লোকের চেহারা দেখতে পাই, যাদের দেখে আমি অনেকটা বিস্মিত ও ভীত হই। কিছুক্ষণ পর তারা চলে গেলে আমি হুজুরের নিকট এসব অপরিচিত লোকদের ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি নির্দ্বিধায় বলেন- এরা হচ্ছে জিন্নাত। তাদেরকে তরীকতের সবক দেওয়ার জন্য হযরত কেবলা (রাহঃ) আমার নিকট প্রেরণ করেছেন।[১]

৫. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার ইউরোপ ও আমেরিকা সফরের সফরসঙ্গী আনজুমানে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ এর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক আলহাজ এ.এফ.এম. হাসান বর্ণনা করেছেন- "আবহাওয়া জনিত কারণে আমরা মাওলানাকে নিয়ে ২১ ডিসেম্বর ১৯৯১খ্রী. লন্ডন পৌছি। জানা গেল ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত লন্ডনের আবহাওয়া ছিল অত্যন্ত দূর্যোগপূর্ন। প্রচন্ড তুষারপাত ও ঘন কুয়াশার কারণে এক সপ্তাহ পর্যন্ত হিথ্রো বিমান বন্দরে কোন বিমান অবতরণ করতে পারেনি। লন্ডন গামী সব বিমানকে

---

১ ইসলামী রেনেসাঁয়, অগ্রদূত, পৃ-১৪২

Dhaka University Institutional Repository

প্যারিসে অবতরণ করতে হয়েছিল। আল্লাহর অশেষ শোকরিয়া মাওলানার ৮ দিন লন্ডন থাকাকালীন রোদ্রউজ্জ্বল দিন ও চাঁদনি রাত ছিল। (১)

এ.এফ.এম. হাসান আরো বর্ণনা করেছেন একদিন আমরা পাতাল রেল ষ্টেশন সাদবারী হিলে (Sudbury Hill) আসার সাথে সাথে হঠাৎ প্রচন্ড বেগে ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় আমরা তথায় আটকা পড়ি। হুজুর কেবলাসহ আমরা কয়েকজন যাত্রী ষ্টেশনের ভেতরে বেঞ্চের উপর বসেছিলাম। লোকজনের মাঝে উদ্বিগ্নতা এবং বিব্রতকর অবস্থা দেখে হুজুর কেবলা বেঞ্চ থেকে ধীরস্থিরভাবে উঠে বাইরের দিকে মুখ তুলে কিছুক্ষণ এক পলকে চেয়ে থাকলেন। তার দাঁড়ানো অবস্থায় কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঝড় থেমে গেল। আকাশ পূনরায় মধ্যাহ্ন সূর্যের ঝলমল আলোতে ভরে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে সবার মাঝে স্বস্থির ভাব ফিরে আসল। উপস্থিত বৃটেনবাসীরা আবহাওযার এরূপ তাৎক্ষনিক পরিবর্তন দেখে আনন্দ মিশ্রিত বিস্ময়ে বলা বলি করছিল। How Beautiful Sunny day আহ কী সুন্দর রৌদ্রোজ্জ্বল দিন। তিনি আরো বলেন- অনুরূপ অবস্থা আমরা লক্ষ্য করেছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯১খ্রী. আমরা লন্ডন থেকে নিউ ইয়র্ক পৌছি। মাওলানাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বিমান বন্দরে আগত বাংলাদেশী ভাইয়েরা বলল- বিগত কয়েক দিন প্রচন্ড তুষারপাত ও হাড় কাঁপানো হিমেল হাওয়ায় জনজীবন একেবারে নিস্তব্দ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজ হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তন সূচিত হলো। আমাদের সপ্তাহ খানেক অবস্থানকালে নিউ ইয়র্কের আবহাওয়া ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও আরাম দায়ক। মার্কিন টেলিভিশনের

Dhaka University Institutional Repository

আবহাওয়ার বুলেটিনে মন্তব্য করেছিল গত ১২০ বছরে তুষারময় শীত কালে নিউ ইয়র্কবাসীরা এরূপ আলোকিত দিন ও চাঁদনী রাত আর প্রত্যক্ষ করেনি। এই সফরে আলহাজ্ব তাহের সুবহান এবং আলহাজ্ব ছায়েকাতুল ইসলামও ছিলেন।[১]

৬. আনজুমনে নওজোয়ান বাংলাদেশ এর উপদেষ্টা বিশিষ্ট শিল্পপতি আলহাজ্ব তাহের সোবহান বর্ণনা করেন- মাওলানার কৃষি সম্পর্কে সুদূর প্রসারী চিন্তা ছিল। তিনি ব্যাংককে গিয়ে আমাকে প্রশ্ন করলেন "আচ্ছা "কচুরী পানা" দিয়ে কিছু হয়না? আমি তাঁর কথায় হেসেছিলাম। তথায় কৃষির উপর গবেষণারত একজন বাঙ্গালী ছেলে জানালেন "আজ পনের দিন হল চীন থেকে চকুরীপানা সম্পর্কে গবেষণা করে ফিরেছি, কচুরিপানা থেকেই বিউটিফুল টয়লেট্রিজ তৈরী হতে পারে। গবেষকের কাছ থেকে এই তথ্য বেরিয়ে আসলে আমি অত্যন্ত লজ্জিত হলাম। হজুর কেবলা আমাকে বললেন প্রথমে আমার কথাটা গুরুত্বই দিলেনা। অবশ্য আমি আমার কথাটি এমনি বলেছি। আমি যাতে এটাকে কারামত মনে না করি তার জন্য তিনি আমাকে থামিয়ে দিলেন এবং বললেন সবকিছু প্রচেষ্টারই ফল। সফলতা আল্লাহ দেন। যদি অলৌকিক কিছু কামনা করে থাক তাহলে বুঝতে হবে তুমি আমার কাছ থেকে কিছুই শিখনি।[২]

---

[১] ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পৃষ্ঠা-২৯২-২৯৩

[২] পূ.গ্র.পৃ-৬৯-৭০

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

যিনি দীনী ইলমে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী তিনিই আলিম। অবশ্য আমলের দিক দিয়েও তাঁকে আদর্শস্থানীয় হতে হবে। তিনি শুধু নিজের উপকার ও উন্নতির কথা চিন্তা করবেন না তিনি মানুষের কথা ভাববেন এবং তাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করে যাবেন। এ ধরনের আলিম সম্পর্কেই আল কুরআনুল করীমে এরশাদ হয়েছে- "নিশ্চয় বান্দাদের মধ্যে একমাত্র আলিমগনই আল্লাহ তা'আলাকে সঠিকভাবে ভয় করেন।" (৩৪ঃ৬৮)

এই আলিম সম্পর্কে মহানবী (সঃ) এরশাদ করেন- "আবেদ এর উপর আলিমের ফযিলত (শ্রেষ্ঠত্ব) তেমনি যেমন- তোমাদের মধ্যে একজন নিম্নস্তরের ব্যক্তির তুলনায় আমার ফযিলত।" (মিশকাত, কিতাবুল ইলম।)

পীর মাওলানা আবদুল জব্বার (রহঃ) একজন সত্য নিষ্ঠ, অভিজ্ঞ ও পারদর্শী এবং আমল ও আখলাকে আদর্শস্থানীয় ছিলেন। তাঁর মহৎ জীবনের ইতিবৃত্ত সঠিকভাবে এবং ব্যাপকভাবে বর্ণনা করা অতি কঠিন কাজ। তবুও আমার স্বল্প জ্ঞান নিয়েই আমি এ কাজে আত্ম নিয়োগ করেছি, এই ভেবে যে, আমার আলোচনার দ্বারা পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন এবং মাওলানার শিক্ষায় ও আদর্শেই অনুপ্রাণিত হবেন। তদুপরি এ ধরনের একজন আলিমের জীবনী সর্বোতভাবে সংরক্ষণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। মাওলানা দুনিয়াতে এখন নেই কিন্তু তাঁর বহুকীর্তি এদেশের নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এগুলো দ্বারা জনসাধারণ উপকৃত

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে। সর্বোপরি তিনি কিছু মানুষ গড়ার কাজ সম্পন্ন করেছেন। তাঁর অনুসারী, মুরীদগন তাঁর পথে ভ্রমন করে মহান আল্লাহর সত্যিকারের বান্দায় পরিনত হবেন। আমি তাঁর শিক্ষা, দীক্ষা, আদর্শ ও কীর্তি কলাপের একটি সঠিক তথ্য যথাসম্ভব নির্ভুল সূত্র হতে আহরণ করে উক্ত অভিসন্দর্ভে সন্নিবেশ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আমার এই যৎকিঞ্চিৎ গবেষণাকর্ম হয়ত আশা করা যায় আরো জ্ঞানী গুনীদের এ কাজে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ করে দিবে।

যাদের জীবন সম্পর্কে বই পত্র লিখিত হয়েছে তাঁদের জীবনী রচনা করা হয়ত কিছুটা সহজ। মাওলানার বিস্তারিত কোন জীবনী প্রণীত না হওয়ায় আমাকে তাঁর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য অনেক স্থান, বিশেষ করে তাঁর প্রতিষ্ঠানগুলো স্বচক্ষে দেখতে হয়েছে এবং বহু ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে আমার প্রচেষ্টার ফল ক্ষুদ্র হলেও ইখলাছে কোন ত্রুটি ছিল না। মহান আল্লাহ আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল কুরুন এবং অনিচ্ছা সত্বে কোন ভুল-ভ্রান্তি হয়ে থাকলে তা ক্ষমা করে দিন। আমীন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

আল কুরআনুল করীম ঃ

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, মাওলানা ঃ তফসীরে আউযুবিল্লাহ, শাহ আবদুল জব্বার আশশরফ একাডেমী, চট্টগ্রাম, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৯৯খ্রী.

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, মাওলানা ঃ তা'মিলে হজ্জ ও জিয়ারত বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, চট্টগ্রাম, দ্বিতীয় সংস্কারণ এপ্রিল ১৯৯৩খ্রী.

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, মাওলানা ঃ কোরআন হাদীছের দৃষ্টিতে দোয়া ও মোনাজাতের তত্ত্ব, শাহ আবদুল জব্বার আশশরফ একাডেমী, চট্টগ্রাম দ্বিতীয় প্রকাশ জানুয়ারী ২০০০খ্রী.

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, মাওলানা ঃ মোনাজাতের তত্ত্ব, শাহ আবদুল জব্বার আশশরফ একাডেমী, চট্রগ্রাম দ্বিতীয় প্রকাশ জানুঢরী ২০০০খ্রী.

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, মাওলানা ঃ রফিকুছ ছালেকীন, বাইতুশশরফ লাইব্রেরী চট্রগ্রাম, দ্বিতীয় প্রকাশ, আগষ্ট ১৯৯৮খ্রী.

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, মাওলানা ঃ চল্লিশ হাদীস ও চল্লিশ বাণী, বাইতুশ শরফ ইসলামী গবেষনা প্রতিষ্ঠান , চট্রগ্রাম ৪র্থ চতুর্থ সংস্করন মার্চ ১৯৯৪খ্রী.

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, মাওলানা ঃ পবিত্র মাহে রমজানে পালনীয় কয়েকটি উপদেশ ও জরুরী মাসায়েল, বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ,

Dhaka University Institutional Repository

চট্রগ্রাম, তৃতীয় সংস্কেরন নভেম্বর ২০০০খ্রী.

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, মাওলানা ঃ শরীয়ত ও ম্মরেফতের দৃষ্টিতে গান বাজনা ইসলামী গবেষনা ইনষ্টিটিইট, চট্রগ্রাম, দ্বিতীয় সংস্করন, জানুয়ারী ১৯৯১খ্রী.

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, মাওলানা ঃ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দৃষ্টিতে পীর আউলিয়ার গুরুত্ব, বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষনা প্রতিষ্ঠান, চট্রগ্রাম দ্বিতীয় প্রকাশ জুন ১৯৯৪খ্রী.

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, মাওলানা ঃ কুরআন ও হাদীসের, আলোকে যিকরুল্লাহর গুরুত্ব, শাহ আবদুল জব্বার আশশরফ একাডেমী, চট্রগ্রাম দ্বিতীয় প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৮খ্রী.

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, মাওলানা ঃ শরীয়ত ও তরীকতের আদাব, আনজুমনে ইত্তেহাদ, চট্রগ্রাম সস্করন ১লা জানুয়ারী ১৯৮০খ্রী.

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, মাওলানা ঃ সংক্ষিপ্ত নামাজ শিক্ষা দীনিয়াত, বায়তুশ শরফ চট্রগ্রাম, তা. বি.

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, মাওলানা ঃ আসমাউল হোসনা, শাহ আবদুল জব্বার আশশরফ একাডেমী, চট্রগ্রাম, আগষ্ট ১৯৯৭খ্রী.

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, মাওলানা ঃ ইলমে তাছাউফের হাকীকত শাহ আবদুল জব্বার আশরাফ একাডেমী, চট্রগ্রাম, চতুর্থ সংস্করন ১৯৯৯খ্রী.

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, মাওলানা ঃ আল ইহসান, শাহ আবদুল জব্বার আশশরফ একাডেমী, চট্রগ্রাম, ১৫ জানুয়ারী, ১৯৯৯খ্রী.

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, মাওলানা ঃ প্রেমিকদের তোহফা, আনজুমনে ইত্তেহাদ প্রেম চট্রগ্রাম জুলাই ১৯৮৬খ্রী.

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, মাওলানা ঃ আলমুনা ব্বেহাত, শাহ আবদুল জব্বার আশশরফ একাডেমী, চট্রগ্রাম, তৃতীয় প্রকাশ ১৯৯৯খ্রী.

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, মাওলানা ঃ হৃদয়ের টানে মদীনার পানে, শাহ আবদুল জব্বার আশশরফ একাডেমী, চট্রগ্রাম, দ্বিতীয় প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৯খ্রী.

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, মাওলানা ঃ আচরারুল আহকাম, শাহ আবদুল জব্বার আশ শরফ একাডেমী, চট্রগ্রাম, দ্বিতীয় প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৮খ্রী.

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, মাওলানা ঃ জিহাদে আকবর, বায়তুশ শরফ প্রকাশনী, চট্রগ্রাম, ডিসেম্বর ১৯৯১খ্রী.

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, মাওলানা ঃ রূহের খোরাক, মসজিদ বায়তু শ শরফ চট্রগ্রাম, জানুয়ারী ১৯৯৮খ্রী.

আবদুল হাই নদভী, মুহাম্মদ (সম্পা) ঃ মলফুযাতে পীর ছাহেব বায়তুশ শরফ বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষনা পতিষ্ঠান, চট্রগ্রাম, ৯ অক্টোবর ১৯৯২খ্রী.

আবদুল হাই নদভী, মুহাম্মদ (সম্পা) ঃ বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব (রহঃ) এর নির্বাচিত ভাষন: শাহ আবদুল জব্বার

Dhaka University Institutional Repository

আশশরফ একাডেমী, চট্রগ্রাম, রিবধির্ত সংস্করন ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯খ্রী.

আবদুল হাই নদভী, মুহাম্মদ (সম্পা) ঃ আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র বায়তুশ শরফের পীর হযরত শাহ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহঃ) শাহ আবদুল জব্বার আশশরফ একাডেমী চট্রগ্রাম, সেপ্টেম্বর ১৯৯৯খ্রী.

আবদুল হাই নদভী, মুহাম্মদ (সম্পা) ঃ ইসলামী রেনেসার অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব হযরত শাহ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহঃ) শাহ আবদুল জব্বার আশশরফ একাডেমী, চট্রগ্রাম, ১৫জানুয়ারী ১৯৯৯খ্রী.

সিরাজুল ইসলাম, ড. (সম্পা) ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১) ১ম খন্ড, রাজনৈতিক ইতিহাস, ২য় খন্ড, অর্থনৈতিক ইতিহাস, ৩য় খন্ড, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ ঢাকা, ১৯৯৩খ্রী.

মাহবুবুর রহমান, ড. মো. ঃ বাংলাদেশের ইতিহ্রস (১৯৪৭-১৯৭১) সময় প্রকাশন্, ঢাকা অক্টোবর ১৯৯৯খ্রী.

সাঈদ-উর- রহমান ঃ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪০-১৯৮২) অনন্যা প্রকাশন্, ঢাকা ২০০১খ্রী.

আনিসুজ্জামান ঃ মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র (১৯১৩-১৯৩০) বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৯৬৯খ্রী.

Dhaka University Institutional Repository

হারুন অর রশিদ, ড. ঃ বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসন তান্ত্রিক উন্নয়ন (১৭৫৭-২০০০) নিউএজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১লা ফেব্রুয়ারী ২০০১খ্রী.

আব্বাস আলী খান ঃ বাংলা মুসলমানদের ইতিহাস (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ) বাংলাদেশ ইসলামিক, সেন্টার ঢাকা চতুর্থ প্রকাশ জুন ২০০২খ্রী.

আবদুল করিম, ড. ঃ চট্টগ্রামে ইসলাম সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৯৭০খ্রী.

আবদুল করিম, ড. ঃ মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জানুয়ারী ১৯৯৪খ্রী.

আমান উল্লাহ খান, মোহাম্মদ ঃ কতুবুল আলম হযরত শাহছুফি মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রাহঃ) এর মহিমাময় জীবন আনজুমনে ইত্তেহা বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম, জানুয়ারী ১৯৯৩খ্রী.

মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, অধ্যাপক ঃ ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর ব্যবস্থা, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ঢাকা, অক্টোবর ১৯৯৬খ্রী.

সাহিত্য বিশারদ,আবদুল করীম ঃ ইসলামাবাদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, অক্টোবর ১৯৬৪খ্রী.

মুহাম্মদ এনামূল হক, ড. অধ্যাপক ঃ পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, আদিল ব্রাদার্স, ঢাকা ১৯৪৮খ্রী.

আবদুল করিম, ড. ঃ বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল) বাংলা একাডেমী, ঢাকা নভেম্বর ১৯৭৭খ্রী.

Dhaka University Institutional Repository

মহিউদ্দীন, এ.কে.এম ঃ চট্টগ্রামে ইসলাম, ইফাবা, ঢাকা জুন ১৯৯৬খ্রী.

নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, দেওয়ান (সম্পা)ঃ আমাদের সুফিয়ায়ে কেরাম, ইফাবা, ঢাকা ১৯৯৪খ্রী.

এম ওবাইদুল হক, মাওলানা ঃ বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, রশিদ এন্ড ব্রাদার্স, ফেনী, নোয়াখালী, জুলাই ১৯৬৯খ্রী.

আবুল ফজল, মাওলানা ঃ তাযকিরাতুস সালাতি বে ওয়াসিলাতিন্নাজাত, খুটাখালী চকরিয়া, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম তা.বি.

মাহফুজুল করিম, কে.এম ঃ দর্পন, খুটাখালী ইউনিয়ন ভিত্তিক গবেষণা কর্ম, খুটাখালী সাহিত্য পরিষদ, চকরিয়া, কক্সবাজার, ঢাকা ১লা সেপ্টেম্বর ২০০১খ্রী.

আবদুল মান্নান তালিব ঃ বাংলাদেশে ইসলাম, ইফাবা, ঢাকা ১৯৮০খ্রী.

আবদুল আসাদ ঃ একশ বছরের রাজনীতি, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা ১৯৯৪খ্রী.

আবদুল মনসুর আহমদ ঃ আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৮৪খ্রী.

আবুল আ'লা মওদুদী, সাইয়েদ ঃ উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান, আধুনিক প্রকাশণী, ঢাকা, ১৯৮৯খ্রী.

Dhaka University Institutional Repository

আহমদ শরীফ, ড. ঃ সংক্ষিপ্ত বাংলা অবিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২খ্রী.

রাজ শেকব বসু (সম্পা) ঃ চলন্তিকা, এম.সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ লিঃ কলকাতা, ১৩৩৯ব.

তরিকুল ইসলাম মাওলানা ঃ হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র.) বিউটি বুক হাউজ, ঢাকা ১৯৭৭খ্রী.

আব্দুস সালাম, মোহাম্মদ ঃ মাওলানা রুহুল আমীন (রাহঃ) জীবন ও কর্ম, ইমাতআতে ইসলাম কুতুবখানা, ঢাকা নভেম্বর ২০০১খ্রী.

হুমায়ূন আবদুল হাই ঃ মুসলিম সংস্কার ও সাধক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭২খ্রী.

আব্বাস আলী খান ঃ মাওলানা মওদূদী, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনী, ঢাকা, তৃতীয় সংস্কারণ, জানুয়ারী ১৯৮৭খ্রী.

আব্দুস সালাম, মুহাম্মদ ঃ মাওলানা রুহুল আমীন (রঃ) জীবন ও কর্ম, ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ঢাকা, নভেম্বর ২০০১খ্রী.

আবদুল হক চৌধুরী ঃ চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মে ১৯৮৮খ্রী.

মোঃ বদিউর রহমান, ড. ঃ সাম্প্রতিক কালের সূফী মুহাম্মদ আবদুর রশীদ ছিদ্দিকী হামেদী, জীবনী ও চিন্ত াধারা, শাহ মজিদিয়া রশিদিয়া ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রাম, নভেম্বর ২০০১খ্রী.

Dhaka University Institutional Repository

ঃ ফরহঙ্গ-ই-রব্বানী, উর্দ্দুবাংলা, অভিধান, আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ২য় সংস্করণ ১৯৮১খ্রী.

সম্পাদনা পরিষদ ঃ ফার্সী বাংলা ইংরেজী অভিধান, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা, মার্চ ১৯৯৮খ্রী.

ঃ অগ্রগতির দুই বছর, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ঢাকা ১৯৮৫খ্রী.

ঃ Annual Report, (1983-2000) Islami Bank Bangladesh Limited.

ঃ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর কার্যক্রম, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

নূর উল ইসলাম, মুস্তফা ঃ সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭খ্রী.

মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার ঃ নকশে হায়াত, হায়াত, হযরত মাওলানা ওবাইদুল হক ছাহেব (রহঃ), মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী ফাউন্ডেশন, ঢাকা, নভেম্বর ২০০২খ্রী.

সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ড. ঃ মসজিদের ইতিহাস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ জুন ১৯৯৩খ্রী.

Dr. M.A Rahim ; Islam in Bangladesh Through Ages, Islamic Foundation, July-1995

Dhaka University Institutional Repository

জুলফিকার আহমদ কিসমতী ঃ আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের ভূমিকা, আল-ফালাহ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রন, আগষ্ট-২০০০খ্রী.

ঃ Souvenir, International Islamic University Chittagong, 28 March 2002.

ঃ স্মরণিকা '৯৯ বড় হুজুর কেবলা (রাঃ), ইছালে সওয়াব ও জিকির মাহফিল এন্তে জামিয়া কমিটি, গারাংগিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

শাব্বির আহমদ (সম্পাদিত) ঃ স্মরণিকা, হযরত বড় হুজুর কেবলা (রহঃ) ও হযরত ছোট হুজুর কেবলা (রাহঃ), গারাংগিয়া ইসলামিয়া আলীয়া মাদরাসা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম, ১৮ জানুয়ারী, ১৯৯৫খ্রী.

মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ (সম্পাদিত) ঃ আলো, ষষ্ঠ সংখ্যা, বায়তুশ শরফ আলিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম, নভেম্বর, ১৯৯৮খ্রী.

এ.কে.মাহমুদুল হক (সম্পাদিত) ঃ গুণীজন সংবর্ধনা স্মারক'৯৫, আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম ৯ আগষ্ট ১৯৯৫খ্রী.

এ.কে.মাহমুদুল হক (সম্পাদিত) ঃ গুণীজন স্মরণ ও সংবর্ধনা স্মারক,'৯৬ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম, ২৮ জুলাই ১৯৯৬খ্রী.

Dhaka University Institutional Repository

এ.কে.মাহমুদুল হক (সম্পাদিত)	ঃ	গুণীজন সংবর্ধনা স্মারক, '৯৮ বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ, বাংলাদেশ চট্টগ্রাম, ৬ জুলাই ১৯৯৮খ্রী.
এ.কে.মাহমুদুল হক (সম্পাদিত)	ঃ	গুণীজন স্মরণ ও সংবর্ধনা স্মারক,'৯৯ বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম, ২৭ জুন ১৯৯৯খ্রী.
এ.কে.মাহমুদুল হক (সম্পাদিত)	ঃ	গুণীজন সংবর্ধণা ২০০০, বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম ১৪ জুন ২০০০খ্রী.
এ.কে.মাহমুদুল হক (সম্পাদিত)	ঃ	গুণীজন সংবর্ধণা স্মারক ২০০১, বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম, ৪ঠা জুন ২০০১খ্রী.
এ.কে.মাহমুদুল হক (সম্পাদিত)	ঃ	গুণীজন সংবর্ধণা স্মারক ২০০২, বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম, ২৫ মে ২০০২খ্রী.
সম্পাদনা পর্ষদ	ঃ	আয্ যিকরা, কামিল বিদায়ী-২০০০ দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম, আগষ্ট ২০০০খ্রী.
সম্পাদনা পর্ষদ	ঃ	আয্ যিকরা, বার্ষিকী '৯৯ দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম, জুলাই ১৯৯৯খ্রী.
সম্পাদনা পর্ষদ	ঃ	আয্ যিকরা, বার্ষিকী-২০০২ দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম, ১১ জুলাই ২০০২খ্রী.

Dhaka University Institutional Repository

এ.কে.এম মাহমুদুল হক (সম্পাদিত) ঃ Prospectus বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদরাসা, চট্টগ্রাম, তা.বি.

ঃ কার্যক্রম তালিকা, বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম, তা.বি.

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী ঃ শাহ আবদুল জব্বার আশ শরফ একাডেমী, বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম, ৮ জুলাই ১৯৯৮খ্রী.

ঃ একনজরে আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম, তা.বি.

এ.কে.এম মাহমুদুল হক (সম্পাদিত) ঃ মাসিক দ্বীন দুনিয়া, তেইশ বর্ষ ৭ম সংখ্যা, চট্টগ্রাম, মে, ২০০২খ্রী.

এ.কে.এম মাহমুদুল হক (সম্পাদিত) ঃ মাসিক দ্বীন দুনিয়া, চব্বিশ বর্ষ ২য় সংখ্যা, চট্টগ্রাম, ডিসেম্বর, ২০০২খ্রী.

সম্পাদনা পরিষদ ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ষষ্ঠ খন্ড, ইফাবা.

সম্পাদনা পরিষদ ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, নবম খন্ড, ইফাবা.

সম্পাদনা পরিষদ ঃ ইসলামী বিশ্ব কোষ, দশম খন্ড, ইফাবা.

সম্পাদনা পরিষদ ঃ ইসলামী বিশ্ব কোষ, চতুর্দশ খন্ড, ইফাবা.

ঃ দৈনিক সংগ্রাম, ২২ মে ২০০২খ্রী.

ঃ দৈনিক সংগ্রাম, ২৪ বর্ষ ৭২তম সংখ্যা ৪ঠা এপ্রিল ১৯৯৮খ্রী.

ঃ দৈনিক ঈশান, চট্টগ্রাম ২৪ মার্চ ১৯৯৮খ্রী.

ঃ দৈনিক কর্ণফুলী, ১লা এপ্রিল ১৮ চৈত্র ১৪০৪ ব. চট্টগ্রাম ১লা.এপ্রিল ১৯৯৮খ্রী.

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানার ছবি

মাওলানার বাড়ী

মাওলানার কবর

বায়তুশ শরফ মসজিদ, চট্টগ্রাম

বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদরাসা, চট্টগাম।

বায়তুশ শরফ য়াতীমখানা, কক্সবাজার

Dhaka University Institutional Repository

বায়তুশ শরফ মসজিদ, ঢাকা।

আহমদ দীদাত এর সাথে মাওলানা,১১ডিসেঃ '৯৪, আবু ধাবী ডান দিক থেকে তৃতীয়।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম এ বক্তব্য রত মাওলানা, ১৯৯৪ইং

Madrasah Education Board, East Bengal

The Alim Examination

Certified that Muhammad Abdul Jabbar ... duly passed the Alim Examination ... held in the month of May, 1949 ... and was placed in the ... Division.

মাওলানার আলিম এর সনদপত্র

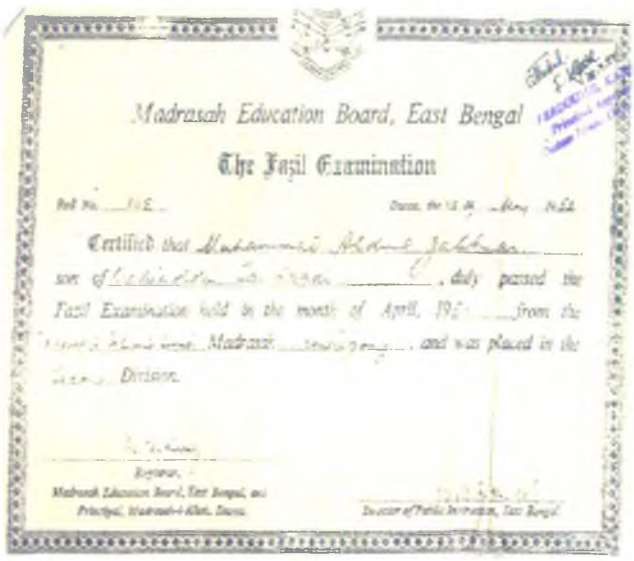

Madrasah Education Board, East Bengal

The Fazil Examination

Certified that Muhammad Abdul Jabbar ... duly passed the Fazil Examination held in the month of April, 19.. from the ... Madrasah ... and was placed in the ... Division.

মাওলানার ফাযিল এর সনদপত্র

شهادة الكامل الحديث

মাওলানার কামিল এর সনদপত্র